NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৫ বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপিত ইলামবাজারে

এখনই বৃষ্টি থেকে রেহাই নেই দক্ষিণবঙ্গের, অতি ভারী বর্ষণ উত্তরেও ৩

কলকাতা ৮ অগস্ট ২০২৫ ২২ শ্রাবণ ১৪৩২ শুক্রবার উনবিংশ বর্ষ ৬০ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 08.08.2025, Vol.19, Issue No. 60, 8 Pages, Price 3.00

ওবিসি জটে জয়েন্ট তালিকা

নিজস্ব প্রতিবেদন: ওবিসি সংক্রান্ত জটিলতায় প্রকাশের আগেই বাতিল হয়ে গেল রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের মেধাতালিকা। তা বাতিল করে ফের নতুন করে মেধাতালিকা তৈরির নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বৃহস্পতিবার আদালতে বিচারপতি কৌশিক চন্দের নির্দেশ, ২০১০ সালের আগের ৬৬টি ওবিসি সম্প্রদায়ের তালিকার ভিত্তিতেই নতুন মেধাতালিকা তৈরি করতে হবে। ১৫ দিনের মধ্যে আদালতের এই নির্দেশ কার্যকর করতে হবে বোর্ডকে।

উল্লেখ্য, ৭ অগস্ট, বৃহস্পতিবার রাজ্য জয়েন্ট এন্ট্রান্সের ফল ঘোষণা হবে বলে জানানো হয়েছিল। কিন্তু ওবিসি সংক্রান্ত জটিলতার কারণে ফের সেই ফলপ্রকাশ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়। কারণ, গত বছর এপ্রিল মাসে ২০১০ সালের পরের সমস্ত ওবিসি শংসাপত্র বাতিল করে দিয়েছিল হাইকোর্ট। ২০১০-এর আগে পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে মোট ৬৬টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি বলে ধরা হত। ২০১০ সালে তৎকালীন বাম সরকারের আমলে ৪২টি এবং ২০১২ সালে তৃণমূল সরকারের আমলে আরও ৩৫টি জনগোষ্ঠীকে ওবিসি বলে চিহ্নিত করা হয়। তাদেরকেই বাতিল করে দেয় উচ্চ আদালত। হাইকোর্ট আরও জানায়, ২০১০ সালের আগে পর্যন্ত যে ৬৬টি জনগোষ্ঠী অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণির অংশ ছিল কেবলমাত্র তাদেরই শংসাপত্র গ্রাহ্য হবে চাকরির নিয়োগ কিংবা কলেজে ভর্তিতে। তাই জয়েন্ট এন্ট্রান্স বোর্ডের মামলায় এর আগে বিচারপতি চন্দ জানিয়েছিলেন, ২০১০ সালের আগের ওবিসি তালিকা মেনেই ফলপ্রকাশ করা যাবে।

আদালতের নির্দেশ, অন্যান্য অনগ্রসর শ্রেণি (ওবিসি)-র পড়ুয়াদের জন্য পূর্বের মতো ৭ শতাংশ সংরক্ষণই বরাদ্দ থাকবে। তা ছাড়া, নতুন ওবিসি তালিকা মেনে মেধাতালিকা প্রকাশ করা যাবে না। তালিকা প্রকাশ করলে তা করতে হবে পুরনো বিধি মেনে। অর্থাৎ, ২০১০ সালের আগের ৬৬টি ওবিসি সম্প্রদায়ের তালিকার ভিত্তিতেই নতুন মেধাতালিকা তৈরি করতে হবে। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে আদালতের এই নির্দেশ কার্যকর করে পরবর্তী তিন সপ্তাহের মধ্যে হলফনামা দিতে হবে। হলফনামা দেবেন সিনিয়র স্পেশ্যাল সেক্রেটারি পদমর্যাদার কোনও আধিকারিক। শুধু তা-ই নয়, আদালতের এই রায় রাজ্যের মুখ্যসচিবকেও অবগত করতে হবে।

ট্রাম্পের শুল্ক-‘জরিমানা’র পালটা জবাব দিলেন মোদী

দেশের স্বার্থেই সমঝোতা নয়

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: পহেলগাঁও হামলার পর অপরেশন সিঁদুর অভিযান চালায় ভারত। বাণিজ্য চুক্তির শর্তে তৃতীয়পক্ষ হিসাবে ভারত-পাক যুদ্ধবিরতিতে মধ্যস্থতা করেছেন বলে বারবার দাবি করছেন ট্রাম্প। যা ভারতের দ্বিপাক্ষিক নীতির সম্পূর্ণ বিরোধী অবস্থান। যতবার ট্রাম্পের দাবি নস্যাৎ করেছে দিল্লি, ততবার নতুন করে এশিয়ার দুই শক্তির যুদ্ধ থামানোর কৃতিত্ব দাবি করেছেন ধনকুবের মার্কিন প্রেসিডেন্ট। এখানেই না থেমে, রাশিয়ার থেকে তেল কেনার ‘অপরাধে’ দুই দফায় ভারতের উপর ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছেন তিনি। এই বিষয়ে মোদীর ‘বন্ধু’র মন্তব্য, ‘প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে ভারত বর্তমানে রুশ তেল আমদানি করছে। তাই আমার মনে হয় ভারতের উপর আরও বেশি শুল্ক চাপানো দরকার।’

এরপরেই ‘বন্ধু’র সিদ্ধান্ত নিয়ে মুখ খোলেন মোদী। তিনি বলেন, ‘কৃষকদের স্বার্থ আমাদের অগ্রাধিকার। ভারত কখনোই তার কৃষক এবং মৎস্যজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে আপস করবে না।’ তাৎপর্যপূর্ণভাবে মোদী আরও বলেন, ‘আমি জানি যে এর জন্য আমাকে ব্যক্তিগতভাবেও বিরাট মূল্য চোকাতে হবে, কিন্তু আমি প্রস্তুত আছি।’ যেহেতু দেশের স্বার্থ জড়িত।

রাতারাতি ভারতের উপরে বাণিজ্য শুল্ক দ্বিগুণ করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। ট্রাম্পের শুল্ক হুঁশিয়ারির পাল্টা জবাব দিয়ে বললেন, ‘কৃষক ও মৎসজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে কোনও সমঝোতা করা হবে না। কৃষকদের সুরক্ষার জন্য কঠিন মূল্য চোকাতে প্রস্তুত।’

এ দিন দিল্লির স্বামীনাথন সেন্টেনারি ইন্টারন্যাশনাল কনফারেন্সে বক্তব্য রাখতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেন, ‘কৃষকদের স্বার্থই আমাদের কাছে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ। ভারত কখনও কৃষক, পশুপালক, মৎসজীবীদের স্বার্থের সঙ্গে সমঝোতা করবে না। আমি জানি এর জন্য আমায় ব্যক্তিগতভাবে বড় মূল্য চোকাতে হবে, কিন্তু তার জন্য আমি প্রস্তুত। কৃষকদের, মৎসজীবীদের জন্য ভারত প্রস্তুত রয়েছে।’

বিশ্লেষকরা বলছেন, ‘ব্যক্তিগত মূল্য চোকানো’ বলতে ট্রাম্পের সঙ্গে বন্ধুত্বের সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার কথাই বোঝাতে চেয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী। ২০১৯-এর সেপ্টেম্বরে টেক্সাসের হিউস্টনে ‘হাউডি মোদী’ সভায় প্রায় ৫০ হাজার ভারতীয় বংশোদ্ভূত ও প্রবাসী ভারতীয়ের সামনে কূটনীতির বেড়া টপকে ‘অব কি বার ট্রাম্প সরকার’ স্লোগান দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। ২০২০-র গত ফেব্রুয়ারি মাসে ভারত সফরে এসে গুজরাতের আমদাবাদে পুনর্নির্মিত মোতেরা ক্রিকেট স্টেডিয়াম উদ্বোধনে গিয়েছিলেন ট্রাম্প এবং ফার্স্ট লেডি মেলানিয়া। সেখানে লক্ষাধিক মানুষের জমায়েতে মোদী দাবি করেছিলেন, তিনি এবং ট্রাম্প মিলে নয়াদিল্লি-ওয়াশিংটন সম্পর্ককে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেবেন। সেখানে শোনা গিয়েছিল ‘নমস্তে ট্রাম্প’ স্লোগানও। অবশেষে সেই বন্ধুত্বে আনুষ্ঠানিকভাবে চিড় ধরল!

চলতি মাসেই ভারতে পুতিন

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: ভারতে আসছেন রুশ প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন। রাশিয়ার সংবাদ সংস্থা ‘ইন্টারফ্যাক্স’ ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালকে উদ্ধৃত করে জানিয়েছে, অগস্ট মাসের শেষেই ভারত সফরে আসছেন পুতিন। ডোভাল বর্তমানে রাশিয়ায় রয়েছেন। বৃহস্পতিবার মস্কো থেকে পুতিনের ভারত সফরের কথা জানান তিনি। তবে নির্দিষ্ট কোনও তারিখের কথা উল্লেখ করেননি ডোভাল।

বৃহস্পতিবার ক্রেমলিনে রুশ প্রশাসনের মুখপাত্র দিমিত্রি পেসকভ বলেন, ‘আমরা (ট্রাম্পের) অনেক বিবৃতির কথাই শুনছি, যেগুলি আসলে হুমকি। বিভিন্ন দেশকে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করা হচ্ছে। আমরা এই বিবৃতিগুলিকে বৈধ এবং ন্যায্য বলে মনে করছি না।’ একই সঙ্গে তাঁর সংযোজন, ‘আমরা বিশ্বাস করি যে কোনও সার্বভৌম দেশের স্বাধীন ভাবে বাণিজ্যসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। নির্দিষ্ট কোনও দেশের জাতীয় স্বার্থ অনুযায়ী এই বাণিজ্যিক এবং অর্থনৈতিক বোঝাপড়া হয়ে থাকে।’

রাশিয়া থেকে তেল আমদানি করার জন্য বুধবারই ভারতীয় পণ্যে আরও ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানোর কথা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বাড়তি ২৫ শতাংশের ফলে আগামী ২৭ অগস্ট থেকে ভারতকে আমেরিকায় পণ্য রপ্তানি করতে হলে ৫০ শতাংশ শুল্ক দিতে হবে। পরে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে ট্রাম্প ইঙ্গিত দিয়েছেন যে, রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বজায় রাখা হলে দেশগুলির উপর ‘আরও অনেক’ বিধিনিষেধ আরোপ করা হবে। এই পরিস্থিতিতে বৃহস্পতিবার রাশিয়া কার্যত ভারতের পাশে দাঁড়িয়ে জানিয়েছে, সার্বভৌম কোনও দেশের স্বাধীনভাবে বাণিজ্যসঙ্গী বেছে নেওয়ার অধিকার রয়েছে। ট্রাম্প বিভিন্ন দেশকে হুমকি দিয়ে রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করতে বাধ্য করছেন বলেও দাবি করেছে মস্কো।

অন্যদিকে, বৃহস্পতিবারই রাশিয়া জানিয়েছে, আগামী দিনে ট্রাম্পের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন পুতিন। রুশ প্রেসিডেন্টের বিদেশ বিষয়ক পরামর্শদাতা ইউরি উশাকভ বলেন, ‘বৈঠকের জন্য দু’পক্ষের মধ্যে কথা হচ্ছে।’

কমিশনের তালিকা

■ এসআইআর ঘিরে জল্পনা যখন চরমে, ঠিক তখনই রাজ্যের ২৪টি জেলায় ২০০২ সালের পুরনো ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। যদিও এখনই ৫ শতাংশ জেলা তালিকা প্রকাশ করতে পারেনি বলে জানিয়েছে কমিশন। নিবন্ধন যাচাই করতে হলে লগ ইন করতে হবে এই ওয়েবসাইটে **htþtþps//ceowestþbengal.nic.in/roll_distþ** । কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, তালিকা প্রকাশ করে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ইতিমধ্যেই দিল্লির নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে দিয়েছেন, বাংলা এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত।

ফের গুলি

■ ফের বন্দুকবাজের হামলা কপিল শর্মার সদ্য শুরু হওয়া কানাডার ক্যাফেতে। গত মাসের শুরুর দিকে একদল দুষ্কৃতী কপিলের ক্যাফে লক্ষ্য করে অতর্কিতে বেশ কয়েক রাউন্ড গুলি চালায়। একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হল বৃহস্পতিবারও। ফলে মাসখানেকের মধ্যেই দু’বার হামলা হল কপিলের ক্যাফেতে। এবারের হামলার দায় স্বীকার করেছে গ্যাংস্টার গোল্ডি ধিঁলো। সে লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের সদস্য।

‘তিলক প্রবেশদ্বার’

■ **অযোধ্যার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে আরও সমৃদ্ধ করতে যোগী সরকার ‘তিলক প্রবেশদ্বার’ নামে একটি নতুন বিশাল গেট তৈরি করছে। পঞ্চকোশি পরিক্রমা মার্গে হনুমান গুফার কাছে এই গেট বানানো হচ্ছে। এর নির্মাণ খরচ প্রায় ১.৮৯ কোটি টাকা। অযোধ্যা ডেভলপমেন্ট অথরিটি এই প্রকল্পের কাজ করছে। ইতিমধ্যেই প্রায় ৬০ শতাংশ কাজ শেষের পথে।**

বিভ্রান্তি তৈরি করে সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে রাজ্য

নয়াদিল্লি, ৭ অগস্ট: বকেয়া মহার্ঘ ভাতা সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে ফের সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্নের মুখে পড়ল রাজ্য। শীর্ষ আদালতের মন্তব্য, বিভ্রান্তি তৈরি করে তার সুবিধা নেওয়ার চেষ্টা করছে রাজ্য। অতীতে রাজ্যই বলেছিল তারা রোপা আইনের ভিত্তিতে ডিএ দেবে। বলা হয়েছিল বকেয়া ডিএ-ও দেওয়া হবে। তাই রাজ্যকে সেই নিয়ম মানতে হবে।

ডিএ: পর্যবেক্ষণ সুপ্রিমের

রাজ্যকে আগেই ডিএ-র ২৫ শতাংশ মিটিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল শীর্ষ আদালত। এ জন্য ছ’সপ্তাহ সময়ও দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু ওই সময়সীমার মধ্যে রাজ্য ডিএ দিতে পারেনি। বরং আদালতের কাছ থেকে আরও ছ’মাস সময় চাওয়া হয়। সেই আবেদনের ভিত্তিতে সোমবার থেকে প্রতি দিনই শুনানি চলছে সুপ্রিম কোর্টে। বৃহস্পতিবার সকালে বিচারপতি সঞ্জয় করোল এবং বিচারপতি পিকে মিশ্রের বেঞ্চে মামলার শুনানি শুরু হয়। সেখানেই প্রশ্নের মুখে পড়েন রাজ্যের আইনজীবী শ্যাম দিওয়ান।

আইনজীবী শ্যাম দিওয়ানের মন্তব্য শুনে বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্র বলেন, ‘আমরা কোনও ধারণা তৈরি করিনি। আপনি বলেছিলেন রোপার ভিত্তিতে ডিএ দেওয়া হবে। আপনিই বলেছিলেন বকেয়া ডিএ-ও দেওয়া হবে। আপনাকে রুল মানতে হবে।’ এদিকে, কোনও সুনির্দিষ্ট নীতি ছাড়াই রাজ্য সরকার তাদের খেয়াল খুশি মতো ডিএ দিচ্ছে, আদালতে অভিযোগ করেন সরকারি কর্মীদের তরফে সওয়াল করা আইনজীবী রউফ রহিম। বিচারপতি প্রশান্তকুমার মিশ্রের পর্যবেক্ষণ, ‘কর্মীদের আর্থিক অবস্থার কথা ভাবতে হবে। রাজ্য সরকার বিভ্রান্তি তৈরি করে তার সুযোগ নেওয়ার চেষ্টা করেছে। এরা নিজেরাই সমস্যা তৈরি করেছে, সেই সমস্যার সুবিধে নেওয়ার চেষ্টা করেছে।’ ডিভিশন বেঞ্চের অন্য বিচারপতি সঞ্জয় কারোল বলেন, ‘মাথায় রাখতে হবে এটা কোনও আর্থিক ইমার্জেন্সি নয়।’

‘আইন করছেন যাঁরা, সার্টিফিকেট তাঁদের আছে তো?’

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ভোটার তালিকা এবং বাংলা ভাষা আন্দোলন! এই দুটি বিষয়কে অভিমুখ করেই ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে অবতীর্ণ হতে চান মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপিকে বিঁধতে তাঁর জোড়া রণকৌশল নিয়েই বৃহস্পতিবার ঝাড়গ্রামে বিশ্ব আদিবাসী দিবসের মঞ্চ থেকে আক্রমণ শানালেন তিনি।

এনআরসি ও ভাষা রাজনীতির প্রসঙ্গে মমতা বলেন, ‘ভোটার তালিকা থেকে কারও নাম বাদ যাচ্ছে কি না তা আমাদের দেখতে হবে। পরিকল্পিতভাবে নাম বাদ দেওয়ার চেষ্টা চলছে।’ নির্বাচন কমিশনের শুরু করা ‘স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন’ (এসআইআর) নিয়ে তিনি যে ক্ষুব্ধ তা বুঝিয়ে দিয়েছেন বক্তৃতায়। সঙ্গে বাংলা ভাষা নিয়েও যে তাঁর আন্দোলন চলবে তা আরও একবার স্পষ্ট করে দিলেন মুখ্যমন্ত্রী।

মুখ্যমন্ত্রী প্রশ্ন তোলেন, ‘নিজের ভাষায় কথা বললে কেন অত্যাচার সহ্য করতে হবে?’ তিনি উদাহরণ দেন, মুম্বইয়ে এক মতুয়া যুবককে বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে খুন করা হয়েছে। বাংলাভাষীদের উপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে কড়া অবস্থান নিয়ে বলেন, ‘বাংলার মা, বোন, কৃষক, কারোরই সম্মানহানির চেষ্টা বরদাস্ত করা হবে না।’ মমতা বলেন, ‘কেউ যদি বলে ফর্ম ফিলাপ করুন আমরা কিছু দেব। না জেনে করবেন না। আপনার ডিটেলস নিয়ে ভোটার লিস্ট থেকে নাম বাদ দিয়ে দেবে। তার পরেই বলবে এই নাও এনআরসির নোটিস।’ তিনি আরও বলেন, ‘আমরা মানবো না। আমরা চাই আমাদের আদিবাসী, তপসিলি, দলিত, হিন্দু, মুসলিম হোক। আর আমার কন্যাশ্রীই হোক, সকলের নাম ভোটার লিস্টে তুলতে হবে।’ কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তোপ দেগে মমতা বলেন, ‘আমি জানি না এটা আমার বলা ঠিক কি না, তবে আমি বলছি কেন্দ্রীয় সরকারের পরিকল্পনা রয়েছে। শুধু এপিক কার্ড থাকলেই আর হবে না, নতুন করে নাম তোলার চক্রান্ত চলছে। কারণ নিয়ম পাল্টে দিয়েছে। ভোটার লিস্টে নাম আছে কি না, আগে তালিকা দেখলেই হবে না। নতুন করে নাম তোলার আবার চক্রান্ত চলছে। আগের ভোটার লিস্টে নাম থাকলে হবে না। নতুন ভোটার লিস্টে গিয়ে ক্রস চেক করতে হবে। ২০০২ সালের আগে যাদের জন্ম বা ২০০২ সালে যাদের ভোটার লিস্টে নাম উঠেছে, তাদের বলছে বাবা-মায়ের বার্থ সার্টিফিকেট আনতে হবে। তখন মাত্র ৬০ শতাংশ মানুষের জন্মের সার্টিফিকেট থাকত। তাই ২০০৪-এর পর যাদের জন্ম তাদের বাবা-মায়ের সার্টিফিকেট থাকা সম্ভব কি!’ তিনি বলেন, ‘আমরাও তো হোম ডেলিভারি, আমাদের স্কুলের সার্টিফিকেটই আছে শুধু। ওদের সার্টিফিকেট আছে তো? যাঁরা আইন করছেন, তাঁদের আছে তো? ওঁরা সোনার চামচ মুখে দিয়ে জন্মেছেন, খেটে খাওয়া মানুষের কথা বুঝবেন কী করে! আমি জিজ্ঞাসা করছি, যাঁরা আইন করছেন, তাঁদের মা-বাবার বার্থ সার্টিফিকেট আছে তো?’

ঘাটালে প্লাবনের মাঝে আক্রমণের জোয়ার শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘাটালের বন্যা পরিস্থিতি ঘিরে সরগরম রাজনীতি। বৃহস্পতিবার বানভাসি জনতার পাশে দাঁড়িয়ে তৃণমূল কংগ্রেসকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শুধু ত্রাণ বিলি নয়, ভুয়ো ভোটার থেকে বাংলাদেশি অনুপ্রবেশ, সব ইস্যুতেই তৃণমূলের বিরুদ্ধে মুখ খোলেন তিনি। সরাসরি বলেন, ‘এঁদের লক্ষ্য রোহিঙ্গা আর বাংলাদেশিদের রক্ষা করা। কারণ ওরাই তৃণমূলের ভোটব্যাঙ্ক। ওরা গেলে দিদিও উধাও।’

ঘাটালের সভা থেকে ২০২৬-এ ‘বিসর্জন’-এর ডাক দেন শুভেন্দু। কটাক্ষ করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাম্প্রতিক পরিদর্শনকেও। বলেন, ‘ডাঙায় দাঁড়িয়ে চটি পায়ে শুধু ক্যামেরার সামনে, তু খিচ মেরি ফটো।’ সঙ্গে ছিলেন দেব। তাকেও একহাত নিয়ে শুভেন্দুর কটাক্ষ, ‘‘তিনবারের সাংসদ, অথচ সংসদে সবচেয়ে কম দেখা যায়। ভোটের সময় এসে বলে, ‘আই লাভ ইউ’। একজন চিটিংবাজ।’’

পরিযায়ী শ্রমিকদের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষিত মাসিক ভাতা নিয়েও কটাক্ষ করে শুভেন্দুর বক্তব্য, ‘যাঁরা মাসে লক্ষাধিক টাকা উপার্জন করেন, তাঁদেরকে বাংলায় এসে আবার ভাতা দিতে হবে?’ পথসভা, মিছিল থেকে শুরু করে জলমগ্ন সমস্যার পরিসংখ্যান, সবকিছু তুলে ধরে রাজ্য সরকারের দায়বদ্ধতা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি।

ঘাটালে দাঁড়িয়ে পরিযায়ী শ্রমিক ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তুলোধনা করে শুভেন্দু বলেন, ‘আপনি বলছেন মাসে হাজার দেবেন, ওরা মাসে এক লাখ কামায়’। শুভেন্দুর সাফ কথা, ‘৩৪ বছর সিপিএম করেনি, ১৪ বছর মমতা করেনি আমি কথা দিচ্ছি মাস্টারপ্ল্যান বিজেপি করবে।’

এদিন ঘাটালের দুরাবস্থা নিয়ে ঘাটাল কলেজ মোড় থেকে বিদ্যাসাগর সেতু পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিল করেন শুভেন্দু। বিদ্যাসাগর সেতুর কাছে পথসভাও করেন। সেখানেই পরিযায়ী ইস্যুতে মমতার বিরুদ্ধে দফায় দফায় সুর চড়িয়ে বলেন, ‘পরিযায়ী শ্রমিক যাঁরা ফিরে আসবেন তাঁদের দ্রুত লদীর ভান্ডার, স্বাস্থ্যসাথী কার্ড করে দেওয়ার কথা বলেছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। আপনি কাদের বলছেন আসতে? ঘাটাল-দাসপুরের লোকেদের? মাসে এক লাখ টাকার বেশি রোজগার করে! আপনি বলছেন চলে আসুন হাজার টাকা দেব! ওরা মুম্বই, সুরাত, পুণেতে কোটি কোটি টাকা রোজগার করে। ওখান থেকে রোজগার করে এনে পশ্চিমবঙ্গে জমি কিনছে, বাড়ি করছে।’

রাত-জাগা রাজপথে প্রতিবাদের মশাল

নিজস্ব প্রতিবেদন: আরজি কর মেডিক্যাল কলেজে ছাত্রীকে ধর্ষণ-খুনের ঘটনা এবং ‘থ্রেট কালচার’-এর বিরুদ্ধে ফের পথে নামতে চলেছেন জুনিয়র ডাক্তাররা। ৯ অগস্ট নির্যাতিতার মৃত্যুর এক বছর। সেই দিনই ফের রাত দখলের ডাক দিয়েছেন প্রতিবাদী চিকিৎসকরা।

৮ ও ৯ অগস্টের মাঝে ‘রাত দখল’-এর ডাক দেওয়া হয়েছে। ৮ অগস্ট রাত ১২টা থেকে পরের দিন ভোর ৪টে পর্যন্ত পথে নামবেন তাঁরা। হবে মশাল মিছিল। আর এই মশাল মিছিল হবে কলেজ স্কোয়ার থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত। শিল্পী থেকে নাগরিক সমাজ - সকলকে সেই মিছিল এবং কর্মসূচিতে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন তাঁরা। এই কর্মসূচিতে নানা ভাবে এই ঘটনায় বিরুদ্ধে সরব হবেন সমাজের সর্বস্তরের মানুষ।

৯ অগস্ট রাখী। সেদিন সকালে রাখীবন্ধনের মাধ্যমে সম্প্রীতির বার্তা ছড়ানোর পরিকল্পনা রয়েছে জুনিয়র ডাক্তারদের। পরে বিকেলে আরজি কর মেডিক্যালে ফের জমায়েতে ডাক দিয়েছেন তাঁরা। জুনিয়র ডাক্তারদের স্পষ্ট বার্তা, ‘থ্রেট কালচারের বিরুদ্ধে সবাইকে রাস্তায় নামতেই হবে। আমরা চাই শুধু চিকিৎসক, নার্স বা স্বাস্থ্যকর্মী নন, সাধারণ মানুষ, সমাজের সমস্ত

স্তরের মানুষও যেন এই প্রতিবাদে সামিল হন।’

এদিকে, আরজি কর কাণ্ডের বর্ষপূর্তিতে শনিবার নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছেন অভয়ার বাবা-মা। তবে এবারও এই আন্দোলনের পুরোভাগে থাকতে চলছে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ। এর আগে আরজি কর কাণ্ডের প্রতিবাদে গতবছর নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ। ধুন্ধুমার ঘটনা ঘটেছিল সেই আন্দোলনকে কেন্দ্র করে। পুলিশ ও আন্দোলনকারীদের মধ্যে রীতিমতো খণ্ডযুদ্ধ বেধেছিল।

গতবছর ২৭ অগস্ট আরজি কর কাণ্ডের বিচার চাইতে যে নবান্ন অভিযানের ডাক দিয়েছিল পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজ তাতে তোলপাড় হয় কলকাতা-হাওড়া। ওই অভিযানের পিছনে ছিল গেরুয়া শিবির, এমনটাই দাবি করা হয় তৃণমূলের তরফ থেকে। এবারও সরাসরি নবান্ন অভিযানকে সমর্থন করেছেন নন্দীগ্রামের বিধায়ক। পুলিশও আন্দোলন মোকাবিলা করতে প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে। ইতিমধ্যে পুলিশের বড় কর্তারা রাস্তা পরিদর্শন করে অভিযান রোধের পরিকল্পনা করে ফেলেছেন।

এদিকে নবান্ন অভিযানের প্রস্তুতি চলছে রাজ্যজুড়ে। গতবার হঠাৎ আন্দোলনের ডাক দেওয়া হলেও এবার অনেক আগেই অভয়ার বাবা-মা নবান্ন চলোর ডাক দিয়েছেন। তৃণমূল ছাড়া সমস্ত রাজনৈতিক দলকে আহ্বান জানিয়েছেন ওই আন্দোলনে অংশ নিতে। বিভিন্ন থানা থকে ইতিমধ্যে পশ্চিমবঙ্গ ছাত্র সমাজের বেশ কয়েকজনকে নোটিস পাঠানো হয়েছে।

এদিকে সূত্রে খবর, এই অভিযানের আগে গতবারের আন্দোলনের অন্যতম মুখ সায়ন লাহিড়ীও নোটিস পয়েছেন। গতবার তার মামলা গড়িয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০২/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৮৪১১ নং এফিডেভিট বলে আমি Sarmistha Mukherjee R/o. Flat No. 105, Block-B, 240, Shibtala Street, Bhadrakali, Uttarpara, Hooghly-712232–W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার নাম আমার সকল ডকুমেন্টে (ভোটার, আধার, প্যান কার্ড ইত্যাদি) Sarmistha Mukherjee, ম্যারেজ সার্টিফিকেটে Sarmistha Mukherjee Ghoshal ও আমার পুত্রের (Shreyas Ghoshal, D.O.B. 15.06.2022) জন্ম সার্টিফিকেটে Sarmistha Ghoshal লিপিবদ্ধ আছে। আমি Sarmistha Mukherjee & Sarmistha Mukherjee Ghoshal & Sarmistha Ghoshal W/o. Sayan Ghoshal D/o. Bhagabati Prasad Mukherjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

তারাপিঠ ও কামাক্ষা সিদ্ধ

অধ্যাঃ স্বপন ভট্টাচার্য্য (জি.এস)
এম.আর.এস (লন্ডন)
[illegible]
M-9830508955/ 8972034019

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৮ই আগস্ট । ২২শে শ্রাবন। শুক্রবার। চতুর্দশী তিথি, বেলা ১/৫৭ পর্যন্ত, পরে শ্রাবনী পুর্নিমা তিথি। জন্মে মকর রাশি। অষ্টোত্তরী বৃহস্পতি র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী রবি র মহাদশা কাল। মৃতে দ্বিপাদ দোষ, বেলা ৩/১৮ র পরে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ।আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ শ্রী শ্রী সত্যনারায়ণ পুজো।
বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রয়াণ দিবস।
পুর্নিমা তিথি দিবা ১/৫৮ থেকে)

নাম-পদবী

গত ৩১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১১৩৬ নং এফিডেভিট বলে Biswanath Chal S/o. Kesta Chal ও Biswanath Chall S/o. K. Chall সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৮/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী কোর্টে ৭১৪৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Pradip Kumar Mallick S/o. Sreepati Bhusan Mallick ও Pradip Kr. Mallick S/o. P. B. Mallick সাং সিঙ্গুর, হুগলী সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০১/০৮/২০২৫, S.D.E.M., সদর, হুগলী, কোর্টে ০৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sangeeta Chowdhary W/o. Arun Kumar Chowdhary R/o. 18/2, Shibpur Bye Lane, Bansberia, Mogra, Hooghly-712502, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার কন্যার (Anjali Chowdhary, D.O.B. 17.02.2010) জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম Sangeeta Chowdhary-এর পরিবর্তে Sangita Chowdhary লিপিবদ্ধ আছে। Sangeeta Chowdhary & Sangita Chowdhary W/o. Arun Kumar Chowdhary সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ১১৪২৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sridam Malo ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Ganesh Chandra Malo ও G. Malo সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ৩১/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১১৩৪ নং এফিডেভিট বলে Rahuldeb Chatterjee S/o. Gokul Chatterjee ও Rahul Chattapadhyay S/o. G. Chattapadhyay সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৮/২০২৫ S.D.E.M., সদর, হুগলী কোর্টে ৫০ নং এফিডেভিট বলে আমি Priyabala Sen ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Parswanath Samaddar ও Nepal Samaddar সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৬/০৮/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১১৪২২ নং এফিডেভিট বলে আমি Amlan Ghosh ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Amarendra Nath Ghosh ও A. Ghosh সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ২৯/০৭/২০২৫ S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১০৯৩৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhasis Kole ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Bimala Kanta Kole ও B. Kr. Kole সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

গত ০৭/০৮/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৭১৩৯ নং এফিডেভিট বলে আমি Sekh Ajijur Rahaman S/o. Sekh Abdulla R/o. Barogram, Bilsara, Pandua, Hooghly-712134, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Sekh Arman, D.O.B. ২০/০৫/২০১৩) জন্ম সার্টিফিকেটে আমার ও আমার পুত্রের নাম Sekh Ajijur Rahaman ও Sekh Arman-এর পরিবর্তে Sk Azizur Rahaman ও Shaikh Arman লিপিবদ্ধ আছে। আমি Sekh Ajijur Rahaman & Sk Azizur Rahaman ও আমার পুত্র Sekh Arman ও Shaikh Arman সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

CHANGE OF NAME

I Prerona Ray, d/o Late Debendra Nath Das. Vide affidavit No 51807 dt 4th Aug 2025, at judicial Magistrate 1st Class at Alipore Kolkata, mentioned that the Prerona Ray and Ruby Ray is the same and one identical person.

CHANGE OF NAME

I Anan Joyarddar (old name) S/o- Subhash Joyarddar residing at Vill-Badkulla Palpara P.O.- Badkulla P.S.-Taherpur Dist. Nadia Pin-741121, That I Have Changed My Name From Anan Joyardder (old name) to Anan Joyarddar (new name). That I Anan Joyarddar (New Name) & Anan Joyardder is same & one identical person vide affidavit Ld Judicial Magistrate 1st Class Ranaghat Nadia, Dated 25/07/2025.

CHANGE OF NAME

I Mosaref Mondal S/O Mujafar Mondal Vill+P.O.- Sabdalpur, P.S.- Ashoknagar, N 24 PGS, PIN -743222. I have changed my name from Mosaref Hossain (Old name) to Mosaref Mondal (New name) and henceforth I shall be known as Mosaref Mondal (new name) in all purpose, vide affidavit sworn before that court of Judicial Magistrate 1st Class at Barasat, N 24 Pgs on 05.08.2025. MOSAREF MONDAL (New name) and MOSAREF HOSSAIN, MOSARAF MONDAL, MOSAREF HOSSAIN MONDAL are same and one identical person.

নাম-পদবী

আমি Sabita Chakraborty W/O Apurba Chakraborty গ্রাম- মুড়োমাঠ, পোস্ট- পানুড়িয়া, থানা- সদাইপুর, জেলা বীরভূম, পিন- ৭৩১১০২- এর স্থায়ী বাসিন্দা। আমার আধার কার্ড নং 6711 9115 2593 ও ভোটার কার্ড নং RJR-1458603 -এ নাম ঠিক থাকলেও, ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB54-30275 -এ আমার নাম লেখা আছে Subita Mondal, D/O Gokul Chandra Mondal. এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট সিউড়ি বীরভূম কোর্টের এফিডেভিট আদেশ বলে ৪ আগস্ট ২০২৫ থেকে আমি Sabita Chakraborty ও Subita Mondal এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিতি হলাম।

আমমোক্তারনামা বিজ্ঞপ্তি

আমরা ১. সন্ধ্যা ঘোষ স্বামী- শ্রী সুকুমার ঘোষ সাং- মাজদিয়া থানা- কৃষ্ণগঞ্জ ২. মালতী ঘোষ স্বামী- সুব্রত ঘোষ সাং- কৃষ্ণনগর বাগাডাঙ্গা, থানা- কোতোয়ালী ৩. টুলি মুখার্জ্জি (ঘোষ) স্বামী- দেবাশীষ মুখার্জি সাং- কৃষ্ণনগর বৌবাজার, থানা- কোতোয়ালি ৪. তনুশ্রী ঘোষ স্বামী- শ্রী দুলাল ঘোষ, সাং- কৃষ্ণনগর নগেন্দ্রনগর, থানা- কোতোয়ালী, ৫. বন্দনা ঘোষ স্বামী- অমৃত ঘোষ সাং- কৃষ্ণনগর রাধানগর থানা- কোতোয়ালী ৬. ইতি রায় (ঘোষ) স্বামী- নিতাই রায় সাং- রথতলা থানা- রানাঘাট, সকলের পক্ষে আমমোক্তার নিযুক্ত করা হয় গত ০৪/০৫/২০০৯ তাং IV-6 নং দলীল বলে ১. শৈলেন কুমার ঘোষ ২. প্রবীর ঘোষ পিতা মৃত সরোজ কুমার ঘোষ সাং ও থানা - চাপড়া পোঃ বাঙ্গালঝি, জেলা- নদীয়া, মহাশয়গন কে, উক্ত আমমোক্তার গন হইতে গত ০৩/১০/২০২৪ তাং I-7320/24 নং দলীল বলে ৩৯ নং চাপড়া মৌজার খাতিয়ান নং- R.S. 237 কৃষি- ১৬৫০,১১১৮ দাগ নং- সাঃ ১৩৪২, হাঃ ২০৬৩ এর মোট ৪.৮৭০ শতক সম্পত্তি এবং I-2276/22 নং দলীল বলে উপরিক্ত খতিয়ান ও দাগ নং- ৮০৫ হাল নং- ১১৭১ এর মোট ১৮ শতক সম্পত্তি ক্রয় করেন টুম্পা ঘোষ স্বামী- প্রবীর ঘোষ সাং- শ্রীনগর পোঃ- বঙ্গালঝি, থানা- চাপড়া, জেলা- নদীয়া, পিন- ৭৪১১২৩, উক্ত সম্পত্তির বিষয়ে, কারো কোন অভিযোগ থাকলে, বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের ৩০ দিনের মধ্যে, চাপড়া B.L&L.R.O অফিসে যোগাযোগ করবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য্য হইবে।

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ABHISHEK CHAUDHURI, Advocate
Judge Court, Bankura, Enrol No - F/423/652/2017

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ইতি-শ্রী প্রসন্নজিৎ মন্ডল (আমমোক্তার)

বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

উত্তম রেজ, উকিলবাবু, ঝাড়গ্রাম জেলা আদালত

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ইতি-শ্রী প্রনব দাস(আমমোক্তার)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

[illegible]

ইতি-শ্রী সুশান্ত মুখোপাধ্যায়(মুখার্জ্জী) আমমোক্তার

নোটিশ

Before the District Delegate Court at Lalbagh
Misc- 2/2024 Probate

দরখাস্তকারীঃ- শর্বরী রায় স্বামী- ঁশুভেন্দু কুমার রায় সাং- শ্রীমন্তপুর, পোঃ ও থানা- লালগোলা জেলা- মুর্শিদাবাদ।

এতদ্বারা আপনাদেরকে জানানো যাইতেছে যে দরখাস্তকারী ঁশুভেন্দু কুমার রায় এর কৃত ইংরেজী উইল ২৬/০৪/২০২১ তারিখের উইল প্রবেট লইবার জন্য অত্র দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে আপনাদের কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিঞ্জপ্তি প্রকাশের ৩০ দিন মধ্যে আদালতে হাজির হইয়া কারন দর্শাইবেন। অন্যথায় উক্ত দরখাস্তের একতরফা শুনানী হইয়া যাইবে।

অদ্য ইংরেজী ০৬/০৮/২৫ তারিখে আমার দস্তখত ও আদালতের মোহর যুক্তে দেওয়া গেল।

আদালতের আদেশানুসারে
Swapan Kumar Mondal
সেরেস্তাদার
লালবাগ মুন্সেফ আদালত, মুর্শিদাবাদ

PUBLIC NOTICE

Original Title Deed of Conveyance dated 06-09-2007, in respect of land measuring about **4.569 Decimal** more or less, lying & situate at Mouza- Chikanpara, J.L. No. 44, Touzi No.- 17 comprised in R.S./**L.R. Dag No.- 1989** under **L.R. Khatian No.- 1313 (New),** 506 (old) within P.S.- Gaighata, within Gram Panchayat under jurisdiction of A.D.S.R. Chandpara in the District- North 24 Parganas. Said Original Deed was duly registered in the office of A.D.S.R. Chandpara and recorded in Book No.- I, Being No.- **2563** for the year **2007** in the name of **Sukumar Biswas** (as Purchaser therein). That aforesaid deed was kept as Collateral Security by way of mortgage in our custody at **State Bank of India, Kalyani Branch**, has been lost & misplaced. That a General Diary being **G.D.E. No.- 315** was lodged on **07-08-2025** with **Kalyani, Police Station**, by my client **S.B.I., RACPC, Kalyani**. If anybody get the said deed, please return the same or intimate us or having any claim, may lodge a claim with us within 15 days from this date, failing which no such claim shall be entertained.

RAHUL KUMAR (Advocate)
Barrackpore Court, Mobile: 9831906292

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।**

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, **মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২**

শ্যাম কমিউনিকেশন,
দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

মানসী অ্যাড এজেন্সি,
শশধর মান্না, মেচেদা ও তমলুক, ঠিকানা: কাকডিহি, মেচেদা, কোলাঘাট, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন ৭২১১৩৭, **মোঃ ৯৮৩২৭০৯৮০৯/ ৯৯৩২৭৭০৭৬৭**

পশ্চিম মেদিনীপুর

মহালক্ষ্মী অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি
দুর্গেশ চন্দ্র শুক্লা, ঠিকানা: হোল্ডিং নং. ১৬৮/১৪২, ওয়ার্ড নং-১৬, ভগবানপুর কালী মন্দিরের কাছে, খড়্গপুর টাউন, পশ্চিম মেদিনীপুর-৭২১৩০১ **মোঃ ৮৯১৮০৬৩৪৪৬**

শিলাবতী অ্যাড এজেন্সী,
রেখা দাস, নিউ মার্কেট (খিরিশ তলা), ঘাটাল, পশ্চিম মেদিনীপুর, **মোঃ ৯৯৩৩৩৫০৩৩৩**

মুর্শিদাবাদ

পি' অ্যাডস্ সলিউশন,
অমিত কুমার দাস, ১৬৭, দয়ানগর রোড, পোঃ- খাগড়া, জেলা- মুর্শিদাবাদ, পিন-৭৪২১০৩। **মোঃ ৯৪৭৪৫৭৮৬৩৫/ ৮৪৩৬৯৯৩০১৯।**

বীরভূম

সংবাদ সারাদিন,
মৃণালজিৎ গোস্বামী, সিউড়ি, নিউ জঙ্গলপাড়া, বীরভূম-৭৩১১০১। **মোঃ ৯৬৭৪১৭০২২৪, ৯৭৭৫২৭৬০২১।**

মিডিয়া হাউস,
প্রঃ- পরিতোষ দাস, কীর্ণাহার স্টেশন রোড, থানা- নানুর, বীরভূম। **মোঃ ৯৪৩৪৩৪৮৮১৯, ৯১৫৩০৬০২০৯।**

বাড়ানো হয়েছে বুথের সংখ্যা, আগামী ১০ দিনের মধ্যে হবে বিশেষ বৈঠক

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ মেনেই রাজ্যে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর প্রস্তুতি চলছে। রাজ্যে এসআইআরের জন্য মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সম্পূর্ণ প্রস্তুত বলে তাদের তরফে বৃহস্পতিবার নির্বাচন কমিশনকে পাঠানো এক রিপোর্টে জানানো হয়েছে। কোনও বুথেই এবার থেকে ১২০০-র বেশি ভোটার রাখা যাবে না বলে কমিশন নির্দেশ দিয়েছিল। সেইমতো রাজ্যে বুথের সংখ্যা ৮০ হাজার থেকে বাড়িতে ৯৪ হাজারের কিছু বেশি করা হয়েছে বলে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তর সূত্রে জানা গেছে। নতুন বুথগুলির তালিকা ইতিমধ্যেই সমস্ত স্বীকৃত রাজনৈতিক দলের কাছে পাঠানো হয়েছে। আগামী দশ দিনের মধ্যেই এই বর্ধিত বুথ সংখ্যা নিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরে বিশেষ বৈঠক ডাকা হয়েছে। সেই বৈঠকের ভিত্তিতে তৈরি রিপোর্ট পর্যালোচনা করেই কমিশন এব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে বলেও জানা গেছে।

বুথ সংখ্যা ও এসআইআর ঘিরে এখন কার্যত তুঙ্গে উত্তেজনা রাজ্য রাজনীতিতে। সূত্রের দাবি, বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গ-সহ গোটা দেশে একযোগে হবে স্পেশ্যাল ইন্টেন্সিভ রিভিশন। স্বাধীনতা দিবসের পরেই হতে পারে এই তালিকা সংশোধনের কাজ। তবে কমিশন সূত্রে ইঙ্গিত; ১৫ অগস্টের আগেই রাজ্যে জারি হয়ে যেতে পারে এসআইআরের বিজ্ঞপ্তি।

এই প্রেক্ষাপটে শাসক ও বিরোধী; সমস্ত রাজনৈতিক দলের পারদ চড়ছে একে কেন্দ্র করে। বাস্তবের মাটিতে দাঁড়িয়ে কে কী ভূমিকা নিতে চলেছে, তার দিকেই এখন নজর। পাশাপাশি বিহারের পর পশ্চিমবঙ্গেও নির্বাচন কমিশন কতটা সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণভাবে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজ করতে পারে, সেটাই দেখার।

বাংলা এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত: নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর ঘিরে জল্পনা যখন চরমে, ঠিক তখনই রাজ্যের ২৪টি জেলায় ২০০২ সালের পুরনো ভোটার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। যদিও এখনই ৫ শতাংশ জেলা তালিকা প্রকাশ করতে পারেনি বলে জানিয়েছে কমিশন।

নিবন্ধন যাচাই করতে হলে লগ ইন করতে হবে এই ওয়েবসাইটে ; https//ceowestbengal.nic.in/roll_dist

কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, তালিকা প্রকাশ করে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ইতিমধ্যেই দিল্লির নির্বাচন কমিশনকে জানিয়ে দিয়েছেন; বাংলা এসআইআর প্রক্রিয়ার জন্য পুরোপুরি প্রস্তুত। এর আগে ভোটার তালিকা সংশোধনের প্রস্তুতি সংক্রান্ত রিপোর্ট তলব করেছিল কমিশন।

সূত্রের খবর, বিহারে এসআইআর চালুর পরেই দেশজুড়ে তা প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নেয় নির্বাচন কমিশন। বিহারে খসড়া তালিকা থেকে বাদ গিয়েছে প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম। বাংলায় এর আগে ২০০২-০৪ সালের মধ্যে হয়েছিল এই বিশেষ সমীক্ষা। এসআইআর-এর মূল লক্ষ্য, ভোটার তালিকা থেকে মৃত, ভুয়ো বা অন্যত্র চলে যাওয়া ভোটারদের বাদ দিয়ে তালিকাকে আরও নির্ভুল করে তোলা। সে জন্যই পুরনো তালিকা ও বর্তমান তালিকার তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে এই প্রক্রিয়া শুরু করছে কমিশন।

এক কমিশন কর্তা জানিয়েছেন, কোনও কেন্দ্রে যদি ২০০২ সালের তালিকা পাওয়া না যায়, সে ক্ষেত্রে ২০০৩ সালের খসড়া তালিকাকেই সমীক্ষার ভিত্তি হিসেবে ধরা হবে।

বিহারে বিএলও-দের ট্রেনিং ও বেতন বৃদ্ধি নিয়ে শুরু হয়েছিল গুঞ্জন। এবার বাংলাতেও সেই পথে এগোচ্ছে নির্বাচন কমিশন। মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন; প্রত্যেক বিএলও-কে ট্রেনিং দেওয়া হবে। সবকিছুর জন্য আমরা প্রস্তুত। ভোটার তালিকা সংশোধনের নির্ভুলতা নিশ্চিত করতেই এই নতুন প্রয়াস, দাবি নির্বাচন কমিশনের।

‘বাংলার ভাষা নিয়ে ছলনা করছে তৃণমূল-কংগ্রেস, শ্যামাপ্রসাদকে মুছে বাঙালি সাজার অভিনয়’

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা ভাষা, বাঙালিয়ানা এবং ঐতিহ্য নিয়ে রাজনীতি করছে তৃণমূল ও কংগ্রেস; এই অভিযোগ তুলেই সংসদ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে কড়া ভাষায় দুই দলকে একহাত নিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, বাংলার ভাষা নিয়ে কথা বলার ন্যূনতম নৈতিক অধিকার কংগ্রেসের নেই।

রীতিমতো আক্রমণাত্মক ভাষায় শমীক বলেন, যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে উপেক্ষা করেছে, নেতাজিকে দল থেকে বিতাড়িত করেছে, যারা বারবার বাংলার মানুষকে বঞ্চনা করেছে; তারাই আজ তৃণমূলের পাশে দাঁড়িয়ে বাংলা নিয়ে অভিনয় করছে! এ এক প্রহসন!

তিনি ইতিহাসের প্রসঙ্গ টেনে বলেন, ১৯৪৭ সালের ২০ জুন, পশ্চিমবঙ্গকে রক্ষা করতে শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির ডাকে সাড়া দিয়েছিলেন কংগ্রেস নেতারাই। অথচ আজ তাঁর অবদানকে চেপে রেখে যারা বাংলার গান গায়, তারা জানুক; রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে বাংলাভাষায় সমাবর্তনে প্রথম যে বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজির করেছিলেন, সেটিও করেছিলেন শ্যামাপ্রাদবাবুই। সেই সময় ভারতে আঞ্চলিক ভাষায় সমাবর্তনের নজির ছিল না।

কংগ্রেসের অতীত নিয়ে শমীকের প্রশ্ন, হাজার হাজার বিপ্লবী;বাঘাযতীন থেকে ক্ষুদিরাম; এদের প্রতি কংগ্রেসের আচরণ বাংলার মানুষ ভুলে যায়নি। যারা বাংলার অস্তিত্বের শিকড়ে কোপ মেরেছে, তারা আজ বাংলা রক্ষার মুখোশ পরে ঘুরছে।

সবশেষে তৃণমূল-কংগ্রেস জোটকে কটাক্ষ করে শমীকের মন্তব্য, মা-মেয়ের সম্পর্কের মতো এদের প্রেম, আর ভেতরে ভেতরে প্রতিহিংসা। কল্যাণ নেই, তাই কংগ্রেস আবার মঞ্চে। কিন্তু বাংলার মানুষ সব দেখছে, সব বুঝছে। এটা কোনও দলের বাংলা নয়; এটা ভারতীয়দের ভারত, আত্মমর্যাদার বাংলা। ছলনা এখানে টিকবে না।

ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর ২.৬ কিমি অংশ নিয়ে বিভ্রান্তিকর সংবাদ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ইস্ট-ওয়েস্ট মেট্রোর সল্টলেক সেক্টর-৫ থেকে শিয়ালদহ এবং এসপ্লানেড থেকে হাওড়া ময়দান, এই দুই বিচ্ছিন্ন অংশকে যুক্তকারী ২.৬ কিমি রুটে অতিরিক্ত বিলম্বের যে খবর কিছু সংবাদমাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, তা সঠিক নয়।

মেট্রো রেলওয়ে জানিয়েছে, অনুমোদনের সময় নির্ধারিত কিছু গুরুত্বপূর্ণ কাজ এখন সম্পন্ন করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে এটিও (অটোমেটিক ট্রেইন অপারেশন) সিগন্যালিং-এর পরীক্ষামূলক কাজ, তৃতীয় রেলের ধারাবাহিক সংযোগ ও চার্জিং, ইনসুলেটেড রেল জয়েন্ট ও ব্যারিয়ার গেট অপসারণ ইত্যাদি।

এই কাজগুলি শীঘ্রই শেষ হবে বলে আশা করা হচ্ছে, এবং এরপরই এই গুরুত্বপূর্ণ রুটে বাণিজ্যিক পরিষেবা চালু হবে।

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবেই দায়বদ্ধ নয়।

একদিন আমার শহর

কলকাতা ৮ অগস্ট ২০২৫, ২২ শ্রাবণ ১৪৩১ শুক্রবার

প্রাণী সংখ্যায় অমিলের জেরেই বদলি আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তার?

নয়া দায়িত্ব পেলেন সিনিয়র আইএফএস অফিসার তৃপ্তি শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার ঐতিহ্যবাহী আলিপুর চিড়িয়াখানার 'নিবন্ধন তালিকা' থেকে অদৃশ্য হয়েছিল ৩২১টি প্রাণী। রাজ্য বন দপ্তরের কাছে জমা পড়া বার্ষিক রিপোর্টে এই গুরুতর অসঙ্গতি ধরা পড়ে। এই ঘটনায় শুরু হয় তদন্তও। আর এই ঘটনার জেরে আলিপুর চিড়িয়াখানার অধিকর্তা অরুণ মুখোপাধ্যায়কে দার্জিলিং-এর পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুওলজিক্যাল পার্কে বদলি করা হয়েছে। যদিও বন দপ্তরের দাবি, এটি একটি 'নিয়মিত বদলি'। তবে প্রশ্ন তৈরি হয়েছে এই বদলির সময় এবং ঘটনার প্রেক্ষিত নিয়ে। অরুণ মুখোপাধ্যায়ের স্থলাভিষিক্ত হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সিনিয়র আইএফএস অফিসার তৃপ্তি শাহ।

এদিকে এই ঘটনায় এক ঊর্ধ্বতন বন দপ্তরের কর্মকর্তা জানিয়েছেন, চিড়িয়াখানার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের তালিকায় ৬৭২টি প্রাণী নিবন্ধিত ছিল, কিন্তু ২০২৪-২৫ অর্থবছরের মাত্র ৩২১টি প্রাণী উল্লেখ আছে। অর্থাৎ, মাত্র এক বছরের ব্যবধানে ৩২১টি প্রাণী কোথায় গেল তা নিয়ে ওঠে প্রশ্ন। এই সংখ্যাগত ব্যবধান স্বাভাবিক নয় বলেই মনে করছেন তদন্তকারীরা।

এদিকে জুলাই মাসেই পশ্চিমবঙ্গ বন দপ্তর এই সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসার পর বিশেষ তদন্তের নির্দেশ দেয়। সেই অনুযায়ী তদন্ত করে কেন্দ্রীয় চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষর একটি দল সম্প্রতি কলকাতা চিড়িয়াখানা পরিদর্শন করে। এই প্রসঙ্গে প্রধান বন্যপ্রাণী ওয়ার্ডেন এস সুন্দরিয়াল বলেন, 'আমরা রিপোর্ট পেয়েছি এবং তা বিশ্লেষণ করছি। ফলাফল যথাসময়ে জানানো হবে। সরকার স্বচ্ছতার দিকটি বজায় রাখতে বদ্ধপরিকর।' তবে বদলির সঙ্গে প্রাণী তালিকার অসঙ্গতির কোনও যোগ আছে কি না, সে বিষয়ে তিনি সরাসরি কিছু বলতে চাননি।

এই চাঞ্চল্যকর ঘটনায় রাজ্য ও কেন্দ্রীয় স্তরে তদন্ত আরও জোরদার হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। ১৪৯ বছরের পুরনো এই চিড়িয়াখানায় এত বড় প্রাণী-সংক্রান্ত অসঙ্গতি আগে দেখা যায়নি বলে বিশেষজ্ঞদের মত। তদন্তে সামনে আসা তথ্যের ভিত্তিতে পরবর্তী পদক্ষেপ নির্ধারিত হবে বলে জানানো হয়েছে বন দপ্তরের তরফ থেকে।

'এটা ভারতীয়দের ভারত', শুল্ক বিতর্কে তৃণমূল-সহ বিরোধীদের কটাক্ষ শমীকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শুল্কনীতি ঘিরে কেন্দ্রের অবস্থান নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাবে সোজাসাপটা ভাষায় পাল্টা আক্রমণ শানালেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য। বৃহস্পতিবার সংসদ ভবনের সামনে দাঁড়িয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তৃণমূল-সহ সমগ্র বিরোধী জোটকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন তিনি।

তৃণমূলকে চাঁচাছোলা ভাষায় আক্রমণ করে শমীক বলেন, তৃণমূল কংগ্রেস এমন ভাব দেখাচ্ছে যেন তাদের দলের রাজনৈতিক উপদেষ্টা পরিষদের চেয়ারম্যান বোধহয় ডোনাল্ড ট্রাম্প হয়ে গেছে। তারা

মোদী বিরোধিতা করতে গিয়ে দেশ বিরোধিতা করে ফেলছে। শমীকের স্পষ্ট বার্তা, আমরা অর্থনৈতিক অবরোধ দেখেছি, কিছু হয়নি। পোখরানে পরমাণু বিস্ফোরণ হয়েছে; তাতে কেউ বাধা দিতে পারেনি। অটলবিহারী বাজপেয়ীর সময় ভারত মাথা নত করেনি। নরেন্দ্র মোদীর ভিসা একসময় বাতিল হয়েছিল, পরে তাঁকেই অভ্যর্থনা জানাতে আমেরিকার মাটিতে রেড কার্পেট পাতা হয়; 'মোদী মোদী' স্লোগান ওঠে।

তিনি বলেন, ভারতের কৃষক, মৎস্যজীবী, পশুপালক, প্রান্তিক মানুষ; সবাইকে সঙ্গে নিয়েই ভারত এগোচ্ছে। কোনও চাপে ভারত মাথা নত করবে না। আজকের ভারত নতুন ভারত। এটা নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে আত্মবিশ্বাসী, আধুনিক মানসিকতায় গড়া প্রজন্মের ভারত। যারা ভাবছে ভারত মাথা নত করবে, তারা মূর্খ।

বিরোধীদের 'বন্ধু কথা রাখল না' মন্তব্যকে কটাক্ষ করে শমীক বলেন, যারা আজ বিবৃতি দিয়ে বেরাচ্ছে, তারাই তো একসময় চিনের সঙ্গে বন্ধুত্ব খুঁজেছে, কখনও বিশ্ব ব্যাংক বা আইএমএফ-এর কাছে মাথা নত করে বাজেট তৈরি করেছে।

শেষে শমীক ভট্টাচার্য দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, আর সেই ভারত নেই। আজকের ভারত ভারতীয়দের ভারত। এটা ভারতের ভারত।

মমতার নিস্পৃহতাই ভবিষ্যৎ হরণ করছে, অভিযোগ সুকান্তর

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: যৌথ প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশে তিন মাসের বেশি বিলম্ব, মুখ্যমন্ত্রীর 'বাঙালি পরিচয়'র জিগির তুলে ধোঁকাবাজির অভিযোগ বিজেপির। রাজ্যের হাজার হাজার পড়ুয়া তাঁদের ভবিষ্যৎ নিয়ে চরম অনিশ্চয়তার মধ্যে দিন কাটাচ্ছে। অথচ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বিকার। এমনই বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। এক্স (পূর্বতন টুইটার) হ্যান্ডেলে তিনি লিখেছেন, পরীক্ষা হয়েছিল ২৭ এপ্রিল। বৃহস্পতিবার ৭ আগস্ট ; তিন মাস ১১ দিন পার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু এখনও ফল প্রকাশ হয়নি! পশ্চিমবঙ্গ সরকার সম্পূর্ণ ব্যর্থ যৌথ প্রবেশিকা পরীক্ষার ফল প্রকাশ করতে।

সুকান্তর কটাক্ষ, অন্যান্য রাজ্য ইতিমধ্যেই ক্লাস শুরু করে দিয়েছে, অথচ বাংলার ছাত্রছাত্রীরা শুধুই উদ্বেগ আর হতাশায় ডুবে রয়েছে। এর জন্য তিনি সরাসরি দায়ী করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। বিজেপি নেতার অভিযোগ, ছাত্রদের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবনার সময় নেই মুখ্যমন্ত্রীর। তিনি এখন বিভাজনমূলক মিথ্যে বাঙালি পরিচয়ের গল্প ফেঁদে শুধুই তোষণের রাজনীতি চালিয়ে যাচ্ছেন।

বারাসাতের কায়দায় তৃণমূলকে পালটা দাওয়াই দেওয়ার নিদান অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: বিজেপির ব্যারাকপুর সাংগঠনিক জেলার নবনিযুক্ত সভাপতি তাপস ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে বৃহস্পতিবার বেলায় নৈহাটির বড়মার মন্দিরে পুজো দিলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ তথা বিজেপি নেতা অর্জুন সিং। পুজো দিয়ে মন্দির থেকে বেরিয়ে সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, যারা বাংলাকে ধ্বংস করছে। যারা বাংলায় লুটপাট চালাচ্ছে। সেই অসুর শক্তির বিনাশের প্রার্থনা করলাম বড়মার কাছে। তাঁর অভিযোগ, নৈহাটির ঐতিহ্যবাহী বড়মার মন্দির ঘিরে লুটের রাজ চলছে। বড়মার মন্দির ভক্তদের জন্য, সেখানে রাজনৈতিক দলের লোকজন কেন ভিড় করে থাকবেন। প্রসঙ্গত, বুধবার শুভেন্দু অধিকারীর নেতৃত্বে বারাসাত চাঁপাডালি মোড়ে নারী সুরক্ষা যাত্রা ঘিরে তৃণমূল এবং বিজেপি কর্মীদের হাতাহাতি শুরু হয়। এপ্রসঙ্গে অর্জুন সিং বলেন, শাসকদল বারাসাতে নারী সুরক্ষা যাত্রা বাধা দেওয়ার চেষ্টা করেছিল। সেখানে শাসকদলকে মোক্ষম জবাব দেওয়া হয়েছে। এরপর রাজ্যের যেখানেই শাসকদল তাদের কর্মসূচি বানচাল করার চেষ্টা করবে, সেখানেই পাল্টা দাওয়াই দিতে তাঁরা প্রস্তুত আছেন। তিনি বলেন, ব্যারাকপুরে সাতটি আসনের মধ্যে ছয়টিতে জয় নিশ্চিত। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আমডাঙা কেন্দ্র জেতার জন্যই আমডাঙার বাসিন্দা তাপস ঘোষকে জেলা সভাপতি করা হয়েছে। ভূতুড়ে ভোটার বাদ গেলে আমডাঙা কেন্দ্রে তাঁরা জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী। প্রসঙ্গত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় থেকে শুরু করে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শাসকদলের নেতা-মন্ত্রীরা নির্বাচন কমিশনকে হুঁশিয়ারি দিচ্ছেন। এপ্রসঙ্গে তাঁর সাফ বক্তব্য, নির্বাচন কমিশন একটা সাংবিধানিক সংস্থা। সেই সংস্থার দিকে আঙুল তুললে, আঙুল কেটে নেওয়ার ক্ষমতা রাখে নির্বাচন কমিশন। প্রসঙ্গত, বুধবার ঝাড়গ্রাম সফরে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, ভোটার তালিকা সংশোধনের নামে এনআরসি-র ষড়যন্ত্র চলছে। এপ্রসঙ্গে পদ্ম শিবিরের লড়াকু নেতা অর্জুন সিং বলেন, ভুয়ো ভোটার এবং বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের জন্য এসআইআর প্রক্রিয়া। তাছাড়া যারা মারা গেছেন, যারা অন্যত্র থাকেন, যাদের নাম দু'তিন জায়গায়, তাদের নাম

ভোটার তালিকা থেকে বাদ যাবে। তাঁর দাবি, বাংলাদেশ, পাকিস্তান কিংবা আফগানিস্তান থেকে আসা হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও জৈনদের ভারতীয় নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। অপরদিকে ব্যারাকপুর জেলার নবনির্বাচিত সভাপতি তাপস ঘোষ বলেন, নতুন-পুরনো বলে কোনও ভেদাভেদ থাকবে না। সকলে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে লড়াই করবে। তিনি বলেন, বড়মার কাছে প্রার্থনা করলাম, যাতে বাংলায় তৃণমূলের অপশাসন থেকে মুক্তি লাভ হয়। আদি-নব্য ভেদাভেদ নিয়ে তাঁর বক্তব্য, ব্যারাকপুরে দলীয় কর্মীরা ঐক্যবদ্ধ আছে এবং থাকবে। এখানে আদি কিংবা নব্য নিয়ে কোনও বিভেদ নেই। যাদের হাতে দলীয় পতাকা থাকবে, তাঁরাই বিজেপি। তাঁর কথায়, ভোটে জিততে হলে নতুন কর্মীদের দলে নিতেই হবে। ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচন নিয়ে তাপস ঘোষ বলেন, ব্যারাকপুর সংসদীয় ক্ষেত্রে সাতটি আসনের মধ্যে ছয়টি কেন্দ্রে তৃণমূল লড়াইতে নেই। ছয়টি আসনেই তাদের জয় নিশ্চিত। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত আমডাঙা কেন্দ্রে এবারে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হবে। ওখানে সংখ্যালঘুদের দলে টানার চেষ্টা করা হবে। এদিন বড়মার মন্দিরে হাজির ছিলেন বিজেপি নেতা প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সন্তোষ রায়, কৌশিক দাস, সৌম্যদীপ মোদক, প্রাক্তন জেলা সভাপতি সন্দীপ ব্যানার্জি, অশোক দাস ও বাবলু হাজারি প্রমুখ।

রাখিতে বেছে নিন অ্যালমন্ড বরফি ও বেকড খাবার

■ **শনিবার রাখিবন্ধন। বোনেরা রাখি বেঁধে দেয় ভাইয়ের হাতে। ভাইরা উপহার তুলে দেয় বোনেদের হাতে। এবারের রাখি বন্ধনে ভাই-বোনেরা শুধু সুস্থতা কামনাই করবে না, বরং তুলে দিতে পারবে সুস্থ থাকার খাবারও। ক্যালিফোর্নিয়া অ্যালমন্ড যেমন পুষ্টিতে ভরপুর, তেমন সুস্বাদুও। অ্যালমন্ড রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে রাখতে, এলডিএল কোলেস্টেরল কমাতে এবং হৃদরোগের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে। এই রাখিতে রিফাইন্ড চিনির পরিবর্তে অ্যালমন্ড দিয়ে প্রাকৃতিক মিষ্টি বা বেকড খাবার তৈরি করা যেতেই পারে। যেমন বলিউড অভিনেত্রী সোহা আলি খান গ্রিলড অ্যালমন্ড বরফি এবং অ্যালমন্ড ব্রাউনি বানাতে বলেছেন। পুষ্টি বিশেষজ্ঞ ঋতিকা সমাদ্দার এবং শীলা কৃষ্ণস্বামীও অ্যালমন্ড এবং তাজা ফলের মতো পুষ্টিকর খাবার খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।**

অস্বাভাবিক মৃত্যু গৃহবধূর

■ **পুত্র সন্তান না হওয়ায় বেধড়ক মারধর, দীর্ঘদিন ধরে চলছে এমন নির্যাতন। বুধবার মৃত্যু হয় বেলেঘাটার গৃহবধূর। পরিবারের অভিযোগ পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে শ্বেতা সাউকে। এই ঘটনায় নারকেলডাঙা থানায় লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে পরিবার। দীর্ঘদিন ধরে এই সমস্যা চলছিল বলে অভিযোগ শ্বেতা সাউয়ের পরিবার। এর আগেও একাধিকবার মারধর করেছে তার স্বামী। সূত্রে খবর, বুধবার ঝামেলার সূত্রপাত হয়। খবর পেয়ে শ্বেতার বাবা মেয়ের শ্বশুরবাড়ি বেলেঘাটায় যখন যান তখন তার সঙ্গে দেখা করতে দেওয়া হয়নি। পরবর্তীতে দরজা জোর করে খুলে যখন ঘরে ঢোকেন তিনি দেখতে পান অচেতন অবস্থায় পড়ে রয়েছেন শ্বেতা। পরে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাকে মৃত ঘোষণা করা হয়। পরিবারের অভিযোগ পরিকল্পনা করে খুন করেছে স্বামী এবং শ্বশুর বাড়ির লোকজন।**

ট্যাংরা খুনে চার্জ গঠন

■ **ট্যাংরায় একই পরিবারের তিন সদস্য খুনের ঘটনায় চার্জ গঠন করা হল। গত ফেব্রুয়ারি মাসে ঘটেছিল এই ঘটনা। প্রায় ৭ মাস পর বৃহস্পতিবার শিয়ালদহ আদালতের দ্বিতীয় ফাস্ট ট্র্যাক কোর্টে দুই অভিযুক্তের উপস্থিতিতে চার্জ গঠন করা হল। পরিবারে দুই গৃহবধূ ও এক নাবালিকা খুনে বৃহস্পতিবার চার্জ গঠন করে শিয়ালদহ আদালত। এই ঘটনার দুই অভিযুক্ত দে পরিবারের দুই ছেলে প্রণয় দে এবং প্রসূন দে-র বিরুদ্ধে খুন ও খুনের চেষ্টা, এই দুই ধারায় চার্জ গঠন করা হয়েছে। পরিবারের তিন সদস্যকে খুনের অভিযোগে প্রণয় এবং প্রসূনকে আগেই গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ।**

বাছাই...। আসন্ন রাখি পূর্ণিমা উপলক্ষে কালাকার স্ট্রিটে চলছে কেনাকাটা। ছবি: অদিতি সাহা

অ্যাডেড এরিয়ায় স্মার্ট মানচিত্র-না থাকায় বিল্ডিং প্ল্যানে সমস্যা কলকাতা পুরসভায়

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার সংযোজিত ৪৪টি ওয়ার্ডে জমির সার্ভের কাজ এখনও মৌজার মানচিত্রে নির্ভরশীল। এক্ষেত্রে কোনও স্মার্ট বা ডিজিটাল মানচিত্র নেই কলকাতা পুরসভার কাছে। এর ফলে কলকাতা পুরসভার অ্যাডেড এরিয়া অর্থাৎ বেহালা, জোকা, যাদবপুর, গার্ডেনরিচ, মেটিয়াবুরুজ-সহ টালিগঞ্জের একাংশের কোনও জমিতে বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন পেতে দেরি হচ্ছে বলে অভিযোগ উঠল কলকাতা পুরসভার অন্দরেই।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা শ্রেয়, প্ল্যান অনুমোদনের জন্য সার্ভে বিভাগের ছাড়পত্র বা এনওসি প্রয়োজন হয়। পুরসভা সূত্রের খবর, ডিজিটাল মানচিত্রের অভাবে অনুমোদনের কাজে ন'মাস থেকে বছরখানেক লেগে যাচ্ছে। এ কাজের দায়িত্বপ্রাপ্ত পুর আধিকারিকদের বক্তব্য, সংযোজিত ওয়ার্ডগুলিতে এই সমস্যা দীর্ঘদিনের। বৃহস্পতিবার এর সমাধান চেয়ে পুরকমিশনার ধবল জৈনের কাছে যান পুরসভার বেশ ক'জন ল্যান্ড বিল্ডিং সার্ভেয়ার।

এই প্রসঙ্গে এলবিএস তথা স্ট্রাকচারাল ইঞ্জিনিয়ারদের তরফ থেকেও জানানো হয়, ডিজিটাল মানচিত্র না থাকায় নতুন বিল্ডিং প্ল্যানের অনুমোদন পেতে দেরি হয়। কাজে জটিলতাও হয়। সেই জট ছাড়ানো খুব শ্রমসাধ্য। অথচ মহানগরের ১৪৪টি ওয়ার্ডের নিকাশির ডিজিটাল স্মার্ট মানচিত্র তৈরি করে ফেলেছে পুরসভারই সংশ্লিষ্ট বিভাগ। এতে কাজের সুবিধেও হচ্ছে। শুধু তাই

নয়, সংযোজিত এলাকায় স্মার্ট মানচিত্রের অভাবে অনেক ওয়ার্ডের শেষ প্রান্তে রয়েছে গ্রাম পঞ্চায়েত। সেখানে কোন জমি বা রাস্তা পঞ্চায়েতের আর কোনটি বা পুরসভার, তা বোঝা বেজায় জটিল হয়ে পড়ছে। আর এই জট কাটানোও দীর্ঘমেয়াদি প্রক্রিয়া। এর মাঝে কোথাও কোথাও বদলেছে জমির চরিত্রও। আর তা বদলানোয় তৈরি হয়েছে নতুন সমস্যা। মৌজার মানচিত্র অনুযায়ী, ডোবা, পুকুর, শালি বা বাস্তু জমি চিহ্নিত করা কঠিন। অনেক সময়ে দেখা যায়, ওই মানচিত্রের ডোবা এখন বাস্তু জমিতে পরিণত। এলবিএসদের অনেকে জানাচ্ছেন, অ্যাডেড এরিয়ায় সার্ভের কাজে এই জটিলতাগুলি কাটাতেই স্মার্ট মানচিত্র জরুরি। আর এই স্মার্ট মানচিত্র কবে মিলবে তা নিয়েই প্রশ্ন তৈরি হয়েছে কলকাতা পুরসভার অন্দরে।

বাংলায় বাংলা সিনেমাই প্রাধান্য পাবে, একজোটে সিদ্ধান্ত টলিউড তারকাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বাংলার মাটিতেই বাংলা ছবি দেখানো যায় না। বলিউডের দিকে এই অভিযোগ বহুদিন ধরে তুলছেন টলিউডের শিল্পী-পরিচালক- নির্মাতারা। এই ইস্যুতে বারবার ক্ষোভ উগরে দিয়েও কোনও সুরাহা হয়নি। এদিকে বাস্তব বলছে বৈষম্যের শিকার বাংলা ছবি। কয়েক বছর ধরেই বাংলা ছবি নিজের রাজ্যেই কদর পায় না। বলিউডের বিগ বাজেট ছবির দাপটে প্রাইম টাইমে শো দেওয়া হয় না বাংলা ছবিকে। ফলে মুক্তির পর দ্বিতীয় সপ্তাহ পৌঁছনোর আগেই প্রেক্ষাগৃহ থেকে নামিয়ে দেওয়া হয় বহু ছবি। একই সময় বাংলা ছবি ও হিন্দি ছবি মুক্তি পেলে টলিউডকেই পিছনে ফেলে দেয় বলিউড। এবার এই সমস্যার সমাধানের আসায় একজোট হলেন টলিউড তারকারা। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়, দেব, শ্রীকান্ত মোহতা, নিসপাল সিং রানে, কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায়, সৃজিত মুখোপাধ্যায়রা মিলিতভাবে সরাসরি চিঠি পাঠান রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে। পরে একই অভিযোগ তুলে মুখ্যমন্ত্রীর দ্বারস্থও হন ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত। এরপর, বৃহস্পতিবার নন্দনে রাজ্যের মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, বৈঠকের ডাক দেন। এদিন গোটা বিষয় নিয়ে সবিস্তারে আলোচনা হয়। বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে অরূপ বিশ্বাস জানান, প্রায় আড়াই লক্ষের বেশি মানুষকে নিয়ে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি। চলতে চলতেই সমস্যা হয়, আবার মিটে যায়। আমাদের সেভাবে কোনও

সমস্যা ছিল না। কাজ করতে গেলে এরকম অনেক মতবিরোধ, মত পার্থক্য থাকে। আবার আমরা যেই সবাই মিলে একসঙ্গে বসলাম, সব মিটে গেল। আর কোনও অসুবিধা নেই। সিদ্ধান্ত আমরা নিজেদের মতো করে নিয়েছি। পাশাপাশি তিনি এও জানান, আমরা যে উদ্দেশ্য নিয়ে বসেছিলাম, আমরা সবাই চাই, যেভাবে বাংলা ভাষাকে গলা টিপে মারার চেষ্টা হচ্ছে, মুখ্যমন্ত্রী ভাষা আন্দোলন চালু করেছেন। ওরা বলছে, বাংলা ভাষা, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষা নাকি কোনও ভাষাই নয়। আরও বেশি করে যাতে বাংলা ভাষাতে ছবি তৈরি হয়, বাংলা ছবি যাতে দর্শক দেখতে পান, সেটার জন্য এদিনের এই আলোচনা। আর এই আলোচনা ফলপ্রসূও হয়েছে। এটুকু বলতে পারি, বাংলায় বাংলা সিনেমাই প্রাধান্য পাবে।

এই প্রসঙ্গে সাংসদ দেব জানান, সমস্ত ডিস্ট্রিবিউটর ও এক্সিবিটর অর্থাৎ সিনেমা হলের মালিকদের ধন্যবাদ জানাই। হিন্দি ছবি এলেই বলে বাংলা ছবি চালাতে দেব না। আমাদের মনে হয় এটা বন্ধ হওয়া উচিত। কারণ এই নিয়ম ভারতবর্ষের কোথাও নেই। দক্ষিণের ইন্ডাস্ট্রি হোক পঞ্জাব, এই নিয়ম কোথাও নেই। আমাদের উপর জোর করে চাপিয়ে দিতে চাইছে। এটা আমি ফেস করেছি 'টনিক' মুক্তির সময় '৮৩' এসেছিল। আজ 'ধূমকেতু'-র সময় আবার একই জিনিস হচ্ছে। আমরা সবাই মিলে যৌথভাবে ঠিক করলাম এই 'নো শো শেয়ারিং' শব্দটাই বন্ধ হবে বাংলায়। বাংলায় বাংলা ছবি চালাতে হবে। যে ছবিই আসুক না কেন। তাদেরটাও চলুক, আমাদেরটাও চলুক। আমরা যেন জায়গাটা পাই নিজেদের প্রমাণ করার জন্য। এই প্রসঙ্গে কৌশিক গঙ্গোপাধ্যায় জানান, অনেক সময়ই আলোচনা হয় ছবি দেখার জায়গা বা যথেষ্ট হল পাই না। বাংলা ভাষার যে ছবি তার মর্যাদা যদি বাংলাতেই না থাকে, তাহলে কোথায় থাকবে। সবচেয়ে আনন্দের কথা, সকলে মিলে আলোচনা করে একটা সিদ্ধান্তে আসা গেছে, এমন কোনও থিয়েটর থাকবে না, যারা বাংলা ছবি চালাবে না। এই প্রসঙ্গে ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত জানান, আজকে যে সিদ্ধান্তটা হয়েছে, সেটা বোধ হয় অনেকদিন আগেই হওয়া উচিত ছিল। বাংলাকে একটা বড় জায়গা দেওয়া হবে। হলগুলোতে বাংলা ছবিকে প্রাধান্য দেওয়া হবে এবং প্রাইম টাইম দেওয়া হবে। এটা বাস্তবায়িত হলে আরও বেশি আনন্দিত হব। নয়তো বাংলা ছবিকে সত্যিই বাঁচানো যাবে না।

এখনই বৃষ্টি থেকে রেহাই নেই দক্ষিণবঙ্গের, অতি ভারী বর্ষণ উত্তরেও

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এখনই বৃষ্টি কমার পূর্বাভাস দিচ্ছে না আলিপুর আবহওয়া অফিস। নিম্নচাপের জোড়া ফলায় আপাতত ভাসবে বাংলা। তাই আগামী কয়েকদিন এ রাজ্যে প্রবল বৃষ্টির সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না আলিপুর আবহাওয়া অফিস। কারণ, আলিপুর আবহাওয়া অফিসের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, উত্তর-পূর্ব অসম এবং মধ্য বাংলাদেশের উপর রয়েছে জোড়া ঘূর্ণাবর্ত। আর তার প্রভাবে বাংলায় কপালে এত ভোগান্তি। ভারী বৃষ্টি তো বটেই অতিভারী বৃষ্টির সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

শুক্রবার পুরুলিয়া, বাঁকুড়া, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব ও পশ্চিম বর্ধমান বীরভূম ও মুর্শিদাবাদ জেলাতে ভারী বৃষ্টির কথা শুনিয়েছে আলিপুর। সঙ্গে বইবে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে দমকা ঝড়ো বাতাস। এরপর শনিবার ও রবিবার, সোমবার ও মঙ্গলবার দক্ষিণবঙ্গের সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ দুই এক পশলা বৃষ্টি সম্ভাবনা থাকবে। এর সঙ্গে সামান্য বাড়বে তাপমাত্রা তার থেকেও বাড়বে আর্দ্রতা জনিত অস্বস্তি। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বেশি থাকাতেই অস্বস্তি বাড়বে।

অন্যদিকে উত্তরবঙ্গে শনিবার এবং রবিবার তিন দিন ভারী বৃষ্টি হবে দার্জিলিং, কালিম্পং আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি। সোমবারে ফের অতি ভারী বৃষ্টির সতর্কতা উত্তরবঙ্গে। অতি ভারী বৃষ্টি হবে জলপাইগুড়ি কালিম্পং আলিপুরদুয়ার জেলায়।

এদিকে বৃহস্পতিবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বুধবার দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ২৯.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে ২.৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস কম। বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ বা আপেক্ষিক আর্দ্রতা ৯১ থেকে ৯৮ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় শহরের তাপমাত্রা থাকবে ২৬ ডিগ্রি থেকে ২৯ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে। বৃষ্টিপাত হয়েছে ০.৫ মিলিমিটার।

সম্পাদকীয়

‘এক সন্তান’ নীতি অতীত, এখন জন্মহার বাড়াতে টাকার টোপ দিচ্ছে বেজিং

বিশ্বের জনবহুল দেশের তালিকায় প্রথম দুটি নাম চিন ও ভারত। অনেকদিন থেকেই নিজেদের জায়গা ধরে রেখেছে তাঁরা। বিপুল জনগোষ্ঠীর চাপ সামলাতে নানা পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল দু’দেশ। ধীরে ধীরে তাঁর সুফলও মিলছিল। আচমকা উলটপুরাণ! কিন্তু হঠাৎ কী এমন হল যে প্রায় ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে গেল চিনের জন্মনিয়ন্ত্রণ নীতি। বেজিংয়ের সর্বশেষ খবর বলছে, জন্ম নিয়ন্ত্রন আর নয়, চিন এখন জন্মহার বাড়াতে মরিয়া। চিনের কম্যুনিস্ট সরকার এখন দেশের দম্পতিদের মধ্যে সন্তান নেওয়ার পক্ষে জোরদার প্রচার শুরু করেছে। বিশেষ করে নববিবাহিতদের নিয়েই তাঁদের যত মাথাব্যাথা। শুধু প্রচারেই থেমে নেই শিনপিং প্রশাসন। তাঁরা ঘোষণা করেছে, সন্তান জন্মালেই তাঁদের ভরণপোষণের জন্য সরকার বছরে বিপুল অঙ্কের আর্থিক সহায়তাও করবে। চিনের মুদ্রায় অঙ্কটা প্রায় ৩৬০০ ইউয়ান। ভারতীয় মুদ্রায় যার মূল্য প্রায় ৪৪ হাজার টাকা। মাথাপিছু এক বছরে এই টাকা দেবে সরকার। যার মেয়াদ তিন বছর পর্যন্ত। তাহলেই বুঝুন অবস্থা! এই একটা সিদ্ধান্তেই পরিষ্কার জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে পরিস্থিতি কোথায় ঠেকেছে।জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণে একদা যে দেশে জারি হয়েছিল ‘এক সন্তান’ নীতি। এবার সেই চীনেই ঘোষণা হল সন্তানপিছু টাকা দেওয়ার কথা। তথ্য বলছে, চলতি বছরের শুরু থেকে এই নিয়ম চালু করেছে চীন। ইতিমধ্যেই অন্তত ২ কোটি পরিবার এই সুবিধা পেয়েছে। কিন্তু কেন এই নিয়ম? কারণটা সিম্পল। জন্মনিয়ন্ত্রণ নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে জন্মহারটাই কমিয়ে ফেলেছে চিন। আগামীদিনে ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মুখে পড়তে চলেছে তাঁরা। তাই ড্যামেজ কন্ট্রোলে নেমেছে বেজিং। চীনের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১৬ সালেই প্রত্যাহার করা হয়। ২০২১ সালে তিনটি সন্তান নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়। তা সত্ত্বেও জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার নিম্নমুখী। সমীক্ষা বলছে, মূলত খরচের ভয়ে সন্তান নিতে আগ্রহ হারাচ্ছে চিনা দম্পতিরা। বেজিংয়ের পপুলেশন রিসার্চ ইন্সটিটিউট বলছে, চিনে এখন ১৮ বছর অবধি সন্তান পালনের খরচ ৫৩৮,০০০ ইউয়ান, ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ৬৬ লক্ষ টাকা। এটাই ভাবাচ্ছে মানুষকে। এখন এই টোটকা কতটা কাজে দেয় সেটাই দেখার।

শব্দবাণ-৩৫৩

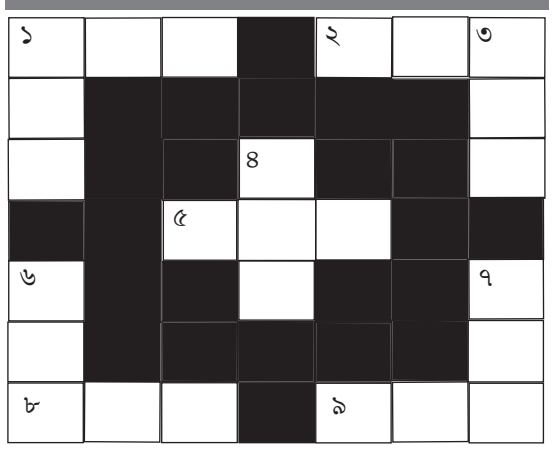

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. রাজপদ ২. রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় প্রতিষ্ঠিত মাসিকপত্র ৫. দাসী, ঝি ৮. স্বীকার ৯.স্বরগ্রামের ষষ্ঠ স্বর, ধা।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস ৩. সেলাই ৪. সীতা,জানকী ৬. সম্মুখের দিক ক্রমশ সরু হয়ে এসেছে এমন ৭. গোলা।

সমাধান: শব্দবাণ-৩৫২

পাশাপাশি: ১. দশমীদশা ৪. খাই ৫. ফাটক ৭. গগন ৯. ডুব ১১. উড়োজাহাজ।

উপর-নীচ: ১. দফারফা ২. মীন ৩. শাখামৃগ ৬. কলাবউ ৮. নওরোজ ১০. সোজা।

জন্মদিন

আজকের দিন

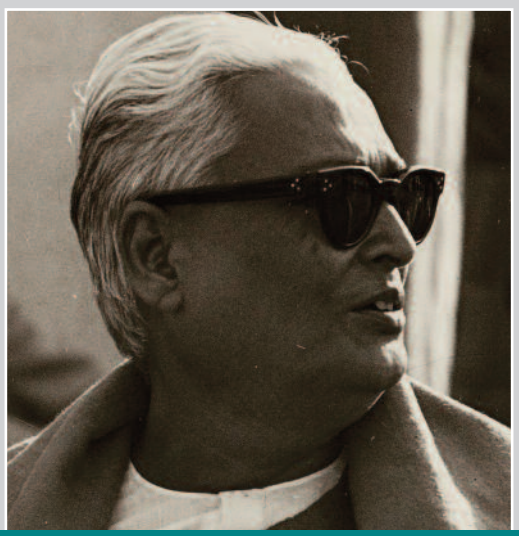

অতুল্য ঘোষ

১৯০৪ বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ অতুল্য ঘোষের জন্মদিন।
১৯৪১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী লিলি চক্রবর্তীর জন্মদিন।
১৯৬১ বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী দেবশ্রী রায়ের জন্মদিন।

সারদা দেবী ও দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দির

ডাঃ শামসুল হক

অতি সাধারণ একজন রমনীর মতোই তিনি কাটাতে চেয়েছিলেন তাঁর নিজস্ব জীবন। জন্ম ও দরিদ্র এক ব্রাহ্মণ পরিবারেই । কিন্তু সেবা,ধর্ম , ত্যাগ , নিজস্ব কর্মগুণ এবং আপন মহিমার বলে বলীয়ান হয়েই সব শ্রেণীর মানুষের হৃদয়ে কতখানি অংশজুড়ে তিনি যে বিরাজমান আছেন তার পরিমাপ করা সত্যিই সম্ভব নয়। মহাশক্তির এক অবতার হিসেবেই এই মর্তে আর্বিভূত হয়েছিলেন তিনি। তাইতো অগনিত মানুষের মনমন্দিরে সদাই বিরাজমান তিনি। পূজ্য তো নিশ্চয়ই। তিনি জগজ্জননী, আদি সপ্তসনতনী।

তিনি মা সারদামণি। ১৮৫৩ সালের ২২ শে ডিসেম্বর বাংলার ৮ ই পৌষ, ১২৬০ হুগলির জয়রামবাটি গ্রামে জন্ম তাঁর। ধর্মপরায়ণ মানুষ হিসেবেই পরিচয় ছিল তাঁর মা বাবার। সরল ও সাধাসিধে জীবনযাত্রার মধ্যেই দিন কেটেছে তাঁদের। গাম্য পাঠশালাতেই হয়েছিল তাঁর অক্ষরজ্ঞান। কিন্তু বিদ্যালয় শিক্ষা ছিল না। পরবর্তীকালে কামারপুকুর ঠাকুরবাড়িতে এসে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের ভ্রাতুষ্পুত্রী লক্ষ্মী দেবীর কাছে লেখাপড়া শেখেন।

ছোটবোনের থেকেই নাটকের প্রতি তাঁর ছিল অন্য এক ধরণের আকর্ষণও। দেখতে ভালোবাসেন পৌরাণিক কাহিনি। আর সেটা দেখতে দেখতেই একসময় আবার শুরু করে দিয়েছিলেন নাটক লেখার ও কাজ। নিজের গ্রাম এবং পাশাপাশি আরও অনেক গ্রামে আয়োজিত নাট্যপালায় অনেক পৌরাণিক আখ্যান ও লিখেছেন তিনি।

লেখালেখি ছাড়া মূর্তি গড়ার কাজেও ভীষণ পারদর্শী ছিলেন তিনি। সঙ্গী সাথীদের নিয়ে পুতুল খেলতেন, খেলতে খেলতেই আবার নিজের খেয়ালে গড়তেন লক্ষ্মী-কালীর মূর্তিও। আর সকলে তা দেখে ভীষণ অবাক ও হয়ে যেতেন। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আবার ভাবতেন কোন আধ্যাত্মিক ক্ষমতা না থাকলে ওই ধরণের কাজ করা কখন ই সম্ভব নয়।

১৮৫৯ সালে সেইসময়ের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সঙ্গে বিবাহ হয় তাঁর। ঠাকুরের বয়স তখন ২৩। ঠাকুর সেইসময় কঠিন ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করতেন। কামারপুকুরের শ্বশুরালয়ে কিছুদিন কাটাবা র পর সারদাদেবী ফিরে যান বাপের বাড়ি জয়রামবাটিতে। সেখানে টানা একবছর থাকার পর ঠাকুর তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন নিজ গৃহে।

ঠাকুরের পারিবারিক অবস্থা কখন ই তেমন স্বচ্ছল ছিল না। তাঁর বাবা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মা চন্দ্রমণি দেবীও ছিলেন পুরোপুরিভাবে আধ্যাত্মিক জগতেরই মানুষ। তাই সংসার ধর্মের দিকে ধ্যান দেওয়ার সময় ও তাঁরা খুব একটা পেতেন না। অবশ্য পাওয়ার প্রয়োজন ও অনুভব করতেন না। আর সেজন্য তাঁদের মনের মধ্যে কখনও কোন ক্ষোভের ও সৃষ্টি হয়নি। কোন রকমে দিন কেটে যাক, এটাই ছিল তাঁদের একমাত্র ধ্যানধারণা। তাইতো পিতার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে উঠতে খুব একটা সময় ও লাগেনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের। আর ঠিক সেই কারণেই নিজস্ব সংসারের প্রতি তাঁর ও কোন আকর্ষণ ছিল না।

সারদাদেবীও সেই অগোছালো সংসারের এসে নিজেকে বেশ মানিয়েও নিয়েছিলেন । সংসারে একজন অতিরিক্ত মানুষের আগমন তখন ঠাকুরকে কিন্তু একটু সচেতন করেও তুলেছিল। তিনি ভেবেও নিয়েছিলেন এবার সত্যিই কিছু একটা করা দরকার। আয়ের একটা উৎস ও খোঁজা দরকার , এবং সেটা এখনই।

কামারপুকুর ছেড়ে ঠাকুর চলে আসেন কলকাতায়। দক্ষিণেশ্বর কালীমন্দিরে নেন পূজারীর দায়িত্বভার। মাস মাহিনা পাঁচ টাকা। ঠাকুর এসেছিলেন একা একাই। সারদাদেবী তখন ছিলেন শ্বশুরালয়েই । তারপর একসময় তিনিও দক্ষিণেশ্বরে আসেন। আর সেইসময় কখনও দক্ষিণেশ্বর আবার কখনও কামারপুকুর এইভাবেই কেটে যাচ্ছিল তাঁর সময়। তার ই মাঝে আবার ঘুরে আসতেন নিজ পিতৃগৃহ জয়রামবাটিতেও।

দক্ষিণেশ্বরে এসে সারদাদেবী ঠাকুরকে তাঁর ধর্মপথে অথবা আধ্যাত্মজীবনে সাহায্য করতেন একেবারে পাশে পাশে থেকেই। সেইসঙ্গে আবার লোক কল্যাণের যাবতীয় দায়দায়িত্ব ও সামলেছেন নিজ হাতে এবং একেবারে নিখুঁতভাবেই। তাইতো তাঁদের সেই সময়ের নিজস্ব তীর্থক্ষেত্র দক্ষিণেশ্বরের কালীমন্দিরে ঠাকুরের যাবতীয় কাজকর্মে বা উত্থানে সারদাদেবীর ভূমিকাও যে ছিল অনেক অংশ জুড়েই স্বীকার করে নিতে হবে সেটাও।

ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেব ও সারদাদেবীকে চিনেছিলেন একেবারে নিখুঁতভাবেই। তাঁর অন্তরের সেই নির্ভেজাল নির্যাসকে ঠাকুর ঠিকভাবে উপলব্ধি করেছিলেন বলেই সারদা মাতাকে মানবী থেকে দেবীতে রূপান্তরিত করেছিলেন তিনিই।

১৮৮৬ সালে ঠাকুর আক্রান্ত হয়েছিলেন ভয়াবহ ক্যান্সার রোগে । বাঁচার আশা নেই জেনেই তিনি কাছে ডেকে নিয়েছিলেন তাঁর প্রিয় শিষ্য বিবেকানন্দ এবং সারদাদেবীকে। তারপর বুঝিয়ে দেন নিজ নিজ দায়িত্বও। বিবেকানন্দকে আবার বুঝিয়েও দেন তাঁর মৃত্যুর পর সারদাদেবীকে কেমনভাবে দেখতে হবে সেটাও।

ঠাকুরের মৃত্যুর দু বছর পর শিষ্যদের সঙ্গে উত্তর ভারতের বিভিন্ন জায়গায় তীর্থ করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করেন সারদাদেবী । ভ্রমণ করেন অযোধ্যা, কাশীর বিশ্বনাথ মন্দির সহ আরও অনেক দর্শনীয় স্থানেও। তারপর যান বৃন্দাবন। তীর্থ শেষে ফিরে আসেন কামারপুকুরে। নিজের মনকে শান্ত করার জন্য সেখানে থাকেন ও কিছুদিন। অবশেষে কলকাতায় ফিরে আসেন।

সেইসময় স্বামী সারদানন্দ কলকাতায় তাঁর স্থায়ী বাসস্থান ও ঠিক করে দেন। তখন বাগবাজার ই হয়েছিল তাঁর নির্দিষ্ট ঠিকানা। আর পরে সেই বাড়িই চিহ্নিত হয়েছিল মায়ের বাড়ি, এই নামেই। সেই বাড়িতে তিনি দীর্ঘদিন ছিলেন। একসময় সেখানে স্থাপিত হয়েছিল রামকৃষ্ণ মিশনের মাসিক বাংলা পত্রিকা উদ্বোধনের প্রধান কার্যালয়ও। এখন প্রতিদিন অগনিত দর্শক এবং ভক্তের সমাগম ঘটে সেখানে। ১৯১৯ সালে আবার জয়রামবাটিতেই ফিরে যান সারদাদেবী। প্রায় এক বছর সেখানে থাকেনও। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি নাগাদ তিনি হঠাৎ অসুস্থ ও হয়ে পড়েন। ফলে জয়রামবাটি থেকে তাঁকে ফিরিয়ে আনা হয় কলকাতায়। চিকিৎসা চলে। অবশেষে ১৯২০ সালের ২০ শে জুলাই অগনিত ভক্তবৃন্দকে চোখের জলে ভাসিয়ে চিরবিদায় নেন তিনি। বেলুড় মঠে গঙ্গার তীরে শেষকৃত্য সম্পন্ন হয় তাঁর। সেটাই এখন সারদা দেবীর সমাধি মন্দির। ১৮৯৯ সালে বেলুড়ের কাছে গঙ্গার এই পশ্চিম প্রান্তেই অতি মনোরম এক পরিবেশে স্বামী বিবেকানন্দ যে মঠটি নির্মাণ করেছিলেন তার দায়িত্বভার ও অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গেই সামলেছিলেন সারদাদেবী । মৃত্যুর পর সেখানেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন করার ই উদ্দেশ্যে।

১৮৫৯ সালে সেইসময়ের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী মাত্র পাঁচ বছর বয়সেই শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের সঙ্গে বিবাহ হয় তাঁর। ঠাকুরের বয়স তখন ২৩। ঠাকুর সেইসময় কঠিন ব্রহ্মচর্য অনুশীলন করতেন। কামারপুকুরের শ্বশুরালয়ে কিছুদিন কাটাবা র পর সারদাদেবী ফিরে যান বাপের বাড়ি জয়রামবাটিতে। সেখানে টানা একবছর থাকার পর ঠাকুর তাঁকে ফিরিয়ে নিয়ে আসেন নিজ গৃহে। ঠাকুরের পারিবারিক অবস্থা কখন ই তেমন স্বচ্ছল ছিল না। তাঁর বাবা ক্ষুদিরাম চট্টোপাধ্যায় এবং মা চন্দ্রমণি দেবীও ছিলেন পুরোপুরিভাবে আধ্যাত্মিক জগতেরই মানুষ। তাই সংসার ধর্মের দিকে ধ্যান দেওয়ার সময় ও তাঁরা খুব একটা পেতেন না। অবশ্য পাওয়ার প্রয়োজন ও অনুভব করতেন না। আর সেজন্য তাঁদের মনের মধ্যে কখনও কোন ক্ষোভের ও সৃষ্টি হয়নি। কোন রকমে দিন কেটে যাক, এটাই ছিল তাঁদের একমাত্র ধ্যানধারণা। তাইতো পিতার দ্বিতীয় সংস্করণ হয়ে উঠতে খুব একটা সময় ও লাগেনি ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের। আর ঠিক সেই কারণেই নিজস্ব সংসারের প্রতি তাঁর ও কোন আকর্ষণ ছিল না।

হাতি-মানুষ সংঘর্ষ

শঙ্খ অধিকারী

কিছুদিন আগে ঝাড়গ্রামে রেলের লাইনে কাটা পড়া হাতির ঘটনায় প্রকৃতি ও মানুষের সহাবস্থান সম্পর্কে বেশকিছু কথা নতুন করে মনে করিয়ে দিল। এ প্রসঙ্গটি আমাদের দেশে বা রাজ্যের পরিপ্রেক্ষিতে মোটেই নতুন নয়। বলা ভালো সভ্যতার উন্নতির সাথেই এই প্রসঙ্গ টি নিয়ে আলোচনা হয়ে আসছে কিন্তু দুখের বিষয় হল, এর কোনো টেকসই সমাধানের পথ এখনো আমাদের সামনে আসেনি। জঙ্গলের প্রাণিদের জঙ্গলে খাবার নেই তাই তারা লোকালয়ে ঢুকে পড়ছে -- এসব কথা বহু পুরানো। একটি মোটা তথ্যের উপর আলোকপাত করলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। সাম্প্রতিক হাতি সুমারি অনুযায়ী ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশি হাতি রয়েছে কর্নাটকে। প্রায় ছয় হাজারের মতো। তার ঠিক পরেই আসাম এবং আসামের পর কেরালা রাজ্য। লক্ষনীয় বিষয় আমাদের রাজ্যে হাতির সংখ্যা কিন্তু বিরাট বেশি নয়। এরপর আরেকটি তথ্যের দিকে দৃষ্টি দিলে দেখা যাবে, হাতি আর মানুষের সংঘাতের ক্ষেত্রে তথা হাতি সংক্রান্ত দুর্ঘটনায় সারা দেশের মধ্যে প্রথম সারিতে পশ্চিমবঙ্গ, আসাম। অনেকে বলতে পারেন এক্ষেত্রে জঙ্গলের ঘনত্ব ও পরিমাণ অনেকাংশে দায়ি। আমাদের রাজ্যে কেন সারা পৃথিবীতে জঙ্গলের পরিমাণ যেভাবে হুড়হুড় করে কমে যাচ্ছে তাতে হাতিদের নিরুপদ্রব জীবন যাত্রায় ব্যাঘাত ঘটছে। এই হাতি মানুষ সংঘর্ষের ক্ষেত্রে দু তরফের ক্ষয়ক্ষতি দেখা যায়। বিশেষ করে আমাদের রাজ্যে উত্তর বঙ্গ আর দ ি ক্ষ ে ণ ব . সোনামুখী-বড়জোড়া-বিষ্ণুপুরে যে হাতি করিডোর আছে তাতে হুটহাট গ্রামের ভিতর হাতি ঢুকে যায় এবং গরিব মানুষের ঘরবাড়ি, চাষের জমি বা ছোট ব্যবসার স্থান ধুলোয় মিশিয়ে দেয়। অনেকক্ষেত্রে অসচেতন মানুষের প্রানও চলে যায়। অন্যদিকে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে রেলের লাইন চলাচলের কারনে লাইনে হঠাৎ হাতি চলে এলে হাতির মৃত্যুও ঘটে যায়। উভয় দিকেই যেন একটা চাপা প্রতিশোধের গন্ধ। প্রকৃতির সহযোগিতার সহাবস্থান ছেড়ে তখন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যায়। কিন্তু এই প্রতিযোগিতা কাম্য নয়। এক্ষেত্রে হাতি দমন বা হাতি তাড়ানো নয় হাতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে আরো সচেতন হওয়া উচিত। আজও প্রত্যন্ত অঞ্চলে হাতি তাড়ানোর জন্য হুলাপার্টিই ভরসা। এই হুলাপার্টি মানে অপ্রশিক্ষিত গ্রামের মানুষ। ফসল পাহারা দেওয়ার জন্য তারা দুই গাছের উপরে মাচা বেঁধে বসে থাকে। হাতি দেখা দিলে এরা বাজি ফাটিয়ে চিৎকার করে, ক্যানেস্তারা বাজিয়ে হাতি তাড়ানোর দাওয়াই প্রয়োগ করে। সে ওষুধে কাজ না হলে হুলা প্রয়োগ করতে হয়। আগুন জ্বালা সুচালো তীর। সেই তীরে হাতি প্রচন্ড আহত হয়। কিছু ক্ষেত্রে মৃত্যু হতেও শোনা গেছে। এই ক্ষেত্র টিতে আরো সচেতন হওয়া দরকার। বন দফতর এই হাতি তাড়ানোর দলগুলিকে মাঝে মাঝে টর্চ দিয়ে সাহায্য করে। কিন্তু এই পুরো হুলাপার্টিটিই তো একটি অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতি। প্রশাসনিক স্তরে পুরো সিস্টেম টিকে যাতে আরো উন্নত করা যায় সে কথা ভাবা উচিত। এ বিষয়ে অবশ্য গজমিত্র অ্যাপ বেশকিছু জায়গায় চালু আছে। আবার আমাদের রাজ্যে মোবাইল ফোনে মেসেজের মাধ্যমে এই হাতির অবস্থান জানার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি। এসব কোনো সমস্যার সমাধান মূলক পদক্ষেপ হতে পারে না। প্রকৃতি এবং বন্য জন্তুদের বাঁচাতে হলে চাই প্রশাসনিক সদিচ্ছা আর সক্রিয়তা। দেশের অনেক রাজ্যে সড়ক পথ বা রেল পথ গুলোকে আন্ডার পাস বা ওভার পাসের মাধ্যমে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। সেরকম প্রকল্পের কথা চিন্তা করলে এ সমস্যার কিছুটা সমাধান হতে পারে।

বাংলা, বাংলাদেশি বিতর্কে শিল্পী সৈকত মিত্রর মন্তব্যকে ঘিরে নেটনাগরিকরা বিভক্ত

অশোক সেনগুপ্ত

বাঙালি, বাংলাদেশি আর বাংলা ভাষা নিয়ে বঙ্গসংস্কৃতি যখন উত্তাল, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুরে সুর মিলিয়ে দিল্লি পুলিশের বাংলাদেশি তত্ত্বর প্রতিবাদে আগেই যেখানে সরব হয়েছেন সৈকত মিত্র, বুধবার সেই সৈকতের একটি প্রশ্ন ঘিরে ফের তৈরি হল বিতর্ক।

শ্যামল- নয় সৈকতের প্রশ্ন, ‘অনেকের মতে বাংলা এবং বাংলাদেশী ভাষার অনেক পার্থক্য। যেমন বাংলায় জল বাংলাদেশে পানি। তাহলে কি শচীন দেব বর্মনের গাওয়া ‘আল্লা মেঘ দে পানি দে’ গানটি বাংলা গান নয়?’

পোস্ট করার এক ঘন্টার মধ্যে, সন্ধ্যা পৌনে ছটায় ৪৬টি প্রতিক্রিয়া এসেছে। অভিজিৎ চৌধুরী লিখেছেন, ‘গানটি কে গেয়েছেন সেটি বড় কথা নয়, গানটি অনেকেই গাইতে পারেন। কিন্তু কে রচনা করেছেন সেটি দেখতে হবে। গানটির রচনা কি কোন বাঙালি করেছেন নাকি বাংলাভাষী করেছেন?’

অপর একজনের প্রশ্নে সৈকত মিত্র জানিয়েছেন, ‘গানটির রচয়িতা আব্বাসউদ্দীন। উনি কুচবিহারে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।’ কিন্তু রেডিও প্রেজেন্টার, আর জে, স্ক্রিপ্ট রাইটার রাজর্ষি রায় লিখেছেন, ‘না ওটা বাংলাদেশী গান। জালালউদ্দিন খাঁ বলে একজন গীতিকারের লেখা। আপনি সঙ্গীত শিল্পী হয়ে এটুকুও জানেন না? বাংলা ও বাংলাদেশী কখনোই এক নয়। আগে আপনি বলুন আপনি কি নিজের বাবাকে আব্বু ও মাকে আম্মু বলে ডাকতেন? তাহলে শ্যামল মিত্র মধুর আমার মায়ের হাসি না গেয়ে মধুর আমার আম্মুর হাসি গাইতো।’

রাজর্ষিকে উত্তরে সৈকত লিখেছেন, ‘সমান জনপ্রিয় হতো। ওটা সুধীরলাল চক্রবর্তীর গান।’ প্রতিক্রিয়ায় শিল্পী সৈকতকে পার্থ বিশ্বাস লিখেছেন, ‘আপনি বাংলাদেশ আর পশ্চিমবঙ্গকে নিয়ে পূর্ব পাকিস্তান গঠন করুন, অর্থ আর অস্ত্র, বুদ্ধিজীবীর অভাব হবে না, সেই দেশের পিএম হবেন মমতা ব্যানার্জি।’ জনৈক সিরাজ সি লিখেছেন, ‘শচীন কর্তা বাংলাদেশী গান পশ্চিমবঙ্গে গেয়েছিলেন। উনি ত্রিপুরার রাজপুত্র ছিলেন। বাংলাদেশী গান আর বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারী পশ্চিম বঙ্গে - তার মধ্যে অনেক্টাই পার্থক্য। কথাটা বাংলাদেশী অনুপ্রবেশকারীদের নিয়ে - বাঙলা ভাষা নিয়ে নয়।’

বিতর্কে যেহেতু জল ও পানি ঢুকে পড়েছে, প্লাবন তো কিছু হবেই! ‘কিছু কথা কিছু সুর’ নামধারী একজন লিখেছেন, ‘আল্লা মেঘ দে পানি দে গানটি বাংলা গান, কারণ এটি বাংলার লোকসংগীত ঘরানাভিত্তিক, বিশেষত ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলের ভাষায়। বাংলাদেশের আঞ্চলিক বাংলা রূপে ‘পানি’ প্রচলিত, তাই এ শব্দ থাকলেও গানটির ভাষা বাংলা। ‘পানি’ শব্দ থাকা মানেই গানটি বাংলা নয়;এই ধারণা ভুল। ভাষার বৈচিত্র্যই বাংলা ভাষার গৌরব। অন্যদিকে, অভিজিৎ কুমার মন্ডল লিখেছেন, ‘জলকে পানি তো হিন্দুস্থানীরাও বলে! সেই অর্থে তো ওরাও বাংলাদেশী!

অশোক চ্যাটার্জি লিখেছেন, ‘অবশ্যই বাংলা গান। তবে আপনি ভগবানকে কী বলেন? আর জল কে?’ অলোকজ্যোতি বারারি লিখেছেন, ‘শচীন দেববর্মনের গান যারা গায় ও শচীন দেববর্মনের বাড়ী যারা আগুন দিয়ে জ্বালায়, তাহলে দুজনেই এক বলছেন, তাইতো? যারা রবীন্দ্র সংগীত গায় ও যারা রবীন্দ্রনাথের মূর্তিকে টুকরো করে বেড়ায়, তারা দুজনেই এক তাইতো? আপনার শীততাপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে বসে কাব্য মারা কথা ছাড়ুন, একটু বাংলাদেশ ঘুরে আসুন।’

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

পিন্টু খুনে বাম আমলের দুষ্কৃতীদের দৌরাত্ম্য মনে পড়ছে কোন্নগরবাসীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: নয়ের দশকের শেষ দিকে জমি বিক্রির টাকার বখরা নিয়ে গোলমাল ও খুনোখুনি ছিল শিল্পাঞ্চলে মস্তানরাজের চেনা ছবি। পিন্টুর খুনে কুখ্যাত দুষ্কৃতী ভোলানাথ দাস ওরফে বাঘার গ্রেপ্তারিতে সেই মস্তানরাজেরই ঝলক দেখছেন এলাকার অভিজ্ঞ বাসিন্দারা।

সম্প্রতি কোন্নগর কানাইপুরের তৃণমূল পঞ্চায়েত সদস্য পিন্টু চক্রবর্তীর খুনে হুগলি শিল্পাঞ্চলে ফিরে এসেছে বাম জমানার ত্রাসের স্মৃতি। কলকাতার কাছে দিল্লি রোড ও জাতীয় সড়ক লাগোয়া হুগলির গ্রামীণ এলাকায় জমির দাম তুলনামূলকভাবে কম। সেই কারণেই নানা ধরনের ক্ষুদ্রশিল্প স্থাপনের জন্য জমি নিয়ে বাড়তি আগ্রহ তৈরি হয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে। তাতেই জমির মালিক ও ব্যবসায়ীদের মাঝখানে মধ্যস্থতা করতে মাথাচাড়া দিয়েছে দুষ্কৃতীরা। ব্যবসায়ীদের একলপ্তে পছন্দের জমি পাইয়ে দিতে জমির মালিকদের থেকে কখনও নিজেরা, কখনও দালালের মাধ্যমে, কম দামে জমি কিনে বেশি দামে বিক্রি করার রেওয়াজ চলছিল বাম জমানা থেকেই। তৃণমূল আমলে সেই প্রবণতা বেড়েছে বই কমেনি। হুগলি শিল্পাঞ্চলের সঙ্গে গঙ্গার উলটো দিকের উত্তর ২৪ পরগনার দুষ্কৃতাদের যোগাযোগ অনেক দিনের। হুগলি শিল্পাঞ্চলের ত্রাস শ্যামল দাস ওরফে হুব্বা শ্যামলের উত্থান কোন্নগর থেকেই। বাম জমানায় রাজনৈতিক মদতে ঝড়ের গতিতে হুব্বার রমরমা বাড়তে থাকে। হাওড়া, হুগলি, কলকাতা ও উত্তর ২৪ পরগনায় হুব্বার প্রভাব প্রতিপত্তি বেড়ে চলে। ওই সময়ে কোন্নগর স্টেশনের পশ্চিম দিকে কানাইপুরের দুষ্কৃতী ভোলানাথ দাস ওরফে বাঘার সঙ্গে এলাকা দখল নিয়ে সংঘাত শুরু হয় হুব্বার। মূলত হুব্বার দাপটেই বাঘা কানাইপুর ছেড়ে গঙ্গার উলটো দিকের নিমতায় গিয়ে থাকতে শুরু করে। বাঘার ভাই বিশা নিমতা, বেলঘরিয়ায় থাকত। ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের পর তৃণমূল ক্ষমতায় আসতেই জমি বিবাদের জেরে হুব্বা শ্যামল খুন হয়ে যায়। হুব্বা খুনে নাম জড়ায় তারই ছায়াসঙ্গী হাওড়ার কুখ্যাত দুষ্কৃতী রমেশ মাহাতো, নেপু গিরির। হুব্বার খুনে রমেশ, নেপুরা দীর্ঘদিন জেলে ছিল। তারপর থেকে হুগলি শিল্পাঞ্চলে বড় ধরণের খুন খারাপি বা গ্যাংস্টারদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়নি। কিন্তু গত সপ্তাহে কানাইপুরে তৃণমূল নেতা পিন্টু চক্রবর্তীকে ভাড়াটে খুনিদের দিয়ে খুন করানো ও বাঘার নাম জড়ানোয় শিল্পাঞ্চলে খুনখারাপির পুরোনো দৃশ্যপট ফিরেছে কিনা সেই আতঙ্ক ক্রমেই বাড়ছে বাসিন্দাদের মনে। পুলিশের একাংশের কথায়, কানাইপুরে দাপট থাকাকালীন সস্তায় অনেক জমি কিনে রেখেছিল বাঘা। এখনও বাঘার স্ত্রীর নামে কয়েকশো বিঘা জমি রয়েছে কানাইপুরে। সেই জমি কেনার জন্য ভাড়াতে একটি কোম্পানির সঙ্গে কথা হয় বাঘার। কিন্তু জমি বিক্রির পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল কানাইপুর পঞ্চায়েতের সদস্য পিন্টু চক্রবর্তী তথা মুন্না। সেই কারণেই পিন্টুকে ভাড়াটে খুনি দিয়ে খুন করানোর অভিযোগ উঠেছে বাঘার বিরুদ্ধে। অপরাধ জগতে অনেকদিন ধরেই নিষ্ক্রিয় ছিল বাঘা। নিমতা ও বাঁকুড়ার সোনামুখী থেকে টুকটাক জমির দালালি করে দিন গুজরান করছিল সে। ভাই বিশার ছিল মুরগির ব্যবসা। পুলিশের দাবি, এতদিন ধরে জমি বিক্রি করতে না পারার আক্রোশেই বাঘা তার অপরাধ জগতের পুরোনো নেটওয়ার্ককে কাজে লাগিয়ে ভাই বিশার মাধ্যমে আনকোরা ও নতুন বিশ্বজিৎ ও দীপককে ভাড়া করে। মাছের আড়তে কাজ করা বিশ্বজিৎ প্রামাণিক দিনে কয়েকশো টাকা আয় করত। দীপকও ভ্যান চালিয়ে কয়েকশো টাকার বেশি রোজগার করতে পারত না। এক ঝটকায় দু'জনে তিন লাখ টাকার লোভ সংবরণ করতে পারেনি। যে কারণে সুপারির টাকাতেই বাঘা ও বিশার কথা মতো পিন্টুকে কাটারি দিয়ে নৃশংসভাবে কুপিয়ে কব্জি কেটে খুন করে বিশ্বজিৎ। তাকে সঙ্গ দেয় দীপক। পিন্টু খুনের ঘটনায় পুলিশ বাঘা, বিশা, বিশ্বজিৎ ও দীপক-সহ চার জনকেই গ্রেপ্তার করেছে।

জেলাশাসকের গাড়ি আটকে ইছামতী নদী সংস্কারের দাবি গাইঘাটার মহিলাদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: 'স্যার আমারা কোনও সাহায্য চাই না, ইছামতী নদী সংস্কার করে দিন।' গাইঘাটায় জেলাশাসকের গাড়ি আটকে ইছামতী নদী সংস্কারের দাবি মহিলাদের। উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসকের গাড়ি আটকে হাত জোর করে আবেদন গাইঘাটার জলমগ্ন এলাকার মহিলাদের। বৃহস্পতিবার গাইঘাটা ব্লকের রামনগর গ্রাম পঞ্চায়েতের বিলচাতুরিয়া ত্রাণ শিবির পরিদর্শনে যাচ্ছিলেন উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী। সেই সময় তেঁতুলবেড়িয়াতে রাস্তা আটকে দাঁড়িয়ে পড়েন এলাকার মহিলারা। আটকে যায় জেলাশাসকের গাড়ি। জেলাশাসক গাড়ি থেকে নামতেই হাত জোর করে ইছামতী নদী সংস্কার কারার দাবি জানান তাঁরা। প্রমিলা বাহিনী বলেন, 'স্যার আমরা কোনও সাহায্য চাই না, শুধু ইছামতী নদী সংস্কার করে দিন। প্রতি বছর জলে ডুবে যাচ্ছে বাড়ি, ঘর।' তাঁদের কথা শোনেন এবং এলাকায় আর কোনও সমস্যা আছে কি না সেই সমস্ত বিষয়ে খোঁজ নেন জেলাশাসক। সঙ্গে ইছামতী নদী সংস্কার শুরু হয়েছে বলেন জানান। তাদের সমস্যা সমাধান হবে বলে আশ্বাস দেন জেলাশাসক। পরবর্তীতে তিনি বিলচাতুরিয়া ত্রাণ শিবির পরিদর্শন করেন এবং ত্রাণ শিবিরে থাকা মানুষের সঙ্গে কথা বলেন।

আলুকে শিল্পে কাজে লাগাতে চান বেচারাম

নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি: গত দু'বছরের তুলনায় এবার বর্ষায় সবজির দাম কম আছে, এমনটাই দাবি করলেন কৃষি ও বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না। তিনি বলেন, 'শুধু আলু ভাতে আর তরকারি না-খেয়ে আলু প্রক্রিয়াকরণ করতে হবে। আলুকে শিল্পে কাজে লাগাতে হবে।' কৃষক স্বার্থে রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগ বলে জানান তিনি। অতি উৎপাদনে কৃষকদের অনেক ক্ষেত্রেই ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা যায়। আর যাতে সেটা না হয়, তাই কৃষকের স্বার্থে উদ্বৃত্ত ফসল ব্যবহার করার উদ্যোগ রাজ্যের। বুধবার হুগলির জেলাশাসকের দপ্তরে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এবং উদ্যানপালন দপ্তরের মন্ত্রী অরূপ রায়, রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না, জেলাশাসক মুক্তা আর্য্য, দপ্তরের প্রিন্সিপল সেক্রেটারি ওঙ্কার সিং মিনা, সাংসদ মিতালী বাগ, জেলা সভাধিপতি রঞ্জন ধারা। উপস্থিত ছিলেন জেলার কৃষক এবং কৃষিজ পণ্যের ব্যবসায়ীরাও।

বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপিত ইলামবাজারে

নিজস্ব প্রতিবেদন বীরভূম: আদিবাসী উন্নয়ন দপ্তরের উদ্যোগে বিশ্ব আদিবাসী দিবস উদযাপিত হল বীরভূম জেলার ইলামবাজার ব্লকের রামনগর চড়কডাঙা সাধু রামচাঁদ মুর্মু মঞ্চ প্রাঙ্গণে। চারদিন ব্যাপী বিশ্ব আদিবাসী দিবসকে কেন্দ্র করে ক্রিড়া প্রতিযোগিতা, বিষয়ভিকি আলোচনা, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও কৃতী ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জ্ঞাপন এবং বিভিন্ন পরিষেবা প্রদান করা হয়। এই অনুষ্ঠানের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফাইজুল হক ও বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বীরভূম জেলা পরিষদের সহকারি সভাধিপতি স্বর্ণলতা সরেন, কো-মেন্টার বুদ্ধদেব হাসদা, বীরভূম জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ রবি মুর্মু প্রমুখ।

কাটুম-কাটাম কর্মশালা সিউড়িতে

নিজস্ব প্রতিবেদন সিউড়ি: শিল্পগুরু অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মদিন উপলক্ষে পশ্চিমবঙ্গ শিশু-কিশোর একাডেমির আয়োজনে অনুষ্ঠিত হল কাটুম-কাটাম কর্মশালা। প্রশিক্ষক সঞ্জীব সাহা ও সুকুমার দাসের তত্ত্বাবধানে চলা সিউড়ি সিধু-কানহু মুক্ত মঞ্চে প্রায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে শুরু হয় এই কর্মশালা। চলবে শনিবার পর্যন্ত। এই কর্মশালার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন শিশু কিশোর একাডেমির সচিব মন্দাক্রান্তা মহলানবিশ। বীরভূম জেলা তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের সহযোগিতায় প্রতিদিন বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে অবধি এই কর্মশালা চলবে বলে জানালেন জেলা তথ্য ও সংস্কৃতি আধিকারিক অরিত্র চক্রবর্তী।

প্ল্যাটফর্ম ছেড়ে এগিয়ে গেল লোকাল ট্রেন

নিজস্ব প্রতিবেদন, কোন্নগর: প্ল্যাটফর্মে না থেমেই এগিয়ে গেল লোকাল ট্রেন। বরাত জোড়ে রক্ষা পেলেন রেলযাত্রীরা। স্টেশনে থামার কথা থাকলেও কেন চালক ট্রেন থামালেন না, তা খতিয়ে দেখ ছে রেল কর্তৃপক্ষ।

স্থানীয় সূত্রে খবর, বুধবার সন্ধ্যে আপ হাওড়া গোঘাট লোকাল হাওড়া থেকে ছেড়ে কোন্নগর ঢোকে। ট্রেন ঢুকছে সেই ঘোষণা আগেই করা হয় স্টেশনে। সেই মতো তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মে যাত্রীরা অপেক্ষা করছিলেন ট্রেনে ওঠার জন্য। তিন নম্বর প্ল্যাটফর্মের লাইন পেরিয়ে বহু যাত্রী এক ও দুই নম্বর প্ল্যাটফর্মে ওঠেন। কেউ আবার কানাইপুরের দিকে যান। ওভারব্রিজ থাকার পরও অনেক যাত্রী লাইন পারাপার করেন। দেখা যায়, আপ গোঘাট লোকালটি কোন্নগর ঢোকার পরও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায়নি। কার্যত যাত্রীদের অবাক করে দিয়েই প্ল্যাটফর্ম ছাড়িয়ে খানিকটা এগিয়ে যায়। ভাগ্যক্রমে সেই সময় রেল লাইনে কেউ পারাপার করছিলেন না। কেউ না থাকায় বড় বিপদ ঘটেনি।

তবে আতঙ্কিত যাত্রীরদের মধ্যে কেউ কেউ ট্রেন থেকে লাফিয়ে নামার চেষ্টা করেন। যদিও পরে স্টেশন কর্তৃপক্ষ মাইকে ঘোষণা করেন, ট্রেনকে পিছিয়ে প্ল্যাটফর্মে নিয়ে আসা হবে। এরপর ট্রেনটি পিছিয়ে ফের প্ল্যাটফর্মে আনা হয়। ট্রেন ফিরিয়ে প্ল্যাটফর্মে আসতেই চালককে ঘিরে শুরু হয় যাত্রীদের বিক্ষোভ। যাত্রীদের ওঠানামার পর ফের গন্তব্যের উদ্দেশ্যে রওনা দেয় ট্রেনটি।

ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৪, বি.বি.ডি. বাগ (পূর্ব), স্টিফেন হাউজ, কক্ষ নং ৫, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০০১
কর্পোরেট অফিস: ৫ম তল শালিন বিল্ডিং, নেহরু ব্রিজ কর্নার, আশ্রম রোড, আমেদাবাদ - ৩৮০ ০০৯, গুজরাট
ফোন: ০৩৩-২২৩০১১৫৩, CIN NO : L63090WB1989PLC099645
ই-মেল : cs.legal.frontline@gmail.com, www.frontlinecorporation.org

বিষয় : ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ১ম ত্রৈমাসিকের জন্য বোর্ড মিটিংয়ের নিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদনের অবহিতকরণ

এতদ্দ্বারা ২০১৫ সালের সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অব ইন্ডিয়া (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ২৯ অধীনে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হল যে, কোম্পানির পরিচালন পর্ষদের একটি সভা বৃহস্পতিবার, ১৪ অগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত হবে যেখানে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে ৩০ জুন ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ১ম ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোন আর্থিক ফলাফল বিবেচনা এবং অনুমোদন করা হবে।

কোম্পানির শেয়ারসমূহ ডিরেক্টর, প্রমোটার, ডেজিগনেটেড পার্সন এবং ডিরেক্টর গণের ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগণ, প্রমোটার,ডেজিগনেটেড পার্সন, এবং তাদের ঘনিষ্ঠগণ কর্তৃক শেয়ার লেনদেনের উইন্ডো ১ জুলাই ২০২৫ থেকে অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডালোন অর্থিক ফলাফল ৩০ জুন ২০২৫ তারিখ সমাপ্ত ১ম ত্রৈমাসিকের ঘোষণার পরবর্তী ৪৮ ঘণ্টা বন্ধ থাকবে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
ফ্রন্টলাইন কর্পোরেশন লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
এস কে ভর্মা
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: আমেদাবাদ
তারিখ: ০৭.০৮.২০২৫

চণ্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: ৩, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০০১
দূরভাষ: (০৩৩)২২৪৮-৯৮০৮, ফ্যাক্স: (০৩৩)২২৪৩-০০২১, ইমেল: chandisteelindustries@gmail.com
ওয়েবসাইট : www.chandisteel.com, CIN: L13100WB1978PLC031670

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)	তিন মাস সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	১৩,৮৯৪.৫৩	১৩,৫৫২.০৩	১৩,৫২৯.৫১	৫৪,৫৫৮.২৫
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	১,০১৮.৩০	১,৪১২.০২	১,৫২২.২১	৪,৪৮৪.৪৩
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	১,০১৮.৩০	১,৪১২.০২	১,৫২২.২১	৪,৪৮৪.৪৩
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	৭৫৮.০৫	১,০২৫.২৯	১,১৩৭.৪২	৩,২৮১.১৭
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য মোট আয় (কর পরবর্তী)]	৭৫৮.০৫	১,০২৫.২৯	১,১৩৭.৪২	৩,২৭৪.১৭
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৩,১৬০.৫০	৩,১৬০.৫০	৩,১৬০.৫০	৩,১৬০.৫০
৭	অন্যান্য ইক্যুইটি	-	-	-	১৭,৭১৮.২০
৮	শেয়ার প্রতি আয় (ইপিএস) (১০/- টাকা প্রতিটি)				
	(ক) মৌলিক (বার্ষিকীকৃত নয়) (টা.)	২.৪০	৩.২২	৩.৬০	১০.৩৬
	(খ) মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়) (টা.)	২.৪০	৩.২২	৩.৬০	১০.৩৬

দ্রষ্টব্য ঃ-
(ক) উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.cse-india.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
(খ) উপরিউক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং পরবর্তীতে ০৭.০৮.২০২৫ তারিখের বোর্ড অফ ডিরেক্টর্সের সভায় অনুমোদিত।
(গ) পূর্ববর্তী সময়ের সংখ্যাগুলিকে পুনর্সজ্জিত/পুনর্দলভুক্ত করা হয়েছে।

চণ্ডী স্টিল ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
হর্ষ জাজোদিয়া
(ডিরেক্টর)
(DIN : 07022106)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৭ অগাস্ট, ২০২৫

কেন্দ্রীয় সরকার
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
পশ্চিমবঙ্গ রিজিওন, কলকাতা সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৬)(এ) সম্পর্কিত

এবং

আরবি পলিমারস প্রাইভেট লি (CIN : U51909WB1985PTC038794) রেজিস্টার্ড অফিস ২৫ আর এন মুখার্জি রোড, ৫ম তল, স্যুট এফ, কলকাতা - ৭০০০০১ সম্পর্কিত

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, ০৭.০৮.২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে **"পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে গুজরাত রাজ্যে"** কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে কেন্দ্রীয় সরকার সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, পশ্চিমবঙ্গ, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং III এফ/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে।

স্বা/-
অভিষেক রুংটা
ডিরেক্টর
ডিন - ০২৭৪৮৬৫৫

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০৮.২০২৫

"ফর্ম নং আইএনসি-২৬"
[২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০ সংস্থান অধীনে]
রিজিওনাল ডিরেক্টর,
ইস্টার্ন রিজিওন, কলকাতা (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে

২০১৩ সালের কোম্পানি আইন, ২০১৩ সালের কোম্পানি আইনের ১৩(৪) ধারা এবং ২০১৪ সালের কোম্পানি (ইনকর্পোরেশন) রুলসের রুল ৩০(৫)(এ) সম্পর্কিত

এবং

স্বস্তি বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড
CIN : U51909WB2005PTC101217

রেজিস্টার্ড অফিস ১৬ জি সি এভিনিউ ৯ম তল, বৌবাজার, কলকাতা - ৭০০০১৩ (পশ্চিমবঙ্গ) সমীপে

....দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সাধারণের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে, বৃহস্পতিবার ৭ আগস্ট ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত কোম্পানির ১ম/২০২৫-২৬ অতিরিক্ত সাধারণ সভায় গৃহীত বিশেষ প্রস্তাব অনুযায়ী কোম্পানির মেমোরান্ডাম অব অ্যাসোসিয়েশনের পরিবর্তনক্রমে পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য থেকে মহারাষ্ট্র রাজ্যে কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তর নিমিত্ত ২০১৩ সালের কোম্পানি আইন ১৩ ধারা অধীনে রিজিওনাল ডিরেক্টর সমীপে এক আবেদন দাখিলের প্রস্তাব করেছে।

যেকোনও ব্যক্তির সংশ্লিষ্ট কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস প্রস্তাবিত পরিবর্তনের কারণে স্বার্থ ক্ষুন্ন হওয়ার আশঙ্কা থাকলে বিনিয়োগকারীগণের অভিযোগের ফর্ম পূরণ সাপেক্ষে এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in) বা রেজিস্টার্ড ডাকে স্বার্থের ধরন এবং হলফনামা দ্বারা সমর্থিত মতে আপত্তির কারণ সম্বলিত নোটিশ এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের চৌদ্দদিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিওন, কর্পোরেট ভবন, ৭ম তল, প্লট নং III এফ/১৬, AA-IIIF, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা - ৭০০১৩৫, পশ্চিমবঙ্গ ঠিকানায় নোটিশ পাঠাতে পারেন, একটি কপি অবেদনকারী কোম্পানির নিম্নে উল্লিখিত রেজিস্টার্ড অফিসে পাঠাতে হবে :

১৬ জি সি এভিনিউ ৯ম তল, বৌবাজার,
কলকাতা - ৭০০০১৩ (পশ্চিমবঙ্গ)

স্বস্তি বিনিময় প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
বালাজি পুন্ডলিক শিন্ডে
(ডিরেক্টর)
ডিন - ০০২৪৪৫৫৫

তারিখ : ০৮.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা (পব)

সুনীতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস : ৪০বি, প্রিন্সেপ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০০৭২
কর্পোরেট অফিস : ৩২৪এ, চতুর্থ তল, আগরওয়াল প্লাজা, সেক.-১৪, রোহিনি, দিল্লি- ১১০০৮৫
ওয়েবসাইট : www.sunitabonds.com, **ই-মেল আইডি:** sbhlplc@gmail.com
টেলি: +৯১-৯৩১৯১২৫১১৮, **CIN: L65925WB1983PLC035697**

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(টাকা লাখে)

	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০/০৬/২০২৫ (অনিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৫ (নিরীক্ষিত)	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০/০৬/২০২৪ (অনিরীক্ষিত)	বর্ষ সমাপ্ত ৩১/০৩/২০২৫ (নিরীক্ষিত)
১	মোট আয় কার্যাদি থেকে	১১.৬৬	১৭.০৮	০.৮৭	১৯.৩২
২	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পূর্ব)	৯.৩০	১.২০	০.০৯	১.৮০
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৯.৩০	১.২০	০.০৯	১.৮০
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফা পরবর্তী)	৬.৯৬	০.৯০	০.০৯	১.৩৫
৫	মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য [এই সময়ের লাভ/(ক্ষতি) (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)]	৬.৯৬	০.৯০	০.০৯	১.৩৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন	৬৯.৫০	৬৯.৫০	৬৯.৫০	৬৯.৫০
৭	সংরক্ষণ (পূর্ব হিসাব বর্ষের ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত)	-	-	-	-
৮	শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কার্যক্রমের জন্য) :				
	১. মৌলিক	০.২৬	০.১৩	০.০১	০.১৯
	২. মিশ্রিত	০.২৬	০.১৩	০.০১	০.১৯

দ্রষ্টব্য :
১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাটের সারাংশ। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট উপলব্ধ কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ (www.sunitabonds.com) এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইটসমূহ- (www.cse-india.com) এবং (www.msei.in) -তে।
২. উপরোক্ত ফলাফল অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ০৭ অগস্ট, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত বোর্ড সভায় অনুমোদিত হয়েছে।
৩. আর্থিক ফলাফল ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস (ইন্ড-এএস) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত হয়েছে যা আইএনডি-এএস বিধি (সংশোধিত) এর সাথে পঠিত।

সুনীতা বন্ডস অ্যান্ড হোল্ডিংস লিমিটেড -এর
ডিরেক্টর বোর্ডের পক্ষে
স্বা/-
রোহিত মিত্তাল
(ডিরেক্টর)
DIN : 02527072

তারিখ: ০৭.০৮.২০২৫
স্থান : দিল্লি

বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড

রেজি. অফিস: ৭/১ আনন্দিলাল পোদ্দার সরণি (রাসেল স্ট্রিট)
৬ষ্ঠ তল, ফ্ল্যাট নং : ৫বি, কাঞ্চনা বিল্ডিং, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-৪০০৩ ০২১২, ইমেল : cs@burnpurcement.com
CIN No: L27104WB1986PLC040831

সাধারণ বিজ্ঞপ্তি - ৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোম্পানির সদস্যদের **৩৯তম বার্ষিক সাধারণ সভা ('এজিএম')** ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার দুপুর ১২.৩০ (আইএসটি) তে ভিডিও কনফারেন্সিং / অন্যান্য অডিও ভিজুয়াল মাধ্যম (**"ভিসি/ওএভিএম"**) সুবিধার মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে। এই সভাটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ (**'আইন'**), এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (তালিকাভুক্তি বাধ্যবাধকতা এবং প্রকাশের প্রয়োজনীয়তা) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত হবে, যা কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রণালয় (**'এমসিএ'**) এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (**'সার্কুলার'**) দ্বারা সময়ে সময়ে জারি করা সার্কুলারের সাথে পঠিত হবে, যাতে বার্ষিক সাধারণ সভা আহ্বানের বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বিষয়সমূহ পরিচালনা করা যায়।

সার্কুলার অনুসারে, ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তির ইলেকট্রনিক কপি কেবলমাত্র সেইসব সদস্যদের ই-মেইলে পাঠানো হবে যাদের ই-মেইল ঠিকানা কোম্পানি/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারীদের সাথে নিবন্ধিত। উপরোক্ত নথিগুলি প্রেরণের পরে কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.burnpurcement.com** এবং স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট যেমন বিএসই লিমিটেড, **www.bseindia.com** এবং ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অফ ইন্ডিয়া লিমিটেড, **www.nseindia.com** এবং এনএসডিএল এর ওয়েবসাইট **www.evoting.nsdl.com** এ পাওয়া যাবে।

আইনের ধারা ৯১ অনুসারে, কোম্পানির সদস্য নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর নিবন্ধন শনিবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ৫ সেপ্টেম্বর ২০২৫ (উভয় দিন অন্তর্ভুক্ত) পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

সদস্যরা আরও মনে রাখবেন যে কোম্পানিটি ন্যাশনাল সিকিউরিটিজ ডিপোজিটরি লিমিটেডের ই-ভোটিং পরিষেবা গ্রহণ করবে যাতে তার সদস্যরা বার্ষিক সাধারণ সভার নোটিশে উল্লিখিত সিদ্ধান্তগুলিতে তাদের ভোট দিতে পারেন।

সদস্যরা ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারবেন এবং সমস্ত বিষয় ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ভোটদানের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। সদস্যরা দূরবর্তী ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট দিতে পারবেন সময়কাল মঙ্গলবার, ২ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সকাল ৯টা (আইএসটি) থেকে শুরু হবে এবং বৃহস্পতিবার, ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ বিকাল ৫টা (আইএসটি) তে শেষ হবে। ৪ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে বিকেল ৫.০০ টার পর ভোটদানের জন্য রিমোট ই-ভোটিং মডিউলটি বন্ধ করে দেওয়া হবে। বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সুবিধাও পাওয়া যাবে এবং বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণকারী সদস্যরা যারা রিমোট ই-ভোটিং এর মাধ্যমে তাদের ভোট প্রদান করেননি তারা বার্ষিক সাধারণ সভায় ভোট দিতে পারবেন।

বার্ষিক সাধারণ সভায় অংশগ্রহণ এবং ই-ভোটিং এর মাধ্যমে ভোট প্রদানের বিস্তারিত নির্দেশাবলী ই-মেইলের মাধ্যমে সদস্যদের কাছে পাঠানো হবে।

যদি কোন সদস্য ইতিমধ্যেই ই-ভোটিং প্ল্যাটফর্মে নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে তিনি লগইন করার জন্য তার বিদ্যমান ইউজার আইডি এবং পাসওয়ার্ড ব্যবহার করতে পারবেন।

ই-মেইল আইডি নিবন্ধন/আপডেট করার পদ্ধতি নিম্নরূপ :

- প্রকৃত মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ই-মেইল আইডি কোম্পানির রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট ('আরটিএ') মেসার্স নিচ টেকনোলজিস প্রাইভেট লিমিটেডের কাছে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে অথবা ফোলিও নম্বর, শেয়ার সার্টিফিকেটের স্ক্যান কপি, প্যান কার্ডের স্ব-প্রত্যয়িত কপি এবং ঠিকানার প্রমাণ সহ **cs@burnpurcement.com** ঠিকানায় কোম্পানিকে চিঠি লিখে পাঠাতে হবে।
- ডিমেটেরিয়ালাইজড মোডে শেয়ারধারী সদস্যদের তাদের ইমেল আইডি তাদের নিজ নিজ ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী/ডিপোজিটরিতে নিবন্ধন/আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে, যাদের কাছে তারা তাদের ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট বজায় রেখেছেন। যেকোনো প্রশ্নের ক্ষেত্রে, শেয়ারহোল্ডাররা তাদের ডিপোজিটরি এনএসডিএল-এর সাথে যথাক্রমে **relations@nsdl.com** ঠিকানায় বা সিডিএসএল-এর **helpdesk@cdslindia.com** ঠিকানায় যোগাযোগ করতে পারেন।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি :

- কোম্পানি বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সকল সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে তার সদস্যদের দূরবর্তী ই-ভোটিং সুবিধা প্রদান করেছে। বার্ষিক সাধারণ সভার তারিখে দূরবর্তী ই-ভোটিং এবং ই-ভোটিং সিস্টেম ব্যবহার করে সদস্যদের ভোটদানের সুবিধা এনএসডিএল প্রদান করবে। আইনের ধারা ১০৩ এর অধীনে কোরাম নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে ভিসি/ওএভিএম এর মাধ্যমে বার্ষিক সাধারণ সভার অংশগ্রহণকারী সদস্যদের গণনা করা হবে।
- উপরে প্রদত্ত পদ্ধতিতে সফলভাবে তাদের ই-মেইল আইডি নিবন্ধন করার পর ই-ভোটদানের মাধ্যমে ভোটদানের জন্য লগইন শংসাপত্র সদস্যদের ই-মেইলের মাধ্যমে উপলব্ধ করা হবে।

কোম্পানির সকল সদস্যের তথ্য এবং সুবিধার জন্য এই বিজ্ঞপ্তি জারি করা হচ্ছে।

বোর্ডের আদেশানুসারে
বার্নপুর সিমেন্ট লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
পুনম কুমারি শর্মা
পুরো সময়ের ডিরেক্টর
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ০৭.০৮.২০২৫

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড
CIN: L01222WB1983PLC059695
রেজিঃ অফিস : অরিহান্ট বিল্ডিং, ৪র্থ তল, ৫৩এ, মির্জা গালিব স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০০১৬
ফোন নং: (০৩৩) ৪০৪১ ৬৬৬৬, **ফ্যাক্স:** (০৩৩) ২২৪৯ ৭৩১৯
ইমেল: info@taiind.com, **ওয়েবসাইট:** www.taiind.com

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক সময়ের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(₹ লাখে)

ক্রম. নং	বিবরণ	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত জুন ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত মার্চ ২০২৫	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত জুন ২০২৪	বর্ষ সমাপ্ত মার্চ ২০২৫
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	২,৫৪৯.০৪	৬,০০৪.৪৭	৮,৭৪৭.৭০	২৮,২৫২.৯২
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)(কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পূর্বে)	১.০৮	৬.০৯	২৪.৬৩	১৬২.১৮
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) করপূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	১.০৮	৬.০৯	২৪.৬৩	১৬২.১৮
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি)কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা অতিরিক্ত দফার পরে #)	০.১০	(১.০২)	১৮.২৩	১০৯.৫০
৫	সময়কালের জন্যমোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	২৭.৭৫	(৩১.৪৬)	৪৯.২৭	৬৪.৮৫
৬	আদায়দত্ত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (₹ ১০/- প্রতিটি)	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০	৬০০.০০
৭	রিজার্ভ (পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে) পূর্ববর্তী বছরের নিরীক্ষিত উদ্বর্তপত্রে যেমন প্রদর্শিত	-	-	-	২,৩৬০.৫১
৮	শেয়ার প্রতি আয়(₹১০/- প্রতিটি) (চালু থাকা ও ব্যাহত হওয়া কার্যাদির জন্য) -				
	(ক) মৌলিক (₹)	০.০০	(০.০২)	০.৩০	১.৮৩
	(খ) মিশ্রিত (₹)	০.০০	(০.০২)	০.৩০	১.৮৩

দ্রষ্টব্য ঃ
ক) সেবি (লিস্টিং অবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের নির্যাস উপরোক্তটি যা বিএসই লিমিটেডে ফাইল করা হয়েছে। ত্রৈমাসিক/বার্ষিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.bseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.taiind.com-তেও পাওয়া যাবে।

তাই ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেডের পক্ষে
রোহন ঘোষ
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
(DIN - 00032965)

স্থান: কলকাতা
তারিখ : ৭ অগস্ট, ২০২৫

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড
CIN No : L15122WB2007PLC162762
রেজিঃ অফিস: হায়াত রিজেন্সি কলকাতা,
জেএ-১, সেক্টর-৩, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা-৭০০১০৬, পঃবঃ, ভারত
ফোন: ০৩৩ ৬৮২০ ১৩৪৪/১৩৪৬, **ফ্যাক্স:** ০৩৩ ২৩৩৫ ৮২৪৬,
ইমেল আইডি: investorrelations@ahleast.com; **ওয়েবসাইট:** www.ahleast.com

১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা সংক্রান্ত তথ্য
ভিডিও কনফারেন্সিং এবং লভ্যাংশের মাধ্যমে

শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে, কোম্পানির ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা (এজিএম) ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখ শুক্রবার সকাল ১১টায় ভিডিও কনফারেন্সিং (ভিসি) এর মাধ্যমে অনুষ্ঠিত হবে, যা কোম্পানি আইন, ২০১৩ এবং এর অধীনে প্রণীত নিয়ম এবং সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (এলওডিআর) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর প্রযোজ্য বিধান এবং এমসিএ এবং সেবি কর্তৃক জারি করা প্রযোজ্য সার্কুলার অনুসারে, যা এজিএমের নোটিশে উল্লেখিত ব্যবসা পরিচালনার জন্য প্রযোজ্য। উপরোক্ত সার্কুলারগুলি মেনে, ২০২৪-২৫ সালে সমাপ্ত আর্থিক বছরের ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং বার্ষিক প্রতিবেদনের ইলেকট্রনিক কপি কোম্পানি/রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)/ডিপোজিটরি অংশগ্রহণকারী (ডিপি) এর সাথে নিবন্ধিত সমস্ত শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে। তালিকাভুক্তি বিধিমালা, ২০১৫ এর বিধি ৩৬(১)(বি) অনুসারে, বার্ষিক প্রতিবেদনের সম্পূর্ণ বিবরণ কোথায় পাওয়া যাবে তার সঠিক পথ সহ ওয়েব-লিঙ্ক প্রদানকারী একটি চিঠি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যারা কোম্পানি / কোনও ডিপোজিটরিতে তাদের ইমেল ঠিকানা নিবন্ধিত করেননি। ১৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি এবং আর্থিক বছরের বার্ষিক প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইটগুলিতেও উপলব্ধ করা হবে www.ahleast.com, https://www.bseindia.com/, https://www.nseindia.com, http://evoting.kfintech.com। ২০২৪-২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদনের সাথে নোটিশের প্রকৃত কপি সেইসব শেয়ারহোল্ডারদের কাছে পাঠানো হবে যারা এটির জন্য অনুরোধ করবেন।

ই-ভোটিংয়ের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার পদ্ধতি
রিমোট ই-ভোটিং এবং বার্ষিক সাধারণ সভা চলাকালীন ই-ভোটিং সহ ই-ভোটিংয়ের বিস্তারিত নির্দেশাবলী কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের বার্ষিক সাধারণ সভা নোটিশে প্রদান করা হবে।

বই বন্ধ, লভ্যাংশের রেকর্ড তারিখ এবং তার অর্থ প্রদান
শেয়ারহোল্ডাররা মনে রাখবেন যে, ৩০ মে, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালনা পর্ষদের সভায়, ৩১ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বছরের জন্য প্রতি ইকুইটি শেয়ারের জন্য ১ টাকা লভ্যাংশ প্রদানের সুপারিশ করা হয়েছে।
সদস্যদের নিবন্ধন এবং শেয়ার স্থানান্তর বই শনিবার, ৩০ আগস্ট, ২০২৫ থেকে শুক্রবার, ৫ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।
শেয়ারহোল্ডারদের দ্বারা অনুমোদিত হলে, লভ্যাংশ ঘোষণার তারিখ থেকে ৩০ দিনের মধ্যে উৎসে কর কর্তন সাপেক্ষে, রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে কোম্পানির সদস্য নিবন্ধনে যাদের নাম প্রদর্শিত হবে এবং ইলেকট্রনিক আকারে ধারণ করা শেয়ারের ক্ষেত্রে, রেকর্ড তারিখ অর্থাৎ ২৯ আগস্ট, ২০২৫ তারিখে এনএসডিএল এবং সিডিএসএল দ্বারা যাদের নাম সুবিধাভোগী মালিক হিসাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, তাদের প্রদান/ক্রেডিট/প্রেরণ করা হবে।
যেসব সদস্য কোম্পানিতে তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেছেন, তাদের লভ্যাংশ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে প্রদান করা হবে। যেসব সদস্য তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টের বিবরণ নিবন্ধন করেননি, তাদের নিবন্ধিত ঠিকানায় লভ্যাংশ ওয়ারেন্ট/ডিমান্ড ড্রাফ্ট/চেক পাঠানো হবে। লভ্যাংশ গ্রহণে বিলম্ব এড়াতে, শেয়ারহোল্ডারদের তাদের ডিপোজিটরি (যেখানে শেয়ার ডিম্যাটেরিয়ালাইজড মোডে রাখা হয়) এবং কোম্পানির আরটিএ (যেখানে শেয়ার ভৌত মোডে রাখা হয়) এর সাথে কেওয়াইসি আপডেট করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে যাতে লভ্যাংশ সরাসরি তাদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পাওয়া যায়।

এশিয়ান হোটেলস (ইস্ট) লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
সৌমেন চ্যাটার্জি
চিফ লিগাল অফিসার এবং
কোম্পানি সেক্রেটারি

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ০৮.০৮.২০২৫

অ্যালফ্রেড হারবার্ট (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
CIN: L74999WB1919PLC003516
রেজিস্টার্ড অফিস ১৩/৩, স্ট্রান্ড রোড, কলকাতা-৭০০০০১
ফোন: ০৩৩ ২২২৬ ৮৬১৯ / ২২২৯ ৯১২৪
ই-মেল: kolkata@alfredherbert.com, ওয়েবসাইট: alfredherbert.co.in

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ

(লাখ টাকায়)

ক্র. নং	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫	স্ট্যান্ডঅ্যালোন ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪	স্ট্যান্ডঅ্যালোন বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৫	কনসোলিডেটেড ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৬.২০২৪	কনসোলিডেটেড বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৫৬৭.৬৮	৩৮.০৯	১,০২৫.২৩	৫৭৮.১২	৪১.৯৮	১,০৪৫.৭৮
২	নিট লাভ/(ক্ষতি)সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফা পূর্ববর্তী)	৪৩৪.৫২	(৯.৫৪)	৬৯৫.২২	৪৪১.২২	(৫.৮৪)	৭১১.৪৭
৩	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ববর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৪৮,৪৮১.৬৮	(৯.৫৪)	৬৯৫.২২	৪৮,৪৮৮.৩৮	(৫.৮৪)	৭১১.৪৭
৪	নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী সময়কালের জন্য (ব্যতিক্রমী দফা পরবর্তী)	৪২,৪৭১.০৯	(৩৫.৪১)	৬২৩.০৪	৪২,৪৭৬.৩২	(৩২.৬৯)	৬৩৪.৭২
৫	সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [সময়কালের জন্য লাভ/(ক্ষতি) সমন্বিত(কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)]	৪৩,২২২.৩৬	২০১.৯৫	(৬৩.২৯)	৪৩,৩১৩.৬৮	৪৯৮.৬৮	২১৮.১৫
৬	ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪	৭৭.১৪
৭	ইক্যুইটি শেয়ার প্রতি আয় (ফেসভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি) (বার্ষিকীকৃত নয়) : মৌলিক (টা.)	৫,৫০৫.৫১	(৪.৫৯)	৮০.৭৬	৫,৫০৬.১৯	(৪.২৪)	৮২.২৮
	মিশ্রিত (টা.)	৫,৫০৫.৫১	(৪.৫৯)	৮০.৭৬	৫,৫০৬.১৯	(৪.২৪)	৮২.২৮

দ্রষ্টব্য :
১ সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.alfredherbert.co.in** -এ ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে এবং নিচে উপলব্ধ কুইক রেসপন্স কোড স্ক্যান করে এটিও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।
২ কোম্পানির বিধিবদ্ধ নিরীক্ষকরা লিস্টিং রেগুলেশনস -এর ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী উপরোক্ত ফলাফলগুলির নিরীক্ষণ করেছেন এবং একই তারিখে প্রদত্ত তাঁদের রিপোর্টে একটি অপরিবর্তিত মতামত দিয়েছেন।
৩ সংহত আর্থিক ফলাফলগুলির মধ্যে নিম্নলিখিত সম্পূর্ণ মালিকানাধীন সহায়ক সংস্থাগুলির ফলাফল অন্তর্ভুক্ত রয়েছে
ক. হার্বার্ট হোল্ডিং লিমিটেড
খ. অ্যালফ্রেড হার্বার্ট লিমিটেড
৪ কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-র সেকশন ১৩৩ অধীন নির্ধারিত কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ অনুযায়ী কোম্পানি এই স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের প্রস্তুতি নিয়েছে।

SCAN ME

পরিচালন পর্ষদের পক্ষে
এ. ভি. লোধা
চেয়ারম্যান
(DIN: 00036158)

স্থান: নিউদিল্লি
তারিখ: ৭ অগস্ট, ২০২৫

তিলপাড়া ব্যারেজের ডাউনস্ট্রিমের ৪টি ডিভাইডার ভেঙে বন্ধ যান চলাচল

মৃণালজিৎ গোস্বামী

সিউড়ি: আশঙ্কা সত্যি হল! অতিবৃষ্টির ফলে সিউড়ি তিলপাড়া ব্যারেজের ফাটল ক্রমশ বেড়ে ভেঙে পড়ল ডাউনস্ট্রিমের চারটি ডিভাইডার। যার জেরে তড়িঘড়ি যান চলাচল বন্ধ করলেন বীরভূম জেলা পুলিশ প্রশাসন। ময়ূরাক্ষী নদীর ওপর তিলপাড়া ব্যারেজে ফাটল দেখা দেওয়াই ভারী যান চলাচলে নিষেধাজ্ঞা জারি করে বিজ্ঞপ্তি দিয়েছিল জেলা প্রশাসন। সেচ দপ্তরের আধিকারিক এবং ইঞ্জিনিয়ারদের পরামর্শ মেনে জেলা প্রশাসন যাত্রীবাহী বাসগুলিকে ঘুরপথে চালানোর নির্দেশ জারি করেন। বৃহস্পতিবার দুর্ঘটনা এড়াতে এবার ব্যারেজের রাস্তার ওপর দিয়ে ছোটো চারচাকা গাড়ি-সহ বাইক নিয়ে যাতায়াতও বন্ধ করা হল। দক্ষিণবঙ্গের সঙ্গে উত্তরবঙ্গের যোগাযোগে গুরুত্বপূর্ণ তিলপাড়া ব্যারেজের রাস্তা। বৃহস্পতিবার পুলিশ ব্রিজের ওপর দিয়ে সমস্ত প্রকার যান চলাচল করতে নিষেধাজ্ঞা জারি করায় সমস্যায় পড়েছেন ব্রিজের দুই পাড়ে বসবাসকারী স্থানীয় বাসিন্দারা। বৃহস্পতিবার দুপুরে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে বৈঠকের পরে সংবাদমাধ্যমকে ব্রিজের ওপর দিয়ে সমস্ত প্রকার গাড়ি বন্ধের কথা জানালেন পুলিশ সুপার আমনদ্বীপ। তবে হঠাৎ করে ব্যারেজের রাস্তায় এভাবে যান চলাচল বন্ধ হওয়ায় বেশ সমস্যায় পড়েছেন নিত্যযাত্রীরা। বর্তমানে সিউড়ির বাসিন্দা পূর্ণেন্দু গড়াই বলেন, 'আমি সকালে গ্রামের বাড়ি মোহম্মদ বাজারের আঙ্গার গড়িয়ায় গিয়েছিলাম। কিন্তু বাইকে চেপে সিউড়িতে ফিরতে হল সাঁইথিয়া হয়ে। এদিন সকালেই তিলপাড়া ব্যারেজের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু প্রচুর যানজট হওয়ায় একবার গাড়ি ছাড়া হয়েছিল বলে জানা গিয়েছে।' সূত্রের খবর ক্রমাগত বৃষ্টি হওয়ায় তিলপাড়া জলাধার থেকেও জল ছাড়া হচ্ছে। আবার অতিবৃষ্টির ফলে ফাটল ক্রমশ বাড়ছে। তাই বারবার ব্যারেজ পরিদর্শনে প্রশাসনিক কর্তারা আসছেন পরামর্শ করছেন। ক্রমাগত বৃষ্টি চলায় মেসেঞ্জার জলাধার থেকে ছাড়া হচ্ছে জল। সেই জল তিলপাড়া জলাধারে জমা হচ্ছে। তাই বাধ্য হয়ে লক গেট যাতে ভেঙে না যায়, তার জন্য জল ছাড়া হচ্ছে। যার জেরে প্লাবিত হচ্ছে বীরভূমের লাভপুর মোহম্মদ বাজারের কিছু অংশ এবং মুর্শিদাবাদের কিছু অংশ। স্থানীয় বাসিন্দাদের আশঙ্কা, যদি তিলপাড়া ব্যারেজ ভেঙে যায়, তাহলে বেশ কিছু গ্রাম ক্ষতিগ্রস্ত হবে। যেভাবে মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে, তার জেরে মেরামতির কাজে বাঁধা সৃষ্টি হচ্ছে। সূত্রের খবর, সেচ বিভাগ ময়ূরাক্ষী ক্যানেল ডিভিশন, বীরভূম জেলা প্রশাসনের এখন পাখির চোখ, রাজ্যের চিফ ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে পরামর্শ নিয়ে কিভাবে দ্রুত বিকল্প পথে যাত্রী পরিষেবা বজায় রেখে তিলপাড়া ব্যারেজ সংস্কার করা যায়।

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, সাউথ বেঙ্গল

জীবনদীপ বিল্ডিং, ৩য় তল, ১, মিডলটন স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০ ০৭১
ফোন - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৪৩৭, ফ্যাক্স - (০৩৩) ২২৮৮ ৪৩০২, ই-মেল - sbi.15196@sbi.co.in

ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত - নাম - তপন কুমার রায়, ই-মেল আইডি - sbi.15196@sbi.co.in মোবাইল নং - ০৮০০১২০৭৮১১

স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) অধীনে স্থাবর সম্পত্তির ক্ষেত্রে।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাগণ/বন্ধকদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত নিম্নোক্ত বিস্তারিত মতে স্থাবর সম্পত্তি জামিন অধীনে ঋণদাতা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** এবং **'যেখানে যা আছে', 'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যেখানে যে অবস্থায় আছে'** ভিত্তিতে বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে নিম্নোক্ত তারিখ মোতাবেক।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় - তারিখ - ২৫.০৮.২০২৫
নিলামের সময় - সকাল ১১টা থেকে বেলা ৪টে পর্যন্ত প্রতিটি অসীমামিয়ত ১০ মিনিটের সম্প্রসারণ সহ

ক্রম নং	ইউনিট/ঋণগ্রহীতা/ ডিরেক্টর এবং জামিনদাতার নাম	বিক্রয়দত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	বকেয়া পরিমাণ	সংরক্ষিত মূল্য / ইএমডি ১০ শতাংশ / ডাক বর্ধিত পরিমাণ
১.	**ঋণগ্রহীতা :** **শ্রীমতি শুভ্রা উত্তাসিনি** স্বামী শ্রী অভিজিৎ উত্তাসিনি, গ্রাম -পো : লাক্ষা, থানা : মহিষাদল, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, ৭২১৬৫৪ **এবং** গ্রাম : অনন্তপুর, পো অনন্তপুর, থানা : সুতাহাটা, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর ৭২১৬৩৫।	**বসবাসের ভবন** অবস্থিত মৌজা : লাক্ষা, থানা : মহিষাদল, জেলা : পূর্ব মেদিনীপুর, জেএল নং ১৬১, প্লট নং এলআর ৬৩৪, খতিয়ান নং এলআর ৩৪৫৯; **মোট প্লট পরিমাণ ২.৬৬৭ ডেসিমেল, শ্রীমতি শুভ্রা উত্তাসিনি এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ১-১১০১৫ -২০১৯ সালের। চৌহদ্দি : (দলিল অনুযায়ী) :** উত্তরে : অবশিষ্ট প্লট নং ৬৩৪; দক্ষিণে : অবশিষ্ট প্লট নং ৬৩৪; পূর্বে : বরম পথ; পশ্চিমে : প্লট নং ৬৩২ এবং ৬৪৮। **(সম্পত্তি ব্যাঙ্কের স্বত্ব দখলীকৃত)** **দ্রষ্টব্য :** এসএ -ডিআরটি সমীপে দাখিল করা হয়েছে এবং তা মীমাংসিত।	২৩,২০,৬০৮.০০ টাকা (তেইশ লাখ কুড়ি হাজার ছশো আট টাকা) ২৬.০৪.২০২২ অনুযায়ী এবং ২৭.০৪.২০২২ থেকে বকেয়া পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ **যোগাযোগের ব্যক্তি** ৮০০১২০৭৮১১ ৯৬৭৪৭২৯৬১৬	১৪,০০,০০০.০০ টাকা ১,৪০,০০০.০০ টাকা ১০,০০০.০০ টাকা **পর্যবেক্ষণের তারিখ** ১৮.০৮.২০২৫

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন https://BAANKNET.com
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ PSB Alliance Pvt. Ltd. সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে NEFT/RTGS স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে support.baanknet@psballiance.com বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

ই-নিলাম প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের পূর্বে আগ্রহী ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে উক্ত ওয়েবসাইটে সংযুক্ত নিয়ম এবং শর্তাদি অনুধাবন করতে

তারিখ : ০৮.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া

এসবিআই, হোম লোন সেন্টার রাজারহাট (১৬৮২২)

বেঞ্চমার্ক, সিটি সেন্টার - ২-এর নিকট, নিউ টাউন, সন্তোষ চেম্বার, ব্লক - এ, ৩য় তল, রাজারহাট নিউটাউন, বাইপাস রোড, নোয়াপাড়া, পো- হাতিয়ারা, কলকাতা - ৭০০১৬১ ইমেল - sbi.16822@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতা : **শ্রী সুপ্রিয় সিনহা রায়**-এর অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম এবং ঠিকানা	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ	এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী সুপ্রিয় সিনহা রায়,** পিতা শ্রী কালী কিঙ্কর সিনহা রায়, **সাকিন ১ :** ফ্ল্যাট নং ৪সি, ৫মতল, ব্লক-৫, ফেজ-লোটাস, পূর্নাসনস ম্যাঙ্গোলিয়া সিটি, এন/২৩১, শাস্ত্রীজি রোড, নবপল্লি, পো: নবপল্লি বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ পিন : ৭০০১২৬। **সাকিন ২ :** গ্রাম আলিপুর, পো আলিপুর নয়া নগর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২৩০১। **হোম লোন এ/সি নং : ৪২০৩৩২৮৭৬১৮ সুরক্ষা লোন এ/সি নং : ৪২০৩৩২৭৮১২৬।**	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের অ্যাপার্টমেন্ট নং ৪সি, পাঁচতলায়, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৭৬০ বর্গফুট কমবেশি ব্লক নং ৫, ফেজ -লোটাস , ২ বেড রুম, ১ খোলা কিচেন এবং ডাইনিং, ১ টয়লেট তথা বাথ, ১ ডব্লু সি এবং ১ ব্যালকনি, সম্পূর্ণ মার্বেল মেঝে এবং লিফট সুবিধা সহ এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ বসবাসের ভবন ব্লক ৫, ফেজ লোটাস, প্রকল্প পূর্ণাসনস ম্যাঙ্গোলিয়া সিটি, নির্মিত জমির পরিমাণ ২২ বিঘা, ১৮ কাঠা ৬ ছটাক ২১ বর্গফুট কমবেশি স্বত্ব পরিমাণ ২২ বিঘা ১৩ কাঠা ১০ ছটাক কমবেশি এবং ৭০০ ডেসিমেল বা ২২ বিঘা ৪ কাঠা ১২ ছটাক এবং ২১ বর্গফুট কমবেশি তার থেকে জমি পরিমাণ আনুমানিক ৬৭৩ ডেসিমেল অংশ আরএস দাগ নং ৮৬, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪৫, ২১৯ এবং ২৯১/৮৫৬ (এল.আর. দাগ নং ৯৫, ৯৬, ১৩৩, ৪৫১১, ২৩২, ৫৪৭, ৬৮০, ৭৭৫, ১৪৬৮ এবং ২২০১) আর এস খতিয়ান নং ৩৪৫, ৩৬০, ৪৫০৯, (পুরসভা হোল্ডিং নং ৩০৪/২/১ এবং ৪৫১২, পুরসভা হোল্ডিং নং ৩০৪/২/১, মৌজা পশ্চিম ইছাপুর, পরগনা : আনোয়ারপুর, জেএল নং ২৯, আরএস নং ২০২, তৌজি নং ১৪৬, থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, বারাসত পুরসভা অধীন এবং ২) জমির পরিমাণ ২৭ ডেসিমেল কমবেশি অংশ আরএস /এলআর দাগ নং ৬১৫ এবং ৬১৮, এলআর খতিয়ান নং ৮০৩, মৌজা : মকপোল, তৌজি নং ১৪৬, জেএল নং ৩১, উভয়ের থানা : বারাসত, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পরিচিত এবং সংখ্যায়িত পুরসভা হোল্ডিং নং এন/২৩১, শাস্ত্রীজি রোড, নবপল্লি, বারাসত পুরসভা অধীন এবং ৩) জমি পরিমাণ আনুমানিক ২২.৫ ডেসিমেল সমপরিমাণ ১৩ কাঠা এবং ১০ ছটাক, অংশ দাগ নং ৯৭, খতিয়ান নং ৯০৮, মৌজা : পশ্চিম ইছাপুর, পরগনা : আনোয়ারপুর, জেএল নং ৯৭, খতিয়ান নং ৯০৮, পুরসভা হোল্ডিং নং এন/২৩১, শাস্ত্রীজি রোড, বারাসত পুরসভা অধীন,পো : নবপল্লি,জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭০০১২৬। স্বত্ব দলিল রেজিস্ট্রিকৃত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০৩-২০২৩, পৃষ্ঠা ১৬৩৮৪৭ থেকে ১৬৩৮৯৭, দলিল নং ১৯০৩০৪৩৬৬ -২০২৩ সালের। **সম্পত্তি শ্রী সুপ্রিয় সিনহা রায়,** পিতা শ্রী কালী কিঙ্কর সিনহা রায় এর নামে। **সম্পত্তির চৌহদ্দি** উত্তরে : বিবেক পোদ্দারের ফ্ল্যাট; দক্ষিণে : বৃষ্টি মান্নার ফ্ল্যাট; পূর্বে : কমল মিত্র; পশ্চিমে : খোলা এরিয়া। **দ্রষ্টব্য: আমরা ২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে ইস্যু করা পূর্বের সকল নোটিশ বাতিল এবং/বা খারিজ করেছি এবং পরবর্তীতে যে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে উক্ত নোটিশগুলির অধীনে কোনও বাধ্যবাধকতা ব্যতীতই আমাদের অধিকার এবং সমাধান উপলব্ধ সংশ্লিষ্ট উক্ত আইনের সংস্থান অধীনে এবং রুলস অধীনে।**	১৪.০৭.২০২৫	১০.০৭.২০২৫	**২৬,৬৮,২৭০.৬১ টাকা** (ছাব্বিশ লাখ আটষট্টি হাজার দুশো সত্তর টাকা এবং একষট্টি পয়সা) **১৪.০৭.২০২৫ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ সহ। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতা সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

এতদ্বারা ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

তারিখ : ০৮.০৮.২০২৫
স্থান - কলকাতা

অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Kothari Group

গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড

রেজিস্টার্ড অফিস: সি-৪, গিলান্ডার হাউস, নেতাজি সুভাষ রোড, কলকাতা- ৭০০০০১
CIN : L51909WB1935PLC008194
ফোন: (০৩৩) ২২৩০-২৩৩১(৬ লাইনস) , ফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৩০-৪১৮৫
ই-মেল: gillander@gillandersarbuthnot.com ওয়েবসাইট: www.gillandersarbuthnot.com

৩০ জুন, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ

(লক্ষ টাকায়)

	বিবরণ	স্ট্যান্ডঅ্যালোন				কনসোলিডেটেড			
		ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত	ত্রৈমাসিক সমাপ্ত			বর্ষ সমাপ্ত
		৩০-জুন-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	৩০-জুন-২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	৩০-জুন-২৫ (অনিরীক্ষিত)	৩১-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)	৩০-জুন-২৪ (অনিরীক্ষিত)	৩০-মার্চ-২৫ (নিরীক্ষিত)
১	কার্যাদি থেকে মোট আয়	৭,৮১২.১২	৮,৬৮৯.২২	৮,১৩৭.৪৬	৪১,২৭৫.৪৬	৮,৮৩৭.৪৭	১০,৩৯৩.৭৮	৮,৪৮৫.৪১	৪৪,৩১৭.৮৯
২	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব)	(৪১৬.৩৭)	(১,৭৪৪.৪৬)	(৭০৭.২৬)	৫১৬.১০	(৫৫২.৮৯)	(৩৭১.৭৪)	(৯৬৫.৫০)	১,৩০২.৪৪
৩	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৪১৬.৩৭)	(১,৭৫৩.১৮)	(৭০৭.২৬)	১,৭১১.৪১	(৫৫২.৮৯)	(৩৮০.৪৬)	(৯৬৫.৫০)	২,৪৯৭.৭৫
৪	সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী)	(৪০৯.০০)	(১,৫৫০.৭৬)	(৭২৩.৯৮)	১,৫০৩.৮৭	(৫৪৫.৫২)	২০৩.৮৭	(৯৮২.২২)	২,৬৭২.১২
৫	সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয়	(৩৯৫.২৮)	(১,৫২৫.৪৫)	(৭৫৫.১১)	১,৫৫৭.৯৭	(৫২০.৯৭)	২৫৩.৯৩	(১,০১৩.৬১)	২,৭৭২.৮৮
৬	পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন (ফেস ভ্যালু ১০/- টাকা প্রতিটি)	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩	২,১৩৪.২৩
৭	শেয়ার প্রতি আয় (প্রতিটি ১০/- টাকার):- মৌলিক এবং মিশ্রিত (বার্ষিকীকৃত নয়)	(১.৯২)	(৭.২৭)	(৩.৩৯)	৭.০৫	(২.৫৬)	০.৯৬	(৪.৬০)	১২.৫২

দ্রষ্টব্য :

১. উপরোক্তটি সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা ৩০ জুন, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের নির্যাস। ৩০ জুন, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং **www.nseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট **www.gillandersar-buthnot.com** -এও পাওয়া যাবে।

২. পূর্ববর্তী বছর / সময়ের পরিসংখ্যানগুলো প্রয়োজনমতো পুনর্বিন্যস্ত / পুনর্গঠন করা হয়েছে।

পর্ষদের আদেশ অনুসারে
গিলান্ডার্স আরবুথনট অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
অরুন কুমার কোঠারি
চেয়ারম্যান
(DIN: 00051900)

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ৭ অগস্ট, ২০২৫

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.

GIC HOUSING FINANCE LTD.

রেজি. অফিস - ন্যাশনাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং, ৭ম তল, ১৪, জামশেদজী টাটা রোড, চার্চগেট, মুম্বই-৪০০০২০
শাখা অফিস (বারাসত শাখা) - ৩য় তল, কৈলাশ ভবন, ৭৪/৩৮, যশোর রোড, পিন - ৭০০১২৭
শাখা অফিস (কলকাতা শাখা) : ৫, নেতাজি সুভাষ রোড, ফেয়ারলি প্লেস, বিবিডি বাগ, রয়্যাল ইনস্যুরেন্স বিল্ডিং পিন - ৭০০০০১
শাখা অফিস (দুর্গাপুর শাখা) : ২৪, ১৬, নর্থ এভি., কালী মন্দিরের বিপরীতে, বেঙ্গল অম্বুজা হাউজিং কমপ্লেক্স, সিটি সেন্টার, দুর্গাপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭১৩২১৬
শাখা অফিস (গড়িয়া শাখা) : ২১, গড়িয়া স্টেশন রোড, আনন্দ আবাসন, বারহংস, গড়িয়া, কলকাতা, পিন - ৭০০০৮৪

প্রতীকী দখল নোটিশ

বিষয় - দখল নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ এর সাব রুল (১) সংস্থান অধীনে দখলের বিজ্ঞপ্তি

যেহেতু নিম্নস্বাক্ষরকারী **জিআইসিএইচএফএল** এর অনুমোদিত অফিসার হিসেবে সংশ্লিষ্ট নিম্নোক্ত তারিখে ২০০২ সালের সারফেসি অইনের ১৩(২) ধারা অধীনে আপনাদের/ঋণগ্রহীতাদের নিম্নোক্তনাম্নীগণকে বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধের জন্য এক দাবি নোটিশ ইস্যু করেছেন। আপনারা/ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় নির্ধারিত সময়ে, ফলে **জিআইসিএইচএফএল** সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) এবং সংশ্লিষ্ট রুলের সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা বলে সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদের **প্রতীকী দখল** নিম্নোক্ত মতে :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)এর নাম এবং লোন অ্যাকাউন্ট নং	বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	দাবি নোটিশ অনুযায়ী বকেয়া পরিমাণ (টা.)	দাবি নোটিশের তারিখ	প্রতীকা দখলের তারিখ
১.	শ্রী অমিত মন্ডল এবং শ্রী সঞ্জয় মন্ডল WB0770600000538 (বারাসত শাখা অফিস)	সম্পত্তির পরিমাণ এরিয়া ৫.৫ শতক অবস্থিত মৌজা : চেকাটি, জেএল নং ৬৭, তৌজি নং ১৭, আরএস দাগ নং ২৫৭/৬২৫, আরএস খতিয়ান নং ১০৪, হাল খতিয়ান নং ১৬৬/১, এলআর দাগ নং ২৬৩, এলআর খতিয়ান নং ৪৪৫, বর্তমানে ৪৪৬৩, থানা : গাইঘাটা, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৪৫। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে অন্যান্যর জমি। দক্ষিণে : বিপ্লব সিংহ এর সম্পতি। পূর্বে : কাঁচা রোড। পশ্চিমে : অরবিন্দ দাস এর সম্পত্তি।	৩,২৬,৮৭৫/-	১৭.০২.২০২৫	০৬.০৮.২০২৫
২.	শ্রী মুকেশ ঝা এবং শ্রীমতী রীনা ঝা WB0770600000310 (বারাসত শাখা অফিস)	সম্পত্তির পরিমাণ এরিয়া ১ কাঠা ১১ ছটাক ২৯ বর্গফুট এবং তদস্থিত একতলা পাকা ভবন অবস্থিত হোল্ডিং নং ৫৮/সি, গোবিন্দ বসু লেন, মৌজা : হালিশহর, জেএল নং ৬, আরএস নং ৩৭, সিএস দাগ নং ৩২২২, সিএস খতিয়ান নং ২৫৩৮, আরএস দাগ নং ৩২২২/৯৫৮৩, আরএস খতিয়ান নং ৪৩১৯, এলআর দাগ নং ৭৫০৬, এলআর খতিয়ান নং ৭১৫, থানা : বীজপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৩৪। উত্তরে : শান্তি রঞ্জন ভট্টাচার্য এর সম্পত্তি; দক্ষিণে : ৬ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; পূর্বে : মুরারী মোহন চ্যাটার্জির সম্পত্তি; পশ্চিমে : শ্রীমতি মাধবী মিত্র এবং অন্যান্যর সম্পত্তি।	১১,৩৮,৩৫৯/-	২৪.০১.২০২৫	০৫.০৮.২০২৫
৩.	শ্রী সুব্রত সরকার এবং শ্রী শ্রীপদ সরকার WB0770600000171 এবং WB0770600000459 (বারাসত শাখা অফিস)	সম্পত্তির পরিমাণ ১ কাঠা অবস্থিত মৌজা : কালুপুর, জেএল নং ১৫১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৪৪৭ এবং ৫৪৪৮, আরএস খতিয়ান নং ৬২২ এবং এলআর খতিয়ান নং ১৯১১/১, ৪১৮০, ৭১৬, পো এবং থানা : বনগাঁ, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩২৩৫, উক্ত সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৬ ফুট চওড়া কাঁচা সড়ক; দক্ষিণে : ঠাকুরপদ সরকার; পূর্বে : সুমন্ত সরকার; পশ্চিমে : বিধান চন্দ্র রায় এবং শ্রীপদ সরকার।	১১,২৫,৭২৯/-	২৪.০১.২০২৫	০৬.০৮.২০২৫
৪.	শ্রী গণেশ শাউ WB0770600000141 এবং WB0770600000343 (বারাসত শাখা অফিস)	সম্পত্তির পরিমাণ আনুমানিক ০৩ কাঠা জমি এবং তদস্থিত তিন তলা ভবন পরিমাণ ঢাকা এরিয়া ১০২০ বর্গফুট একতলায়, দোতলায় ১০২০ বর্গফুট এবং ৩য়তলে ৬৫৮ বর্গফুট, অবস্থিত মৌজা : কাউগাছি, আরএস দাগ নং ১২১৬, এলআর দাগ নং ২২৭৯, আরএস খতিয়ান নং ৩৬৭, এলআর খতিয়ান নং ৩২০১, তৌজি নং ৪৬৮, জেএল নং ২০, স্থানীয় কাউগাছি ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : জগদ্দল, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, চৌহদ্দি : উত্তরে : নিরোদ চন্দ্র ঘোষের জমি; দক্ষিণে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ ; পূর্বে : পলতা পাড়া মৌজা; পশ্চিমে : আরএস দাগ নং ১২২৬ জমি।	২৩,০৬,৪২৩/-	২৪.০৪.২০২৫	০৫.০৮.২০২৫
৫.	শ্রী শেক আবদুল সালাম এবং শ্রীমতী মহামুদা বেগম WB0070610002230 (কলকাতা শাখা অফিস)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং সি-১০৩, দক্ষিণ পূর্ব দিকে, ৩য়তলে, ভবনের নাম বিন্দু অ্যাপার্টমেন্ট, পরিমাণ ৭৪০.৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ১০৩ , দক্ষিণ সুভাষ পল্লি,মৌজা -মৃগলা, আরএস দাগ নং ১৫৩৪, এলআর দাগ নং ২২৩০স আরএস খতিয়ান নং ১৯৯১, এলআর খতিয়ান নং ৬৫৪৩, সংশোধিত এলআর খতিয়ান নং ৮০৫৭ এবং ৮০৫৮, জেএল নং ১০২, থানা : ডানকুনি, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২৩১১, সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৯ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক; দক্ষিণে : লাল্টু মল্লিক এর সম্পত্তি; পূর্বে : প্রতাপ আঢ্য এর সম্পত্তি; পশ্চিমে : অশ্বিনী দাস এর সম্পত্তি।	৬,৭৮,৮৯৫/-	২৮.০১.২০২৫	০৫.০৮.২০২৫
৬.	শ্রী ওম প্রকাশ দুবে, শ্রীমতী বিজয়া দেবী দুবে এবং শ্রী অবোধ কিশোর দুবে WB0071300107095 (কলকাতা শাখা অফিস)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট ৩য়তলে, পরিমাণ ১২১০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত প্রেমিসেস নং ১০৬স মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড, মৌজা : বেহালা, জেএল নং ২, তৌজি নং ৩৪৬, আরএস নং ৮৩, দাগ নং ৮৪১, খতিয়ান নং ২৩৩৯, খতিয়ান নং ২৩৩৮, থানা : বেহালা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০০৬০। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট কেএমসি রোড; দক্ষিণে : ২০ ফুট চওড়া কেএমসি রোড; পূর্বে : ৪৬, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড; পশ্চিমে : ৪৮, মহারানি ইন্দিরা দেবী রোড।	২,৬১,৬৩০/-	১৭.০২.২০২৫	০৪.০৮.২০২৫
৭.	শ্রী রাতুল মজুমদার এবং শ্রীমতী মল্লিকা মজুমদার WB0070610003987 (কলকাতা শাখা অফিস)	জমি পরিমাণ এরিয়া ১ কাঠা ১২ ছটাক ৮ বর্গফুট এবং তদস্থিত একতলা ভবন পরিমাণ ৪৫০ বর্গফুট অবস্থিত পুরসভা হোল্ডিং নং ৪৯৯/২৮০, মল্লিক জয়ন্তী বাগ, মৌজা : কেওটা, জেএল নং ৭, আরএস দাগ নং ১০৩২ এবং ১১৫৩, আরএস খতিয়ান নং ১০০৭, এলআর দাগ নং ৩২৪২ এবং ৩৭৪৭, এলআর খতিয়ান নং ১৫৩৭৯, থানা : চুঁচুড়া, জেলা : হুগলি, পিন : ৭১২১০৪,। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : লে আউট প্লট নং ১০, ; দক্ষিণে : লে আউট প্লট নং ১১; পূর্বে : অনন্ত পালের সম্পত্তি; পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া পুরসভা সড়ক।	১৪,৬০,৬৯৩/-	২৩.০৪.২০২৫	০৬.০৮.২০২৫
৮.	শ্রী অনুতোষ ভট্টাচার্য WB0070610004062 (কলকাতা শাখা অফিস)	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং এ ই-১, একতলায় জি-১ তলা ভবনে পরিচিত সুদীন মেমোরিয়াল এস্টেট, ব্লক এ, পরিমাণ ৪০৮ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া অবস্থিত হোল্ডিং নং ৪৬৮৮ এবং ৪৬৭৯, আরএস খতিয়ান নং ২২২২ এবং ৯৩৯, তৌজি নং ২৯৯৮, আরএস নং ৩৯, জেএল নং ৪, থানা : টিটাগড়, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১২২। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : বিষ্ণুশঙ্কর বিশ্বাসের জমি; দক্ষিণে : ওল্ড ক্যালকাটা রোড; পূর্বে : জয়া পাত্র এবং অন্যান্যর ভবন; পশ্চিমে : গোপাল মল্লিক এর ভবন এবং বি এস বিশ্বাসের জমি।	৬,৮০,৮৩৬/-	২৩.০৪.২০২৫	০৫.০৮.২০২৫
৯.	শ্রী সুকল্যাণ বক্সি এবং শ্রীমতী সুদীপা বক্সি WB0460610001959 (দুর্গাপুর শাখা অফিস)	সম্পত্তি অবস্থিত জমির পরিমাণ আনুমানিক ৯ ডেসিমেল- ১৯৮ ডেসিমেল থেকে, মৌজা : খান্দরা, জেএল নং ৩২, প্লট /দাগ নং আরএস এবং এলআর -১৫৫৭, খতিয়ান নং এলআর ৩৫৬২, এডিএসআর রানিগঞ্জ, খান্দরা গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, হোল্ডিং নং ১৬৭, জেলা : বর্ধমান, নির্মিত এরিয়া একতলায় ১২২৩.৩০ বর্গফুট, দোতলায় ১৩১৯.২৮ বর্গফুট মেজনাইন ফ্লোর ১১৩.৩০ বর্গফুট (জামিনদত্ত সম্পদ উল্লেখ্য দলিল নং ১-৩১৯১ -২০১৩ সালের)। উত্তরে : প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং সড়ক; দক্ষিণে : সঙ্গীতা সিংহ এর ভবন; পূর্বে : শরদেন্দু বক্সী এর ভবন; পশ্চিমে : সড়ক (১২ ফুট)।	৩২,৮৭,৫৯৯/-	১৯.১১.২০২৪	০৬.০৮.২০২৫
১০	শেখ আজাহার আলি এবং শেখ আরজ আলি WB0700610001757 (গড়িয়া শাখা অফিস)	আলি হায়দার রোড, মৌজা : টিটাগড়, জেএল নং ৫, খতিয়ান নং ৩২৭৬, দাগ নং ২৫৩৩, থানা : টিটাগড়, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১১৯। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ চলার পথ; দক্ষিণে : ৩ ফুট ৬ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং প্লট নং এ/২; পূর্বে : প্লট নং এ/৩, পশ্চিমে : ৪ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	১,৫২,৬৯৭/-	২৬.০৩.২০২৫	০৬.০৮.২০২৫
১১	শ্রী অরিজিৎ চক্রবর্তী শ্রীমতী শতাব্দী পাল এবং শ্রী রঞ্জিত চক্রবর্তী WB0700610001702 (গড়িয়া শাখা অফিস)	১৬/এ, নবনগর রোড-১, মৌজা : হালিশহর, জেএল নং ৬, আরএস নং ৩৭, তৌজি নং ১, খতিয়ান নং ১৫৪৭৭, আরএস দাগ নং ৪২২৬/৯৮৬১, এলআর দাগ নং ৫৬৫৭, ৫৬৬১, থানা : বীজপুর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন : ৭৪৩১৩৬। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ; দক্ষিণে : সুরজিৎ ঘোষ এবং অন্যান্যর সম্পত্তি; পূর্বে : মনসা দে এর সম্পত্তি; পশ্চিমে : ৫ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	৯,১২,১৫৩/-	২৪.০৪.২০২৫	০৬.০৮.২০২৫
১২	শ্রীমতী শিবানি গুপ্তা এবং শ্রী সন্তোষ কুমার গুপ্তা WB0700610003821 (গড়িয়া শাখা অফিস)	(একতলার পরিমাণ ৭২০ বর্গফুট এবং ২য়তলের পরিমাণ ৫১০ বর্গফুট) অবস্থিত মৌজা : বারুইপুর, জেএল নং ৩১, আরএস নং ৭১, আরএস/এলআর দাগ নং ৮৩৭৪, আরএস খতিয়ান নং ২৫৮৩, এলআর খতিয়ান নং ৭৭৭, , থানা : বারুইপুর, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৪৪। সম্পত্তির চৌহদ্দি : উত্তরে : খালি জমি ; দক্ষিণে : ১২ ফুট ঢালাই রোড; পূর্বে : বাস্তু জমি ; পশ্চিমে : ৮ ফুট চওড়া সাধারণ চলার পথ।	৩৭,২০,৪৩২/-	২৪.০৪.২০২৫	০৬.০৮.২০২৫

এই বিজ্ঞপ্তির পরেও ঋণগ্রহীতাদের এতদ্বারা আহ্বান জানানো হচ্ছে এই বিজ্ঞপ্তির তারিখের ৭ দিনের মধ্যে **জিআইসিএইচএফএল**-এর কাছে সম্পর্কিত সম্পত্তির খালি ও শান্তিপূর্ণ হস্তান্তরের জন্য, নতুবা নিম্নস্বাক্ষরকারী বাধ্য হবেন জোর করে উপরোক্ত সম্পত্তির বাস্তবিক দখল নিতে এবং/বা উপরোক্ত সম্পত্তির বিক্রির প্রক্রিয়া গ্রহণ করতে এই তারিখ থেকে ৩০ দিন সময়কালের পরে সারফেইসি অ্যাক্ট, ২০০২ এবং তথাকার রুলস অধীনে ব্যবস্থিত পদ্ধতি অবলম্বনের মাধ্যমে।
ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে **জনসাধারণকে** এতদ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে, উপরে উল্লিখিত সম্পত্তির/জামিনযুক্ত পরিসম্পত বা তার যেকোনো অংশ নিয়ে কাজ কারবার না করতে এবং উক্ত সম্পত্তি/জামিনযুক্ত পরিসম্পদ নিয়ে যেকোনো কাজ কারবার অত্র উপরে সম্পত্তির পার্শ্বে বর্ণিত অর্থের জন্য জিআইসিএইচএফএল **সম্পূর্ণ পেমেন্ট পর্যন্ত তার ওপর আরও সুদ সহ প্রদেয় হবে।**
জামিনযুক্ত পরিসম্পৎ পরিশোধের জন্য প্রাপ্তব্য সময় সম্পর্কে অ্যাক্টের ১৩ ধারার (৮) উপধারার বিধানাবলির প্রতি ঋণগ্রহীতাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।

তারিখ : ০৮.০৮.২০২৫
স্থান : কলকাতা

জিআইসি হাউজিং ফিনান্স লি.-এর পক্ষে
স্বা/-
অনুমোদিত অফিসার

ASANSOL MUNICIPAL CORPORATION

1st Call 2nd Corrigendum Notice

N.I.E. ET. No. 34/WS/ Eng/25 Dt. 08-07-25

Bid Submission period: 18.08.25 instead of 05.07.25

Visit to website **www.wbtenders.gov.in**

For details please contact to Tender Cell, AMC.

Sd/- SE,
Asansol Municipal Corporation

OFFICE OF THE
ISLAMPUR GRAM PANCHAYAT
(Under Jagatballavpur Panchayat Samity)

Notice Inviting Tender Under OSR Fund

NIT No: 330/NIT/IGP/OSR/2025, Dated 29/07/2025. Total 10 nos. of Tender has been invited on behalf of The Pradhan, Islampur GP. For more information visit Islampur GP

Sd/- Pradhan
Islampur Gram Panchayat

টেন্ডার নোটিশ

এতদ্বারা সকল ঠিকাদারদের জানানো হচ্ছে যে NIT REF NO-10/ CH-II BDO/ 2025 26 DT. 06.08.2025 (Tender ID-2025 ZPHD 887965 1 to 10) তে টেন্ডার ডাকা হয়েছে। বিশদ জানতে **www.wbtenders.gov.in** এ LOGIN করুন বা চন্ডিতলা ২ নির্বাহী আধিকারিক অফিসে যোগাযোগ করুন।

স্বা/-
সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক
চন্ডিতলা ২ পঞ্চায়েত সমিতির

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ইএলএস/এসডিএএইচ/ওটি/২৫-০০২বিটি, তারিখ ০১.০৮.২০২৫। সিনিয়র ডিভিশনাল ইলেক্ট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার/ইএমইউ/শিয়ালদহ, ২য় তল, কন্ট্রোল বিল্ডিং, শিয়ালদহ, পূর্ব রেলওয়ে, কলকাতা-৭০০০১৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন ঃ **টেন্ডার নং ঃ ইএলএস/এসডিএএইচ/ওটি/২৫-০০২বিটি। কাজের নাম ঃ** ডিজিস্ক্যান মেক ইউএফডি মেশিনের ক্যালিব্রেশন সমেত রক্ষণাবেক্ষণের সম্পূর্ণ পরিষেবার শর্তের জন্য এএমসি। **টেন্ডার মূল্য ঃ** ৮,০৪,৪৯৩.৩২ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ১৬,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ২৪ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ২৬.০৮.২০২৫-এ সকাল ১১টা। বিশদ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং সময়ে সময়ে ইস্যু করা সংশোধনী ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে।

(SDAH-155/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ১৪_২০২৫-২৬, তারিখ ৩১.০৭.২০২৫। ডিভিশনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, পূর্ব রেল, হাওড়া, ডিআরএম বিল্ডিং, হাওড়া রেলওয়ে স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১ (সিনিয়র ডিভিশনাল/১/হাওড়া-এর অধিকারের জন্য) নিম্নরূপ কাজের জন্য যোগ্য রেজিস্ট্রিকৃত এসইবি/এমইএস অথবা অন্য কোনও সরকার অধিগৃহীত সংস্থায় রেজিস্ট্রিকৃত সমেত অনুরূপ ধরনের কাজে অভিজ্ঞতা, প্রয়োজনীয় আর্থিক সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে অনলাইনে নিম্নলিখিত ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের বিবরণ ঃ** হাওড়া ডিভিশনে ব্যান্ডেল কারশেড-১টি (৫০০০০ গ্যালন), মানকুন্ডু-১টি (১০০০০ গ্যালন), বর্ধমান কলোনী-২টি (ক্ষমতা - ৫০০০০ গ্যালন), কামারকুণ্ডু (হেলথ ইউনিট)-১টি (৮০০০ গ্যালন), আজিমগঞ্জ (পশ্চিম কলোনী)-১টি (৫২০০০ গ্যালন) এবং পাকুড় (ফিল্টার প্ল্যান্ট)-১টি (২২০০০ গ্যালন), (মোট ৭টি আরসিসি ট্যাঙ্ক)-তে ওভারহেড আরসিসি ট্যাঙ্কের পুনর্বাসন ও মেরামতি কাজ। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ১,২৭,২৯,০৯৮.৫০ টাকা। **বায়না মূল্য ঃ** ২,১৩,৭০০ টাকা। **টেন্ডার ফর্মের মূল্য ঃ** শূন্য। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** নয় (০৯) মাস। টেন্ডার আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত বন্ধের তারিখে কোন কারণে ছুটি/বন্ধ/ধর্মঘট ঘোষিত হলে, অনলাইনে টেন্ডার বন্ধের তারিখের কোনও পরিবর্তন হবে না যেহেতু আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে আবেদনে টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ের পরে জমা করা কোনও অফার অনুমোদন করা হবে না। অবশ্য, পরবর্তী কাজের দিনে অনলাইনে টেন্ডার খোলা হবে। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ২৫.০৮.২০২৫-এ দুপুর ২টা। টেন্ডারের বিবরণ ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ পাওয়া যাবে। উক্ত ওয়েবসাইটে অনলাইনে অফার জমা করতে টেন্ডারদাতাদের অনুরোধ করা হচ্ছে। **ইএমডি এবং টিডিসি পেমেন্ট —** ই-টেন্ডারিং সম্পর্কে বায়নামূল্য জমা (ইএমডি) ও টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য (টিডিসি), কেবলমাত্র নেট ব্যাঙ্কিং বা পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে গ্রাহ্য হবে। কোনো ম্যানুয়াল অফার গ্রাহ্য হবে না। (HWH-232/2025-26)

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের বিজ্ঞপ্তি জারি

নয়াদিল্লি, ৭ অগাস্ট: নির্বাচন কমিশন বৃহস্পতিবার উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচনের জন্য মনোনয়ন দাখিলের বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে। উপরাষ্ট্রপতি পদের জন্য মনোনয়ন জমা দেওয়া যাবে ২১ অগাস্ট পর্যন্ত এবং নির্বাচন ৯ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হবে। গত মাসে উপরাষ্ট্রপতি পদ থেকে জগদীপ ধনখড়ের পদত্যাগের পর এই নির্বাচন বাধ্যতামূলক হয়ে পড়েছে। এটি হবে ১৭তম উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচন। লোকসভা এবং রাজ্যসভার সদস্যদের নিয়ে গঠিত একটি ইলেক্টোরাল কলেজ দ্বারা উপরাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হন। বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, আগ্রহী প্রার্থীরা এই মাসের ২১ অগাস্টের মধ্যে তাঁদের মনোনয়ন দাখিল করতে পারবেন। মনোনয়নপত্র যাচাই-বাছাই ২২ অগস্ট এবং প্রার্থীপদ প্রত্যাহারের শেষ তারিখ ২৫। ভোট ও গণনা ৯ সেপ্টেম্বর

উত্তরকাশীর হড়পা বানে নিখোঁজ ১৬

উত্তরকাশী, ৭ অগাস্ট: উত্তরকাশীর ধারালি অঞ্চলে হড়পা বান আসার পর নিখোঁজ মহারাষ্ট্রের জলগাঁওয়ের ১৬ জনের। জলগাঁওয়ের সরকারি কর্তা আয়ুশ প্রসাদ জানান, ১৯ জন ঘটনার সময়ে ধারালিতে ছিলেন। তিন জনের সঙ্গে যোগাযোগ করা গিয়েছে। বাকি ১৬ জনের খোঁজ মিলছে না। ৫ অগাস্ট মেঘভাঙা বৃষ্টির জেরে আচমকাই হড়পা বান নামে ধারালির পাহাড়ি এলাকায়। আচমকা নদীর জল ব্যাপক ভাবে বেড়ে যায়, ভাসিয়ে নিয়ে যায় অসংখ্য ঘরবাড়ি। ধস নামে রাস্তায়। এখনও পর্যন্ত ১৯০ জনকে উদ্ধার করা হয়েছে। ৫০ জন নিখোঁজ। ৩ জনের মৃত্যু নিশ্চিত করেছে প্রশাসন।

উত্তরপ্রদেশের ট্রাক-ট্রলি সংঘর্ষে ৩ কানওয়ার মৃত: মথুরা, ৭ অগাস্ট: উত্তরপ্রদেশের মথুরা জেলায় ভয়াবহ পথদুর্ঘটনায় প্রাণ গেল তিন কানওয়ারের। ঘটনাটি ঘটেছে, বৃহস্পতিবার সকালে যমুনাপার থানার অন্তর্গত এলাকার নাগলা সিরিয়া গ্রামের কাছে। জানা গিয়েছে, জয়পুর-বেরেলি বাইপাসে ট্রাক ও ট্রলির মুখোমুখি সংঘর্ষে মৃত্যু হয় তিন জনের। আর একজন কানওয়ার আশঙ্কাজনক অবস্থায় হাসপাতালে ভর্তি। পুলিশ সূত্রে খবর, রামঘাট থেকে ট্রলি নিয়ে ফিরছিলেন চার তীর্থযাত্রী। তারা জয়পুর-বেরেলি বাইপাস ধরে যাচ্ছিলেন। সেই সময় মথুরা থেকে বেরেলিগামী একটি ট্রাক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ট্রলিকে ধাক্কা মারে। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে মৃতদেহগুলো উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য হাসপাতালে পাঠায়। আহত কানওয়ারের চিকিৎসা চলছে। দুর্ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 58/FCXVSWM/CON/T/25-26 Dated 07.08.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Repair of the JCB Backhoe loader of Barrackpore Municipality. Last date of submission of tender: **23.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
Sd/-. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 61/MF/BMMS/T/25-26 Dated 07.08.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for procurement of Semi-Automated Bio-chemistry Analyzer for Biraj Mohini Matri Sadan. Last date of submission of tender: **23.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 62/MF/BMMS/T/25-26 Dated 07.08.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of Surgical Diathermy Monopolar with Bipolar Cardiac, Neuro & Onco Surgical Applications for Biraj Mohini Matri Sadan. Last date of submission of tender: **23.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 63/MF/BMMS/T/25-26 Dated 07.08.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of 12 Chanel ECG for Biraj Mohini Matri Sadan. Last date of submission of tender: **23.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 64/MF/BMMS/T/25-26 Dated 07.08.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of Dual Doom LED Ceiling OT Light for Biraj Mohini Matri Sadan. Last date of submission of tender: **23.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 65/MF/BMMS/T/25-26 Dated 07.08.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of Orthopedic OT Table for Biraj Mohini Matri Sadan. Last date of submission of tender: **23.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

BARRACKPORE MUNICIPALITY
B.T. ROAD, TALPUKUR, KOLKATA-700123.
TENDER NOTICE
No. 66/MF/BMMS/T/25-26 Dated 07.08.2025.
e-tender is invited by the Chairman, Barrackpore Municipality from the eligible agency for Procurement of Patient Monitor for Biraj Mohini Matri Sadan. Last date of submission of tender: **23.08.2025 up to 12 noon.** The detail tender notice may be seen in the **www.wbtenders.gov.in,** Notice Board of Barrackpore Municipality, SDO, Barrackpore, Station Manager, Barrackpore Railway Station.
S/d. Uttam Das.
Chairman
Barrackpore Municipality

Notice Inviting Online-Tender
Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites **Notice inviting e-Tender No. BHATAR PS/13/2025-26, Dated- 06/08/2025, BHATAR PS/14/2025-26 & BHATAR BDO/02/2025-26, Dated- 06/08/2025.** Last Date of Bid Submission : **14/08/2025 & BHATAR BDO/01/2025-26, Dated- 06/08/2025.** Last Date of Bid Submission : **20/08/2025.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Bhatar Panchayat Samiti

Notice Inviting Online-Tender
Executive Officer, Bhatar Panchayat Samiti invites **Notice inviting e-Tender No. BHATAR PS/15/2025-26, Dated- 07/08/2025.** Last Date of Bid Submission : **22/08/2025 & BHATAR BDO/03/2025-26, Dated- 07/08/2025.** Last Date of Bid Submission : **18/08/2025.** Details of e-Tender Notice will be available in Website **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Executive Officer
Bhatar Panchayat Samiti

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman

e-Tender Notice

1) Name of the work : Renovation of Electrical wiring at Abhinandan Marriage Hall at Sagarbhanga under DMC
e-Tender No. : WBDMC/ASSET/NIT-12/25-26
Tender ID : 2025_MAD_888338_1 • Estimated Amount : 4,84,022.00

2) Name of the work : Construction 4 nos. Ring Well and Repairing of 1 no. Ring Well at Mahuabagan within Ward No.-02 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/COMM/WS/NIT-65/25-26 (2nd Call)
Tender ID : 2025_MAD_888328_1 • Estimated Amount : 3,64,801.00

Last Date : **16-Aug-2025 05:00 p.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**

Sd/-
Executive Engineer
Durgapur Municipal Corporation

মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা

ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে **চিফ মেডিক্যাল অফিসার,** মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেনঃ। **কাজের নামঃ** ০২ বছরের জন্য টিএসএমএইচ, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতায় স্থানীয় ক্রয়ের মাধ্যমে জরুরী ভিত্তিতে ভেন্ডর অর্থাৎ ফার্ম/ডিস্ট্রিবিউটর/ কেমিস্ট শপ (ওষুধের দোকান) থেকে ওষুধ, সার্জিক্যাল, কনজ্যুমেবল, প্যাথলজি ও অন্যান্য আইটেম সরবরাহ। **চুক্তির সময়সীমাঃ** ০২ (দুই) বছর। **বন্ধের তারিখ এবং সময়ঃ** ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ দুপুর ৩টে। **উইন্ডো অ্যাড-এর জন্য নোটিস বোর্ডের অবস্থানঃ** চিফ মেডিক্যাল অফিসার, মেট্রো রেলওয়ে, কলকাতা-র অফিস, ২৮/৫৫, এম.এন.সেন রোড, চন্ডীতলা, কলকাতা-৭০০ ০৪০। **ওয়েব ঠিকানাঃ** টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি, টেন্ডার নথিপত্র **www.ireps.gov.in** -তে পাওয়া যাবে। **টেন্ডার জমাঃ** এটি একটি ই-টেন্ডার। আরও বিস্তারিত বিবরণ **www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে।
ই-টেন্ডার নংঃ এমআরটিএস-এমইডি-এলপি১-২৫-২৭

আমাদের অনুসরণ করুন: /metrorailwaykol /metrorailkolkata

বৈঁক ऑफ़ इंडिया
Bank of India BOI
Relationship beyond Banking

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
অ্যাসেট রিকভারি ডিপার্টমেন্ট
বারাসাত জোনাল অফিস
৩য় তল, ডিডি-২, সল্টলেক, সেক্টর ১, বিধাননগর, কলকাতা-৭০০০৬৪

ই-অকশন অনুষ্ঠিত হবে ২৬-০৮-২০২৫ তারিখে

ব্যাঙ্কের কাছে বন্ধক দেওয়া স্থাবর সম্পত্তির বিক্রির পাবলিক নোটিস

যেহেতু, ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট রুলস -এর ৮ ও ৯ -এর সঙ্গে পঠিত ১৩(১২) ধারা অধীন প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগক্রমে **ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**র অনুমোদিত অফিসার সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট ২০০২ (২০০২ -এর ৫৪) অধীনে ঋণগ্রহীতাদের ডিমান্ড নোটিস ইস্যু করেছেন ও অনুমোদিত অফিসার অত্র নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন। অনুমোদিত অফিসার উক্ত আইনের রুল ৮ -এর সাব রুল ৫ ও ৬ অধীনে বর্ণিতমতো তারিখ, স্থান ও সময় ই-অকশনের আয়োজন করবেন। জনসাধারণ ও সাধারণভাবে ঋণগ্রহীতা ও জামিনদারদের এতদ্দ্বারা জানানো যাচ্ছে যে, নিম্নে বর্ণিত সম্পত্তি সম্পর্কে সারফেইসি অ্যাক্ট অধীনে ই-নিলাম পরিচালিত হবে বিক্রয়ার্থে রুল ২০০২ -এর সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস-তে উপস্থাপিত শর্ত মোতাবেক এবং ব্যাঙ্কের নিকট ঋণের উসুলের জন্য নিম্নোক্ত শর্তসাপেক্ষে।

শাখার নাম সহ ঋণগ্রহীতা/জামিনদারদের নাম ও ঠিকানা	সম্পত্তির বিবরণ	সুরক্ষিত ঋণ/ বকেয়ার পরিমাণ (টাকায়)	দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ও দখলের তারিখ	মজুত মূল্য (টাকায়) এবং বায়না টাকা জমা (ইএমডি, টাকায়)
কাটিয়াহাট শাখা **ঋণগ্রহীতা: মলিনা সরকার** **স্বামী- মনোজিৎ সরকার** **ঠিকানা:** ছোট বাঁকড়া, পোস্ট- বড় বাঁকড়া, উত্তর ২৪ পরগনা, থানা- স্বরূপনগর, পিন-৭৪৩৪২৭	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি এরিয়া পরিমাণ ৩ ডেসিমেল, সম্পত্তি শ্রীমতি মলিনা সরকার এর নামে এবং ভবন অবস্থিত গ্রাম ছোটো বাঁকড়া, পোঃ বড়ো বাঁকড়া, থানা স্বরূপনগর, মৌজা : ছোটো বাঁকড়া, জেএল নং ৪২, আরএস নং ২৬, তৌজি নং ১৭৩, এলআর খতিয়ান নং ৬৫৬, নিজ খতিয়ান নং ২১৬১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২১০৪, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, পিন ৭৪৩২৪৭, পশ্চিমবঙ্গ বাঁকড়া গোকুলপুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন।	**১৭,৫৬,৫৬১ /- টাকা** ২৭.১১.২০২৪ অনুযায়ী আরও সুদ ও চার্জ সহ	১২.০১.২০২৩ এবং ১০.১০.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	১৩,৬০,০০০/- টাকা এবং ১,৩৬,০০০/- টাকা
কাটিয়াহাট শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুব্রত বিশ্বাস** **ঠিকানা:** গ্রাম- হরিশপুর, পোস্ট- বাংলানি, থানা- স্বরূপনগর	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমি সম্পত্তি পরিমাণ ৪.৫৯ ডেসিমেল , সম্পত্তি শ্রী সুব্রত বিশ্বাসের নামে এবং ভবন অবস্থিত মৌজা : বাঙ্গলানি, জেএল নং ৩৮, তৌজি নং ৬৪৯, আরএস খতিয়ান নং ১৫৯৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮৫৭, নিজ খতিয়ান নং ২০৫১৮, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৮৪০৭, থানা : স্বরূপনগর, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা।	**২৪,৫৪,১১১ /- টাকা** ২৭.১১.২০২৪ অনুযায়ী আরও সুদ ও চার্জ সহ	১৬.০২.২০২৪ এবং ১৪.০৫.২০২৪ (প্রতীকী দখল)	৯,৩১,০০০/- টাকা এবং ৯৩,১০০/- টাকা
সোদপুর শাখা **ঋণগ্রহীতা: শিব রঞ্জন ঘটক** **ঠিকানা:** ৬২ সরসুনা মেইন রোড, চ্যাটার্জি পাড়া, ঠাকুরপুকুর, ছয় মন্দিরের কাছে	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ৩০৩, ৪র্থ তলে পরিমাণ ৭৬৮ বর্গফুট, সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ দাস অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৪/৬/২, পি এন মুখার্জি রোড, মৌজা - খড়দা, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৪৫, ২৯৯৮, আরএস দাগ নং ২৮৯৬, আরএস খতিয়ান নং ১৫৫৮, এলআর দাগ নং ৫৩১৭, ওয়ার্ড নং ১৭, খড়দা পুরসভা অধীন থানা - খড়দা, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা - ৭০০১১৭।	**১৮,৭৭,৬২৮/- টাকা** ১৪.০৯.২০২২ অনুযায়ী আরও সুদ ও চার্জ সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর	১৪.০৯.২০২২ এবং ১৫.১২.২০২২ (প্রতীকী দখল)	১৮,৫০,০০০/- টাকা এবং ১,৮৫,০০০/- টাকা
সোদপুর শাখা **ঋণগ্রহীতা: সুশান্ত ব্যানার্জী ও সুস্মিতা ব্যানার্জি** **ঠিকানা:** ৯/১২, লাল বাজার স্ট্রিট, মার্কেন্টাইল বিবিল্ডিং, ৩য় ফ্লোর, ব্লক এ, কলকাতা ৭০০০০১	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত ফ্ল্যাট নং ৪০৪, ৫ম তলে দাস অ্যাপার্টমেন্ট অবস্থিত হোল্ডিং নং ১৪/৬/২, পি এন মুখার্জি রোড, দাসপাড়া, মৌজা - খড়দা, জেএল নং ২, তৌজি নং ১৪৫, ২৯৯৮, আরএস দাগ নং ২৮৯৬, আরএস খতিয়ান নং ১৫৫৮, এলআর দাগ নং ৫৩১৭, ওয়ার্ড নং ১৭, পো - বি ডি সোপান, থানা - খড়দা, কলকাতা - ৭০০১১৬, খড়দা পুরসভা অধীন সাব রেজিস্ট্রি অফিস - সোদপুর, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা।	**২১,৭৬,৫৫৮.২৯/- টাকা** ০১.০৬.২০২৩ অনুযায়ী আরও সুদ ও চার্জ সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর	০১.০৬.২০২৩ এবং ২৫.০৯.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	১৮,০০,০০০/- টাকা এবং ১,৮০,০০০/- টাকা
বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ শাখা **ঋণগ্রহীতা: সৌরভ মুখার্জি** **ঠিকানা:** বিডি ১৬৪ কমল পার্ক, কেষ্টপুর, কলকাতা ৭০০১০১	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ৫৪০ বর্গফুট কম বেশি অবস্থিত ৫ম তলে জি-৪ তলা ভবনে ফ্ল্যাট নং ৪০৫, ব্লক এ, এবং কাজিয়াল পাড়ায় জমির যথাযথ ভাগ অংশ মৌজা - রেকজোয়ানি, জেএল নং ১৩, আরএস নং ৫০, পরগনা কলিকাতা, তৌজি নং ১০, আরএস এবং এলআর দাগ নং ২৫৬, ২৫৮ এবং ২৬০, আরএস খতিয়ান নং ৭৫০, ৭৫১ এবং ৪২১, এলআর খতিয়ান নং ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২ এবং ৩৭৩ এবং বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৬৬১৭, ৭০১১ এবং ৬৬২৭ রাজারহাট বিষ্ণুপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন থানা- রাজারহাট, এডিএসআর রাজারহাট, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা হস্তান্তর দলিল নং ১-০০০২৯-২০১৮ সালের।	**১৫,৮৫,১৭৯/-টাকা** ২১.১২.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ সহ	৩০.১০.২০২৩ এবং ০৩.০১.২০২৪ (প্রতীকী দখল)	১২,৫০,০০০/- টাকা এবং ১,২৫,০০০/- টাকা
নাগের বাজার শাখা **ঋণগ্রহীতা: অনুপ উখাসিনী** **ঠিকানা:** ফ্ল্যাট নং-৩ (দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে), ৩য় ফ্লোর, ব্লক বি, সিটি টাওয়ার, দাস পাড়া (নোয়াপাড়া), পোস্ট- হাতিয়ারা, থানা- নিউ টাউন (পূর্বতন রাজারহাট), ওয়ার্ড নং ১২ (নতুন) কলকাতা-৭০০১৫৭।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩ (দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে) ৪র্থ তলে ব্লক বি, সিটি টাওয়ার, দাসপাড়া (নোয়াপাড়া) পো- হাতিয়ারা, থানা - নিউটাউন (পূর্বতন রাজারহাট) ওয়ার্ড নং ১২ (নতুন) বিধাননগর পুরসভা হোল্ডিং নং আরজিএম-২১২/এএস/১২৯৯, আরজিএম ২১৩/৭৩, ২১৬/১২৬৮/৬৯, এএস/৪৩০, এএস/২১৭/এন এবং ২১৫/১০৬৯ ওয়ার্ড নং ৯ রাজারহাট গোপালপুর পুরসভা বর্তমানে ওয়ার্ড নং ১২ বিধাননগর পৌরসংস্থা অধীন সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৪৯ বর্গফুট কম বেশি এবং সিমেন্টের মেঝে ঢাকা কার পার্কিং স্পেস একতলায় ব্লক বি একই ভবনে পরিমাণ ১০০ বর্গফুট কমবেশি স্বত্ব দলিল অনুযায়ী নং ১-০৪৯৯৭/২০২০, এডিএসআর রাজারহাট, কলকাতা - ৭০০১৫৭।	**৪০,১১,৮৮২/- টাকা** ২১.১২.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ সহ	৩০.১২.২০২৩ এবং ০২.০৩.২০২৪ (প্রতীকী দখল)	৩৪,৫০,০০০/- টাকা এবং ৩,৪৫,০০০/- টাকা
শিশিরকুঞ্জ শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রীমতী টুম্পা সরকার এবং শ্রী শম্ভু সরকার** **ঠিকানা:** বাদু রোড (ডিগবেরিয়া), পোস্ট- বাদু, থানা- মধ্যগ্রাম	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ৬১, ২য় তলে (পূর্ব দক্ষিণ মুখী) ব্লক এ-২, ভিকি হাউজিং কমপ্লেক্স নির্মিত জমি ৩৩ ডেসিমেল কমবেশি - ৭২ ডেসিমেল থেকে মৌজা - মোল্লা পাড়া, জেএল নং ৭৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১৭২, সিএস এবং আরএস খতিয়ান নং ০২, এলআর খতিয়ান নং ১০৬, বর্তমানে এলআর খতিয়ান নং ৮৬৮, ৮৭১, ৮৭৩, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪ এবং ৮৮৫ এবং হোল্ডিং নং ১১৬, ওয়ার্ড নং ০১, মধ্যমগ্রাম পুরসভা মোল্লাপাড়া এল/এম দিগবেড়িয়া সেকেন্ড লেনের নিকট পরিমাণ আনুমানিক ২৬০ বর্গফুট ঢাকা এরিয়া ৩২৪ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া কমবেশি সম্পত্তি শ্রীমতী টুম্পা সরকার এবং শ্রী শম্ভু সরকার-এর নামে (হস্তান্তর দলিল ১-৫৭৪৫/২০২২)।	**৩,৯৮,৭৬৫/-টাকা** ২১.১২.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ সহ	২৪.১১.২০২৩ এবং ২৮.০২.২০২৪ (প্রতীকী দখল)	৬,৫৮,০০০/-টাকা এবং ৬৫,৮০০/- টাকা
বিরাটি শাখা **ঋণগ্রহীতা: মহঃ হাজিজুল আলম** **ঠিকানা:** পিতা-আবুল কাশেম, গ্রাম-বোকুন্দ, পোস্ট-বৈদ্যপুর, জেলা-উঃ ২৪ পরগনা	সমপরিমাণ বন্ধকদত্ত জমি এবং ভবন অবস্থিত মৌজা বৈদ্যপুর, তৌজি নং সাবেক ১৪৬ এবং হাল ১২, জেএল নং ১৫০, এলআর খতিয়ান নং ৬৬, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৫৯২, ফলতি বেলিয়াঘাটা গ্রামপঞ্চায়েত অধীন। গ্রাম এবং পো-বৈদ্যপুর, থানা - বারাসত, বর্তমানে শাসন, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৪২৩ (স্বত্ব দলিল নং ১-০৫২৭৫-২০১৫ সালের)	**৫,৪৯,৯৮৫.৯০ টাকা** ১১-১০-২০২৩ অনুযায়ী আরও সুদ ও চার্জ সহ সুদ বন্ধের তারিখ থেকে কার্যকর	১১.১০.২০২৩ এবং ০৩.০২.২০২৪ (প্রতীকী দখল)	১২,০০,০০০/- টাকা এবং ১,২০,০০০/- টাকা
বগুলা শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী সুব্রত বিশ্বাস** **ঠিকানা:** পিতা- সন্তোষ কুমার বিশ্বাস, কৈখালী বাজারের কাছে, পোস্ট- হরিতলা, থানা- হাঁসখালি, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৫০২	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি একতলা বসবাসের ভবন ১১৮৪ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা কৈখালি, জেএল নং ৭৫, দাগ নং আরএস এবং এলআর প্লট নং ৩৩১, খতিয়ান নং আরএস ১০৬, এলআর ১৩৯৫, বগুলা ১ নং গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, থানা এবং ব্লক হাঁসখালি, জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। চৌহদ্দি - উত্তরে : সন্তোষ কুমার বিশ্বাসের জমি দক্ষিণে : রামনগর রোড, পূর্বে : সন্তোষ কুমার বিশ্বাসের ভবন, পশ্চিমে : গোপাল সরকার এবং কৃষ্ণপদ সরকারের ভবন।	**১৩,২৭,০৯৮/- টাকা** ২১.১২.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ সহ	০৬.০৬.২০২৪ এবং ১১.০৯.২০২৪ (প্রতীকী দখল)	২১,০২,০০০/-টাকা এবং ২,১০,২০০/- টাকা
সল্ট লেক শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী পিন্টু অধিকারী** **ঠিকানা:** 'অবিনাশ অ্যাপার্টমেন্ট', ফ্ল্যাট নং-১০৪/এ, ৩য় ফ্লোর (দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে), হোল্ডিং নং- ২০(৫৩), দুর্গানগর রোড, পোস্ট-রবীন্দ্র নগর, থানা- নিমতা, কলকাতা-৭০০০৬৫, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা (উত্তর)।	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি বসবাসের ফ্ল্যাট নং ৩ই, ৪র্থ তলে (দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে) পরিমাণ এরিয়া ৯০০ বর্গফুট অবস্থিত মৌজা দক্ষিণ নিমতা, আরএস দাগ নং ৯৫৭০, আরএস খতিয়ান নং ৭৩২ এবং ১০১২ জেএল নং ৮, দুর্গানগর রোড, হোল্ডিং নং ২০ (৫৩) থানা - নিমতা, ওয়ার্ড নং ২২, উত্তর দমদম পুরসভা অধীন কলকাতা-৭০০০৬৫, জেলা-উত্তর ২৪ পরগনা। চৌহদ্দি: উত্তরে : কানাইলাল বৈদ্যর ভবন, দক্ষিণে : অনিল রঞ্জন বিশ্বাসের ভবন, পূর্বে: আরএস দাগ নং ৯৫৭২, পশ্চিমে : ১৬ ফুট চওড়া দুর্গানগর রোড।	**২১,৩০,৫৬৪/- টাকা** ২১.১২.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ সহ	৩০-০৪-২০২৪ এবং ২৪-০৭-২০২৪ (প্রতীকী দখল)	২৩,৭৬,০০০/- টাকা এবং ২,৩৭,৬০০/- টাকা
সিলিন্দা শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী বিনু বিশ্বাস ও শ্রীমতী শিমুল বিশ্বাস** **ঠিকানা:** গ্রাম- হরিপুকুর, পোস্ট- পূর্ব বিষ্ণুপুর, থানা- চাকদাহ, পিন-৭৪১২২৩	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ সম্পত্তি জমি/নির্মাণ মৌজা পূর্ব বিষ্ণুপুর, জেএল নং ১৫১, আরএস এবং এলআর দাগ নং ১১৮৮, আরএস খতিয়ান নং ২৩৭, এলআর খতিয়ান নং ১৩১২, দুর্বা গ্রামপঞ্চায়েত অধীন, পো - বিষ্ণুপুর, থানা - চাকদা, রেজিস্ট্রিকৃত সাব জেলা চাকদা এবং জেলা নদিয়া, পশ্চিমবঙ্গ। চৌহদ্দি : উত্তরে : অঞ্জলি বিশ্বাসের ভবন, দক্ষিণে : পিম্পু পোদ্দার এবং মণীন্দ্র নাথ পোদ্দারের ভবন, পূর্বে : জয়দেব বিশ্বাসের ভবন, পশ্চিমে : সড়ক	**৪০,২৯,৪৩৬/- টাকা** ২১.১২.২০২৪ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ সহ	৩০.১২.২০২২ এবং ২৯.০৩.২০২৩ (প্রতীকী দখল)	১৮,৮৫,০০০/- টাকা এবং ১,৮৮,৫০০/- টাকা
এআইটি ক্যাম্পাস শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী দেবেন্দ্র চৌধুরী** **জামিনদার: শ্রী পৃথ্বীরাজ নাথ** **ঠিকানা:** এ-৩, দিগন্ত অ্যাপার্টমেন্ট, দক্ষিণায়ন, সোদপুর, উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১১০	তৃতীয় ফ্লোরে অবস্থিত ফ্ল্যাট নম্বর-এ, যার পরিমাপ আনুমানিক ৮৩৮ বর্গফুট এবং ফ্ল্যাট নম্বর-বি, যার পরিমাপ আনুমানিক ৭৫৯ বর্গফুট (কমবেশি) এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, স্বপ্ন নীল অ্যাপার্টমেন্ট নামে পরিচিত, যা প্রেমিসেস নং ১৪৬, দক্ষিণায়ন, সোদপুর, মৌজা - সোদপুর, জে.এল. নং- ১০, তৌজি নং- ১৭২, আর.এস. দাগ নং- ৮১৫/২৩২৪, খতিয়ান নং-১১০৮, ওয়ার্ড নং-২৩, থানা - খড়দহ, পানিহাটি পৌরসভার সীমানার মধ্যে অবস্থিত, এবং এ.ডি.এস.আর.ও. সোদপুর, কলকাতা-৭০০১১০, জেলা ২৪ পরগনা (উত্তর) এর এখতিয়ারভুক্ত। এই সম্পত্তিগুলি ডিড অফ কনভেয়েন্স (আই-১৫২৪-০৩৪৪০/ ২০১৭, তারিখ-৩০-০৬-২০১৭) এবং ডিড অফ কনভেয়েন্স (আই-১৫২৪-০৩৪৩১/২০১৭, তারিখ-৩০-০৬-২০১৭) অনুযায়ী। চৌহদ্দি- উত্তরে- শিমুল সাহা, পূর্বে- ২৫ ফুট দক্ষিণায়ন রোড, দক্ষিণে- বীরেন্দ্রনাথ দাসের জমি, পশ্চিমে- ১৪ ফুট প্রশস্ত রাস্তা।	**৩৮৬৪৫৮৯/- টাকা** ০৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ সহ	০৩.০৮.২০২১ এবং ২৯.১১.২০২১ (বাস্তবিক দখল)	৩০,৬০,০০০/- টাকা এবং ৩,০৬,০০০/- টাকা
বাঙ্গুর অ্যাভিনিউ শাখা **ঋণগ্রহীতা: সিমা শ'** **জামিনদার: বরখা কেশরী** **ঠিকানা:** ৫৮ পদ্ম পুকুর রোড, দমদম, ইটালগাছা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট নং এ১ একতলায় উত্তর পূর্ব দিকে জি-২ তলা ভবনে ফ্ল্যাট পরিমাণ সুপার বিল্ট আপ এরিয়া আনুমানিক ১০০০ বর্গফুট কম বেশি, মৌজা - সুলতানপুর, জেএল নং ১০, তৌজি নং ১৭৩, আরএস নং ১৪৮, আরএস দাগ নং ৫৩৩, আরএস খতিয়ান নং ৩৭৯, ১৪০২, ৭৩১ এবং ১৩৯৭ ওয়ার্ড নং ৭, দমদম পুরসভা অধীন অবস্থিত হোল্ডিং প্রেমিসেস নং ২৭, কালীমন্দির রোড, থানা- দমদম, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০০২৮।	**৩৪,৩৬,৫৩২/- টাকা** ০৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ সহ	৩০.১২.২০২৩ এবং ২৬.০৪.২০২৪ (বাস্তবিক দখল)	১৯,৫০,০০০/- টাকা এবং ১,৯৫,০০০/- টাকা
শিশিরকুঞ্জ শাখা **ঋণগ্রহীতা: দেবজ্যোতি সেনগুপ্ত এবং রিমা সেনগুপ্ত** **ঠিকানা:** ৫৭৩/১, অশোকনগর, শক্তি সংঘ ক্লাবের কাছে, অশোকনগর	২য় ফ্লোরে (উত্তর-পূর্ব কোণ) অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট নং বি-২০১ এর এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৭৪০ বর্গফুট, হাসি ভিলা নামক বিল্ডিং, যা মৌজা - মাসুন্দা, জে.এল. নং- ৩৪, রে.সা. নং- ৯৬, তৌজি নং- ১৬৯, এল.আর. খতিয়ান নং- ২৭৩১, আর.এস. দাগ নং- ১৮৬/১৬৩১ যা এল.আর. দাগ নং- ৩৩৭ সংশ্লিষ্ট আর.এস. খতিয়ান নং- ২৪, জমিদার খতিয়ান নং-১১ তে অবস্থিত এবং যার হোল্ডিং নং ১৭২, ডঃ বি.সি. রায় সরণি, পো.ও থানা- নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা-৭০০১৩১।	**২৩,৩৫,০৯৭/- টাকা** ০৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ সহ	২৮.০৮.২০১৯ এবং ১৯.০৮.২০২০ (বাস্তবিক দখল)	৯,৬০,০০০/- টাকা এবং ৯৬,০০০/- টাকা
কামারহাটি শাখা **ঋণগ্রহীতা: শ্রী অমিত আগরওয়াল** **ঠিকানা:** মেগা টাওয়ার, ৩৫/১ বিটি রোড, বেলঘরিয়া, কলকাতা-৭০০০৫৬	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ই (ইউ/সি) ৫ তলে, জি-৪ তলা বসবাসের ভবনে ঠিকানা ৭/৬/২৩ বাগস্টেশন রোড, পো - কাঁচড়াপাড়া, থানা - বিজপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন - ৪৪৩১৪৫, মৌজা - মল্লিকবাগ, জেএল নং ০১, এলআর খতিয়ান নং ২১৪২, ২১৪৩, ২১৪৫, ২১৪৬, ২১৪৭ আরএস দাগ নং ৬৩, এলআর দাগ নং ৩০৪, হোল্ডিং নং ৭/৬/২৩, ওয়ার্ড নং ১, হালিশহর পুরসভা অধীন, জেলা - উত্তর ২৪ পরগনা চৌহদ্দি : উত্তরে : কালীপদ পালের জমি, দক্ষিণে : শ্রী কেশব সিং, পূর্বে : ৯ ফুট ৭ ইঞ্চি চওড়া সাধারণ চলার পথ এবং শ্রীমতী রেণুবালা সরকারের ভবন, পশ্চিমে : কালীপদ পালের ভবন।	**৩৩,৩৯,৫৬২/- টাকা** ০৮.০৪.২০২৫ অনুযায়ী তদুপরি আরও সুদ সহ	০৮-০৫-২০১৫ এবং ১৬-০৯-২০১৫ (বাস্তবিক দখল)	১২,৩২,০০০/- টাকা এবং ১,২৩,২০০/- টাকা

নিয়ম ও শর্তাবলী :

(১) নিলাম বিক্রয়/ডাক কেবল "**অনলাইন ইলেকট্রনিক বিডিং**" প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে ওয়েবসাইট **https://BAANKNET.com/** -এর মাধ্যমে হবে।

(২) **সমস্ত সম্পত্তির ক্ষেত্রে নিলামের তারিখ ও সময় ২৬.০৮.২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকেল ০৫.০০টা পর্যন্ত, যার অসীমিত সম্প্রসারণ হবে প্রতি ১০ মিনিটের, অর্থাৎ প্রথম পর্বে নিলাম প্রক্রিয়া চলবে ১২০ মিনিট এবং যদি শেষ ১০ মিনিটে একটি বৈধ ডাক পাওয়া যায়, নিলাম আরও ১০ মিনিটের জন্য প্রসারিত হবে। এই প্রক্রিয়া চলতেই থাকবে যতক্ষণ শেষ ১০ মিনিটে কোনও বৈধ ডাক না থাকে। উপরোক্তমতো সংরক্ষিত মূল্যে নিলাম শুরু হবে। ডাকদাতারা ১০,০০০/- টাকায় (দশ হাজার টাকা মাত্র) তাঁদের প্রস্তাব বৃদ্ধি করতে পারেন উপরে বর্ণিতমতো। আগ্রহী পার্টিরা সম্পত্তিগুলি ১৯.০৮.২০২৫ তারিখ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টার মধ্যে দেখতে পারেন।**

(৩) **আগ্রহী ডাকদাতারা পোর্টাল https://BAANKNET.com/ -এ তাঁদের নাম রেজিস্ট্রি করতে পারেন ও ইউজার আইডিও পাসওয়ার্ড পেতে পারেন। সম্ভাব্য ডাকদাতারা উপরের ইঅকশন দেখুন কীভাবে অকশনের জন্য রেজিস্টার করবেন, অকশনের মোড এবং অন্যান্য প্রসেসের জন্য। সম্ভাব্য ডাকদাতারা যে কোনও জিজ্ঞাস্যর জন্য যোগাযোগ করতে পারেন শ্রী অবিনাশ সাহু (+৯১-৮২৪৯৩২৮৫৪৭) অথবা শ্রী গৌরভ কান্ত (+৯১-৮২৯২৪৭৭৩৩৯) -এর সঙ্গে।**

(৪) উপরোক্ত সম্পত্তি/পরিসম্পৎ "**যেখানে যে-অবস্থায় আছে ভিত্তিতে**", "**যেখানে যাহাই আছে ভিত্তিতে**" **এবং** "**কোনও রিকোর্স ব্যতীত ভিত্তিতে**" বিক্রি হবে। আগ্রহী বিডারদের নিজের মত অকশনে দেওয়া সম্পত্তি জড়িত কোন দায়, সম্পত্তির মালিকানা এবং দাবি/অধিকার/বকেয়া যা ওই সম্পত্তিকে বিশেষভাবে প্রভাব ফেলে সে সব সংশ্লিষ্ট ব্যাপারে নিজেদেরকে অনুসন্ধান করতে হবে এমনি বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় (যেসব সম্পত্তি প্রতীকী দখল আছে তার ক্ষেত্রে) তার খরচ সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হতে হবে বিড জমা দেওয়ার আগে। অনুমোদিত আধিকারিক/সুরক্ষিত ক্রেডিটর কোনওভাবেই দায়ী হবেন না **কোনও তৃতীয় পক্ষের দাবি/অধিকার/বকেয়া এবং কোন বিলম্ব, মূল্য এবং/অথবা কোনও আইনি জটিলতা যা বাস্তবিক দখল নেওয়ার সময় দেখা দিতে পারে** (যেসকল সম্পত্তি প্রতীকী দখলে আছে তার ক্ষেত্রে)।

(৫) উপরোক্ত তফসিলে বর্ণিত হয়েছে প্রাপ্ত সেরা তথ্য এবং এই পাবলিক নোটিসে কোনও ভ্রান্তি, ভুল বিবরণ বা কিছু বাদ গেলে অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক অনুমোদিত অফিসার এবং/বা ব্যাঙ্ক জবাবদিহির যোগ্য হবেন না।

(৬) উপরোক্ত সম্পত্তিগুলি উপরে বর্ণিত সংরক্ষিত মূল্যের নীচে বিক্রি হবে না। আগ্রহী ডাকদাতাদের উপরে বর্ণিত বায়নার টাকা (ইএমডি) ই-ব্যাঙ্কনেট -এর উপর প্রোভাইড ওয়ালেটে জমা দিতে হবে। ওয়ালেটে ইএমডি জমা করার প্রক্রিয়ার বিশদ বিবরণ উপরে উল্লেখিত লিঙ্কে পাওয়া যাবে।

(৭) **আগ্রহী ডাকদাতাদের উক্ত পোর্টালে রেজিস্টার করতে হবে অকশনের আগেই এবং বিবরণ দাখিল করতে হবে ২৫.০৮.২০২৫ তারিখ বিকেল ৪.০০টা পর্যন্ত।**

(৮) **সর্বোচ্চ/সফল ডাকদাতাকে বিক্রয় সম্পর্কে অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক ডাক গৃহীত হওয়ার অব্যবহিত পরেই ইতিমধ্যে প্রদত্ত ইএমডি সামিল করে ডাক অর্থে ২৫% জমা দিতে হবে, বিক্রয় বিফল হলে ইএমডি ফেরতযোগ্য নয়। সর্বোচ্চ ডাকদাতাকে তার ডাক দেওয়ার আইনগত যোগ্যতা সাপেক্ষে এখানে বর্ণিত সম্পত্তির সফল ডাকদাতা/ ক্রেতা হিসাবে ঘোষণা করা হবে।**

(৯) **ডাক/ক্রয় অর্থে অবশিষ্ট ৭৫ % অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক বিক্রয় সুনিশ্চিত করার অথবা অনুমোদিত অফিসারের একক সিদ্ধান্তে লিখিতভাবে সম্মতিক্রমে ও ওইরূপ সম্প্রসারিত সময়কালে ১৫ দিনের মধ্যে (ব্যাঙ্কের কার্যকালে) আদায় দিতে হবে। সফল ডাকদাতা কোনও কারণে পেমেন্ট করতে ব্যর্থ হলে ডাকদাতার ইতিমধ্যেই জমা দেওয়া টাকা বাজেয়াপ্ত করা হবে এবং অনুমোদিত অফিসার/ব্যাঙ্ক-এর স্বাধীনতা থাকবে নিলাম বাতিল করার ও নতুন নিলাম পরিচালনার।**

(১০) **সম্পূর্ণ বিক্রয় বিবেচনা প্রাপ্তির পর, অনুমোদিত অফিসার দরদাতার নামে বিক্রয় শংসাপত্র জারি করবেন এবং তারপরে বিক্রয় সম্পূর্ণ বলে বিবেচিত হবে এবং ব্যাঙ্ক কোনও দাবি গ্রহণ করবে না।**

(১১) **অনুমোদিত অফিসার সর্বোচ্চ ডাক বা যে কোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য করতে বাধ্য নন এবং কোনও কারণ না দেখিয়ে যেকোনও বা সমস্ত ডাক গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য করতে পারেন এবং নিজের নিরঙ্কুশ সিদ্ধান্তে বিক্রির যেকোনও শর্তে তারতম্য সংশোধন বা সরিয়ে দিতে পারেন।**

(১২) সফল ডাকদাতা/ক্রেতা কনভেয়েন্স ডিড, কর, সার্ভিস ট্যাক্স/টিডিএস সহ (৫০ লক্ষ টাকা বা তদূর্ধ্ব মূল্যে সম্পত্তির জন্য ১৯৪ আইএ ধারা অনুযায়ী) যদি থাকে প্রদেয় চার্জ/ফি বহন করতে হবে।

(১৩) এই প্রকাশনাটি সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট), বিধি ২০০২ -এর বিধি ৮(৬) এর অধীনে অগ্রিমের জন্য উপরোক্ত ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/বন্ধকদের জন্য পনের/ত্রিশ দিনের নোটিশ।

(১৪) আরও বিশদ ডাউনলোডের জন্য, প্রক্রিয়া সম্মতি এবং শর্তাবলী, অনুগ্রহ করে দেখুন : **https://www.bankofindia.co.in**।

তারিখ: ০৮.০৮.২০২৫
স্থান: কলকাতা

স্বা/- অনুমোদিত আধিকারিক
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন বায়োস্কোপ

একটি প্রেমের অনন্য ইতিবৃত্ত

ইন্দ্রাশিস আচার্যর নতুন ছবি

‘গুডবাই মাউন্টেন’

শাশ্বত চট্টোপাধ্যায়

গত ২৫ শে জুলাই ২০২৫ মুক্তি পেয়েছে পরিচালক ইন্দ্রাশিষ আচার্যের নতুন ছবি ‘গুডবাই মাউন্টেন’। অস্ট্রিয়ান চলচ্চিত্র পরিচালক ও চিত্রনাট্যকার মাইকেল হ্যানেকে এর চলচ্চিত্রে অনুপ্রাণিত ইন্দ্রাশিষ আচার্য ইতিমধ্যেই তার পরিচালনায় মুক্তিপ্রাপ্ত বেশ কয়েকটি ছবিতে,গতানুগতিকতার বাইরে একটি আলাদা ঘরানার ছাপ রেখেছেন। চলচ্চিত্রপ্রেমী দর্শকদের একটা অংশের ভালোবাসা ও সমর্থন পেয়েছেন। তার পরিচালিত ক্ষ্মনীহারিকাক্ষ্ম চলচ্চিত্র উৎসবে যথেষ্ট সমাদর লাভ করেছে। ‘গুডবাই মাউন্টেন’ ছবির গল্পের লেখক তিনি নিজেই। একটি প্রেমের গল্প — হ্যাঁ একটি প্রেমেরই গল্প, কিন্তু অন্য ধাঁচের অন্য মানের অন্য মাত্রার প্রেম কাহিনী লিখেছেন তিনি। সমগ্র গল্পটি জুড়ে অনেক মূল্যবান প্রশ্ন তুলেছেন এবং তার উত্তর খুঁজেছেন পরিচালক। আমাদের জীবনে আমরা অনেক সময় এমন কোন মানুষের দেখা পাই যার ব্যক্তিত্ব, সহনশীলতা, ত্যাগ, দৃঢ়তা এবং ধৈর্য আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করে। বাইরের সহস্র আঘাতেও এরা ভেঙে পড়ে না বা হতাশাগ্রস্ত হয় না। এদের ব্যক্তিত্বকে অনেক সময় পর্বতের মতো মহান মনে হয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন আঘাত, দুঃখ, বিচ্ছেদ, বিষাদ, অপমান সহ্য করেও স্থানু পর্বতের মতো দাঁড়িয়ে থাকে। এই ধরনের পর্বত সমান ব্যক্তিত্বধারী মানুষদের থেকে যখন চিরতরে বিদায়ের সময় আসে, যখন আর কোনদিনই এহেন ব্যক্তিত্বের কাছে আর ফিরে আসা হবে না, তখন মনের মধ্যে একটা বিষাদময় আলাদা অনুভূতির সৃষ্টি হয়। মনের গহীন পথ বেয়ে এক মোচড় দেওয়া দীর্ঘঃশ্বাস বেরিয়ে আসে। সকল দ্বিধা, দ্বন্দ, সংকোচ কাটিয়ে হৃদয় বলে ওঠে, হে পর্বত সমান মহান ব্যক্তিত্ব তোমার সাথে এ জীবনে আর কোনদিন দেখা হবে না, তাই তোমায় জানাই শুভ বিদায়। এক্ষেত্রে ছবিটির নাম ‘গুডবাই মাউন্টেন’ যথেষ্ট সদর্থক এবং সফল।এই ছবিটির গল্পেও অর্জুন (ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত) পাহাড়ের কোলে একটি হোমস্টে তে থাকে। অর্জুন (ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত) এবং আনন্দী (ঋতুপর্ণা সেনগুপ্ত) দুজন প্রেমিক প্রেমিকা। জটিল জীবনের ভুল বোঝাবুঝিতে তাদের আর এক হয়ে ওঠা হয়নি। দীর্ঘ ২২ বছর অতিক্রান্ত। যে যার মত জীবনে একপ্রকার অভ্যস্ত হতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু প্রথম যৌবনের সেই প্রেম - তা কি একেবারে মুছে গেছে? অন্তরের গহীনে ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়নি? গল্পের ঘটনা প্রবাহে শুধুমাত্র ২২ দিনের জন্য বর্তমানে বিবাহিতা আনন্দী ফিরে আসে একটি পাহাড়ের কোলে তার প্রথম প্রেম অর্জুনের কাছে, তারই ডাকে। শর্ত থাকে একটাই -হারিয়ে যাওয়া অতীত নিয়ে আর কোন প্রশ্ন করা যাবে না। ঠিক এইরকম একটা সেটিংস এর ওপর গল্প বলা শুরু করলেন পরিচালক ইন্দ্রাশিষ আচার্য। দারুন ইন্টারেস্টিং ঘটনা প্রবাহ। ২২ দিন শেষ হবার অল্প আগে সেখানে আগন্তুকের মতো এসে পড়লেন আনন্দীর স্বামী রথীজিৎ (অনির্বাণ ভট্টাচার্য)। ছবিটির ঘটনা প্রবাহে বিভিন্ন প্রশ্ন তুলেছেন পরিচালক - প্রেমে কি বৈধ বা অবৈধ বলে কিছু হয়? অথবা একজনকে ভালবাসলে কি একই সময় আরেকজনকে ভালোবাসা যায় না? এছাড়াও সম্পর্কের জয় পরাজয়, অধিকারবোধ, সন্দেহের মত নানান বিষয় ঠিক প্রয়োজন মত উঠে এসেছে ছবির কাহিনীতে। ছবিটির কোথাও কোন অংশকে অপ্রয়োজনীয় বলে মনে হয়নি। প্রধানত চারটি চরিত্র নিয়ে পরিচালক যথেষ্ট মুন্সীআনার সঙ্গে এতগুলি শক্ত, জোরালো, সঙ্গত প্রশ্নের ড্রিল করেছেন সমগ্র ছবিটি জুড়ে। ইন্দ্রনীল সেনগুপ্ত এবং ঋতুপর্ণা সেনগুপ্তের কেমিস্ট্রি কিছুদিন পূর্বেই দেখা গিয়েছিল ‘পুরাতন’ ছবিতে। এই ছবিতেও তারা যথারীতি অনবদ্য এবং সাবলীল। এই দুই দক্ষ অভিনেতার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে নিখুঁত অভিনয় করেছেন, অনির্বাণ ভট্টাচার্য এবং অনন্যা সেনগুপ্ত (ডাক্তার)। হোমস্টেতে থাকতে আসা ট্রেকিং দলের সদস্যদের অভিনয়ও যথাযথ। কেরালার ওয়েনাড় এ পাহাড় এবং প্রাকৃতিক নৈসর্গের দৃশ্যগুলি এবং সামগ্রিক সিনেমাটোগ্রাফির জন্য শান্তনু দে অসম্ভব ভালো কাজ করেছেন। পাহাড়ের প্রেক্ষাপটে শান্ত নির্মল ছন্দে কবিতার মত ছায়াছবিটির শ্রুতিমধুর সংগীতের জন্য সংগীত পরিচালক রনজয় ভট্টাচার্যের কৃতিত্ব অনস্বীকার্য। সর্বোপরি সাধারণ বাংলা ছবির গতানুগতিকতার বাইরে এই ধরনের অনন্য মানের ছবি উপহার দেওয়ার জন্য পরিচালক ইন্দ্রাশিষ আচার্যকে কুর্নিশ।

সোশ্যাল মিডিয়ার সবই কি সত্যি?

শুভজিৎ বসাক

আধুনিক বিশ্বে নেটমাধ্যম মারফৎ চলমান সোশ্যাল মিডিয়া যা আমাদের সমৃদ্ধ করছে আবার এও সত্যি এই সোশ্যাল মিডিয়া মারফৎ অনেক অসত্য তথ্য পরিবেশিত হয়, এতে ভয়াবহ ভাবে ক্ষতি হয় সামাজিক পরিসর। এরকমই একটা গল্পের প্রেক্ষাপট নিয়ে হাজির হয়েছে Stolen যা আজকের প্রেক্ষাপটে ভীষণ প্রাসঙ্গিক একটি বিষয়।

রমন ফ্লাইট মিস করে ট্রেনে করে স্টেশন চত্বরে যখন নামে তখন মধ্য রাত আর সে কুড়িয়ে পায় একটি বাচ্চার টুপি যা তার হাতে দেখে আদিবাসী ঝুম্পা তাকে বাচ্চা চোর বলে শোরগোল তোলে যে মানালিতে কাজের সন্ধানে ট্রেনের অপেক্ষায় থেকে একটা সময়ে ঘুমিয়ে পড়েছিল। কিছুক্ষণ আগে তার পাঁচ মাসের মেয়ে চম্পা চুরি হয়ে যায়। শোরগোল দেখে বাইরে ভাইয়ের জন্য অপেক্ষারত গৌতম ছুটে আসে। ততক্ষণে পুলিশ রমনকে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করে আশানুরূপ কিছুই পায় না বরং সে যে বাচ্চা চোর নয় সেটা সে সামনের দোকানিকে দিয়ে নির্দিষ্ট করে। ইতিমধ্যে দৈবাৎক্রমে অচিলালের খোঁজ পায় গৌতম এবং তার সাথে বাদানুবাদের সময়ে চম্পাকে খুঁজে পাওয়া যায়। মূলতঃ দয়া নামে একজন নিঃসন্তান মহিলা ঝুম্পাকে সারোগেট মাদার হিসাবে অর্থ দেয় কিন্তু পরে তার দুটো সন্তান জন্মালে প্রথমটিকে শর্ত মত দিয়ে দিলেও দ্বিতীয়টিও নেওয়ার তাগিদে এই পুরো কাজটি করানো হয়েছিল যেখানে ওরা তিনজন ভুলবশতঃ সোশ্যাল মিডিয়া মারফৎ বিশ্ব দরবারে চোর হিসাবে ভুলভাবে উপস্থাপিত হয় আর এক্ষেত্রে পুলিশি তৎপরতা তাদের উদ্ধার না করলে বিপদ ঘটতেই পারত।

একথা বাস্তব যে আজকাল রাস্তায় যাওয়া আসা করতে গেলে কিছু দেখলেই সেটা সামাজিক বা নিজস্ব পরিসরে কতটা গ্রহণীয় সেসব না ভেবেই সোশ্যাল মিডিয়াতে এমনভাবেই তুলে ধরার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা সাধারণ জীবনকে বিভ্রান্ত করছে এবং সেটি প্রকাশ্যে এলে সত্যি মিথ্যে বিচার করার বোধটাই হারিয়ে ফেলে অনেকে- এককথায় যান্ত্রিকভাবে পরিচালিত হচ্ছে মানুষের বুদ্ধি। যেখানে বাদ নেই রাস্তার নিম্নমানের খাদ্যের পসরার সাথে

ঝুম্পা মরিয়া হয়ে ওঠে এবং খোঁজ করে নিশ্চিত হয় যে সেই দোকানিই এই বাচ্চা চুরির সাথে যুক্ত আছে। পরে পুলিশি জেরায় সে দোষ স্বীকার করে যেখানে বাচ্চা চোর রয়েছে তার ঠিকানা বলে। গৌতমের অনিচ্ছা সত্ত্বেও রমন ঝুম্পাকে সাহায্য করতে দাদাকে বাধ্য করে এবং সেখানে যাওয়ার পথে তারা জানতে পারে যে শুরুতে ঝুম্পা যখন রমনকে ভুল করে চোর ভেবে বসে এবং সেই ভুল ভাঙ্গাতে দুই ভাই পুলিশকে বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে সেই ভিডিও কেউ তুলে এমনভাবে সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে দেয় যা দেখে তাদেরই বাচ্চা চোর মনে করে বসে সবাই। এদিকে যেখানে আসল বাচ্চা চোর ছিল সেখানে গিয়ে তাকে ধরতে গিয়ে এক দুর্ঘটনায় মারা যায় সে এবং এই সমস্ত ঝামেলা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখতে দুই ভাই মিলে পুলিশকে টাকা দিয়ে নিজে মুক্তি পেয়ে চলে আসবে এমন সময়ে রমনের মনে হয় যে ঝুম্পাকে সাহায্য করা উচিৎ কিন্তু গৌতমের সায় ছিল না তবুও সে ভাইয়ের কথা মান্যতা দেয়। তারা তিনজনে মিলে গাড়ি করে বাকি রাত ঘুরে ভোরে একটি চায়ের দোকানের সামনে দাঁড়ায় আর ততক্ষণে ভিডিওটি এত ভাইরাল হয়ে যায় যার দরুন সবাই তাদের বাচ্চা চোর ভেবে চড়াও হয়। কোনওমতে তারা পালিয়ে গেলেও ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী ওদের ওপরে দল বেঁধে আক্রমণ করলে ওরা সবাই কমবেশি জখম হয়। ইতিমধ্যে এই কথা গৌতম সেই পুলিশদের জানালে তারা উদ্ধার করার পদক্ষেপ নিয়ে যতক্ষণ তারা না আসছে সেইসময়টুকু নিরাপদ আশ্রয়ে থাকতে বলে আর সেই কথা মত তারা একটি বন্ধ বাড়িতে ঢুকে আশ্রয় নিলেও শেষরক্ষা হয় না। ইতিমধ্যে পুলিশ এসে তৎপরতার সাথে গৌতম আর রমনকে উদ্ধার করে হাসপাতালে পাঠালেও ঝুম্পা খুঁজতে যায় অচিলালকে যে এই কান্ডের মূল পান্ডা, যার কথা সে দুই ভাইকেও প্রসঙ্গক্রমে জানিয়েছিল। পরে ব্যক্তিগত জীবনের নিজস্বতা- সবই হয়ে উঠেছে কন্টেন্ট নামক চিড়িয়াখানার বস্তু! এমন একটা মানসিকতা তৈরি হচ্ছে যেখানে সুলভে জনপ্রিয়তা অর্জন করে অর্থোপার্জনের মাধ্যম হিসাবে সোশ্যাল মিডিয়াকে ব্যবহার করতে গিয়ে ঠিক-ভুলের সীমা উধাও হয়েছে। তারা এভাবেই ঝোঁকের বশে যা দেখতে পায় তার মূল্যায়ন অবধি না করে সরাসরি নিজের স্বার্থের জন্য তা তুলে ধরে জনসমক্ষে এবং এগুলো দেখে একটা শ্রেণীর মধ্যে ভুল মতামত গড়ে ওঠে যার প্রভাব পড়ে সামাজিক পরিসরে- এটি প্রকৃতপক্ষে সামাজিক বিকৃতির দিক। একইসাথে সোশ্যাল মিডিয়াকে রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত অনেক স্বার্থ চরিতার্থ করতে প্রযুক্তির কারসাজিতে নানাভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে যেখানে বহুক্ষেত্রে সত্যি বিষয়টি অধরা থেকে যায় যার কুপ্রভাবে সামাজিক, ব্যক্তিগত পরিসর ভীষণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। নানা সমীক্ষা মারফৎ প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী, প্রতিবছর সস্তার জনপ্রিয়তার লোভে ২.৭৫ শতাংশ করে ভুয়ো তথ্য প্রচারিত বৃদ্ধি পাচ্ছে, এতে কারও অর্থহানি, সম্পদহানি তো ঘটছেই একইসাথে জীবনেও নানা বিপর্যয় নেমে আসছে যা নিয়ে বাড়তি সতর্কতার প্রয়োজন। অতএব যা প্রকাশ্য তা কতটা মতামত গঠন করে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উপযুক্ত সেটা সোশ্যাল মিডিয়ার ওপরে পুরোপুরি ছেড়ে না দিয়ে নিজের বোধশক্তিকে প্রয়োগ করার ভাবনাই Stolen বলে যায় আর এটা একটা ব্যাধি হিসাবে আস্তে আস্তে ছড়িয়ে পড়ছে য প্রতিরোধে সুলভে সোশ্যাল মিডিয়া নির্ভর তথ্যের সত্যতা যাচাই করা বাধ্যতামূলক। মানুষ শ্রেষ্ঠ তার মতামত, সিদ্ধান্ত নির্ধারণের ক্ষমতার জন্য, সেটাই যদি নিজস্বতা হারায় তাহলে সমাজ নিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়বে প্রযুক্তির ওপরে যা আবার নিয়ন্ত্রিত হয় সস্তার জনপ্রিয়তার লোভে বিবেকহীন মানসিকতায়- আরও সজাগ হওয়া প্রয়োজন সভ্য সমাজের।

মালিক: প্রসেনজিৎ, রাজকুমার রাও দুই অ্যাকশন হিরো

সঙ্গে আমৃত্যু দীপ কথা’র রোম্যান্টিক শপথ ‘হ্যায় না মুমকিন—’

প্রদীপ মারিক

অনবদ্য প্রসেনজিৎ। এখনো তিনি বুঝিয়ে দিলেন কমার্শিয়াল ছবিতে তিনি রিয়েল হিরো। তিনি দেখিয়ে দিলেন বয়স কেবলমাত্র একটা সংখ্যা মাত্র। অভিনেতার আসল পরিচয় অভিনয়। প্রসেনজিতের কি অনবদ্য স্ট্যান্ড, তার লক্ষ শুভানুধ্যায়ীর মত আমিও একজন অন্ধ ভক্ত হলেও তার অভিনয় দেখে আমার মত তার পাগল ফ্যানরা নিশ্চই বলবেন, ‘আমি প্রসেনজিতের বই ছাড়বো না--’ । আগাগোড়া অ্যাকশন থ্রিলার মালিক চলচিত্রে মন ছুঁয়ে যায় ‘ হ্যায় না মুনকিন---’ । ভরুন জৈন এবং শ্রেয়া ঘোষালের কণ্ঠ এই সিনেমায় প্রাণ এনে দিলো। এই গান গেয়েই দীপ প্রতিজ্ঞা করলো তার ভালোবাসার কথামালাকে বুকে জড়িয়ে রাখবে আমৃত্যু শত প্রতিকূলতার মধ্যেও। মালিক বলতে গেলে অ্যাকশন থ্রিলার ফিল্ম যা পুলকিত দ্বারা পরিচালিত এবং কুমার তৌরানি এবং জয় শেওয়াক্রমানি প্রযোজিত। এই ছবিতে প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় এবং মানুষী চিল্লার পাশাপাশি প্রধান চরিত্রে রাজকুমার রাও অনবদ্য। মালিকের সারপ্রাইজ প্যাকেজ হিসাবে আসেন রিয়েল হিরো প্রসেনজিত যিনি মালিককে খুঁজে বের করার জন্য অভিজ্ঞ এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট। তার বাঙালি স্পর্শ এবং স্টাইলিশ আচরণের অভিজ্ঞতা এই চলচিত্রে সতেজতা আনে। অংশুমান পুষ্কর এবং সৌরভ সচদেব রাজের জাদুকরী জাগতিকতার সাথে মিল রেখে একটা জাতি একটা অঞ্চলের সমস্যা হৃদয় স্পর্শী চিত্রনাট্যের মাধ্যমে ফুটিয়ে তোলেন। শচীন জিগারের সুর এবং হুমা কুরেশির প্রাণবন্ত অভিনয় মালিক কে রোমান্টিকতার দিকে মোড় নেয়। গুরুত্বপূর্ণ মোড়গুলিতে নিজস্ব জীবন ধরে নেওয়া এবং আখ্যানের সাথে একীভূত হয়েছে ব্যাকগ্রাউন্ড মিউসিকে। মালিক দেখতে দেখতে যেন সেই ১৯৮০-এর দশকের শেষের দিকের সামন্ততান্ত্রিক এলাহাবাদের প্রেক্ষাপটে ফিরে যাওয়া যায়। যেখানে একজন কৃষক শ্রমিকের (একজন নিষ্ঠাবান রাজেন্দ্র গুপ্তের) ছেলে দীপক (রাজকুমার) জমিদারদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে একজন গ্যাং লর্ড হয়ে ওঠে এবং ‘মালিক’ উপাধি ধারণ করে। উত্তরপ্রদেশ এবং বিহারের পুলিশ স্টেশনগুলি দীপকের মতো ইতিহাসের পাতায় পূর্ণ, যারা বর্ণ বা শ্রেণী সংগ্রামের কারণে বন্দুক তুলেছিল এবং ক্ষমতার ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য রাজনীতিবিদরা তাদের গ্রহণ করেছিল। রাজ সুনিপুণ চরিত্র অঙ্কনে এই চলচিত্র রিয়েল অ্যাকশন স্ফুলিঙ্গে পরিণত করেন। লোকেশনগুলো অলংকরণ এবং সংলাপের ডিনামাইটের ছাপ সৌরভ শুক্লা এবং স্বানন্দ কিরকিরের নেতৃত্বে রাজনীতিবিদদের ভঙ্গি যেন সত্যি বাস্তবসম্মত। প্রতিশোধ এবং বিশ্বাসঘাতকতার পর্বে ভরা রাজনীতিবিদ-অপরাধীর সম্পর্ক যেন প্রতীকী অর্থে অসাধারণ সামাজিক বার্তা দেয়। প্রেমের আবহে মালিক হয়ে ওঠে গল্পের কেন্দ্রবিন্দু সঙ্গে এক ট্র্যাজিক মোড় নিয়ে আসে এই চলচিত্রে। মানুশি ছিল্লা অসাধারণ অভিনয়ের ছাপ রাখলেন। ১৫২ মিনিটের চলচিত্র, অ্যাকশন মুভি হিসাবে সপ্রতিভ ছাপ ফেলে দিয়েছে ভারতীয় সিনেমায়। নৃত্যরত প্রসেনজিৎ যেন আবার সেই রিয়েল হিরোর স্থানে ফিরে এসেছেন। মালিকের প্রাণ ফিরে এসেছে দীপ কথায় ভালোবাসার নিঃশ্বাসের গন্ধে, সেই ভালোবাসার গন্ধে ‘হ্যায় নামুনকিন—’ গানেই যেন প্রাণ ফিরে আসে।